উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের কথায় সময় বাড়ায় নি » ৫

হোয়াটসঅ্যাপে চাই সক্রিয় সিম

কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে কোনও ব্যবহারকারীকে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই একটি সক্রিয় সিম কার্ড যুক্ত করতে হবে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১৩°	২৭°	১৪°	২৭°	১৪°	২৭°	১৫°

যদি সংকল্প থাকে তবে সাফল্য নিশ্চিত » ৭

১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 1 December 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 192

আকাশছোঁয়া।। ৫২তম শতরান করে লাফ বিরাট কোহলির। রাঁচিতে রবিবার।

কোথায় তোমার দেশ...

অভিযোগ, ওপারের স্বাস্থ্যকর্মী এপারের ভোটার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম রায়গঞ্জের ভোটার তালিকায়! পরিবার সহ ওই বাংলাদেশি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছেন বলেও অভিযোগ। জেলা শাসকের দপ্তরে এমন অভিযোগ জমা পড়তেই শোরগোল ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। অভিযোগের ভিত্তিতে শুনানিও হয়েছে। সেই শুনানিতে অভিযুক্ত দীপক তরফদার হাজির ছিলেন বলে জানিয়েছেন বিএলও। এদিকে, দীপকের স্ত্রী অঞ্জলি তরফদারের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় পাওয়া যায়নি। বিতর্ক দেখা দেওয়ায় অঞ্জলির এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া হয়নি। তবে অভিযোগ নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে।

এসআইআর চলাকালীন জেলা শাসকের দপ্তরে যেসব নথি জমা পড়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, দীপক তরফদার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মী ছিলেন। ১৯৯৯ সালে অবসর নিয়েছেন। সেখানে পেনশনও পেতেন। এরপর তিনি ভারতে চলে আসেন। রায়গঞ্জের বীরঘই অঞ্চলের পশ্চিম গোপালপুরে পরিবার নিয়ে থাকতে শুরু করেন তিনি। তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ছেলে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত। তথ্য মারফত জানা গিয়েছে, এখানকার ভোটার তালিকায় দীপক তরফদারের নাম থাকলেও বাংলাদেশে তিনি দীপকচন্দ্র তরফদার নামে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতেন। তাঁর পেনশনের পিপিও নম্বর ডিএ/মানুক/হেলথ/৭১৫ ডেটেড ০৪/০৪/১৯৯৯। পেনশন অফিস মানিকগঞ্জ। বাংলাদেশের আইডি নম্বর ১৯৪৭৫৯২৫৬১২০০০০০২। স্থায়ী ঠিকানা-হোল্ডিং নম্বর ৮১৮, গ্রাম - মানিকপুর, ডাকঘর মুন্সীগঞ্জ।

এ নিয়ে পশ্চিম গোপালপুর বুথের বিএলও নসলিমুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'দীপক তরফদারের নামে অভিযোগ জমা পড়েছে। তার ভিত্তিতেই জেলা শাসকের দপ্তরে শুনানি হয়েছে। আমিও শুনানিতে ছিলাম। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাঁর নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আছে।

বিতর্কিত ভোটারের বুথ পশ্চিম গোপালপুর।

কী অভিযোগ

- দীপক বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী
- ১৯৯৯ সালে অবসর নিয়েছেন, সেখানে পেনশনও পেতেন
- ভারতে এসে রায়গঞ্জের বীরঘই অঞ্চলের পশ্চিম গোপালপুরে পরিবার নিয়ে থাকতে শুরু করেন

ওঁর ছেলের নামও আছে। তবে স্ত্রীর নাম ছিল না। যদিও স্ত্রীর নাম গোয়ালপোখরে একটি বুথে আছে বলে দীপক দাবি করেছিলেন। পরে ম্যাপিং করতে গিয়ে দেখি, স্ত্রী অঞ্জলি তরফদারের ভুল তথ্য দেওয়া হয়। তাই ওর স্ত্রীর ফর্ম নেওয়া হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'উনি যে বাংলাদেশের পেনশনার্স তা জানি। এর আগে নোটিশ এসেছে আমার কাছে। যিনি আগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (এআরও) ছিলেন, ওঁর কেসটা তাঁর টেবিলে পড়ে আছে। ওঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল, আমিও গিয়েছিলাম। ডাকঘর মারফত আমার কাছে ওঁর বাংলাদেশের সমস্ত তথ্য এসেছে। তবে আমার কাজ আমি করেছি।'

অন্যদিকে, পশ্চিম গোপালপুর সংসদের সদস্য নরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমি চাই না কারও নাম কাটা যাক। দীপক বাংলাদেশের বাসিন্দা কি না জানা নেই। ওর নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আছে, স্ত্রীর নাম ছিল কি না জানি না। শুনেছি, ওর নাম ভোটার তালিকায় থাকায় কেউ বা কারা অভিযোগ করেছেন। জেলা শাসকের দপ্তরে শুনানি হয়েছে। আমি সঠিকটা বলতে পারব না।'

এদিন দীপককে পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাঁর ছেলে মুকুলেশ তরফদার বলেন, 'আমি বাবার সঙ্গে থাকি না। তবে উনি জন্মসূত্রে ভারতীয়। কী করে চাকরি করবেন বাংলাদেশে? উনি বাংলাদেশে কোনওদিন থাকতেনই না। চাকরি তো দূরের কথা। সবটাই মিথ্যা অভিযোগ। তবে জেলা শাসকের দপ্তরে শুনানি হয়েছে, বাবা শুনানিতে গিয়েছিলেন।'

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

ভুল বৃত্তে কিশোরীরা, স্কুল-সমাজের দায়িত্ব অনেক

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

'ম্যাম, আগের পরীক্ষাগুলো দিইনি। অ্যানুয়ালটা দিতে পারব তো?' ক্লাস এইটে ওঠার পর টানা প্রায় দশ মাস একদিনও স্কুলে না আসা রমিতাকে দেখে অবাক হই। এই সময়ের মধ্যে স্কুলের রেকর্ডে থাকা তার ফোন নম্বরে তাকে পাওয়া যায়নি। সহপাঠীরা কেউ সঠিক খবর দিতে পারেনি। একবার তার এলাকার একজনের কাছে খবর নিতে গিয়ে জানা গিয়েছিল সে এখন আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে। হঠাৎ এতদিন পর সে ফের হাজির!

প্রায় ঘণ্টাখানেক কথায়, আদরে-ভালোবাসায়, কিছুটা বকুনিতে যে তথ্য উদ্ধার হয়েছিল, তার মর্মার্থ এই যে, সে প্রেমিকের হাত ধরে চলে গিয়েছিল অসমে। তারপর বিবাহিত ছেলেটির সংসারে গিয়ে মোহমুক্তি ও বাড়িতে যোগাযোগের পর অনেক ঝামেলা সেরে সে ফিরেছে ঘরে। ছাত্রীটির আকুল কান্নায় শিক্ষিকারা বিচলিত তখন। স্বস্তি পেয়েছিলাম যে আরও গুরুতর কিছু ঘটেনি তার সঙ্গে।

স্কুলের বাইরে ছিলেন তার মা। নিতান্ত ঘরোয়া কুণ্ঠিত মা-কে তিরস্কার করা হয়, কেন স্কুলে ঘটনাটা জানানো হল না! মা বলেছিলেন, মেয়ে প্রথমে জানিয়েছিল যে তার প্রেমিক অবস্থাপন্ন, চাকরি করে, সে ভালো আছে। ছবিও পাঠিয়েছিল। ছেলেটির সঙ্গে আলাপের সূত্র সামাজিক মাধ্যম!

রমিতার ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা লিপিকা একই কারণে পালিয়েছিল প্রতিবেশী রাজ্যে।

এরপর দশের পাতায়

সাফল্য দাবি তৃণমূলের

সময়সীমা বাড়ল এসআইআর-এর

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : একদিকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-তে তাড়াহুড়ো হচ্ছে বলে বিতর্ক। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে একের পর এক বিএলও'র অসুস্থতা, মৃত্যু ও আত্মহত্যায় কাজের চাপের অভিযোগ। এই আবহে এসআইআর-এর সময়সীমা পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। রবিবার ছুটির দিনেই কমিশন জানিয়েছে, ৯টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর জন্য আরও এক সপ্তাহ সময় বাড়ানো হল।

ফলে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আর এনুমারেশন ফর্ম জমা না দিলেও চলবে। এত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম জমার সময় পাওয়া যাবে। আগের নির্দেশিকা অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন ছিল ৯ ডিসেম্বর। সেই দিনটিও পিছিয়ে ১৬ ডিসেম্বর করা হয়েছে। বদলে গিয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ। ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির বদলে ওই তারিখ ধার্য হয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি।

এসআইআর-এর সময়সীমা এভাবে পিছিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যাখ্যা অবশ্য নির্বাচন কমিশন দেয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি এই ঘটনাকে নিজের নিজের সাফল্য বলে প্রচার করছে। তৃণমূলের দাবি, তাদের দলের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন। দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'প্রমাণিত হল যে, তৃণমূল এতদিন ধরে যা বলছিল, তা যুক্তিগ্রাহ্য। সেই কারণে নির্বাচন কমিশন সময়সীমা বাড়াতে বাধ্য হল।'

যদিও কমিশনের ওপর চাপ বাড়ানোয় কোনও ঢিলে দিচ্ছে না তৃণমূল। চন্দ্রিমার কথায়, 'তাড়াহুড়োয় কাজ করতে গিয়ে যে ৪০ জনের মৃত্যু হল, তার দায় কে নেবে?' ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের বক্তব্য, 'আমরা বারবার বলেছি, এই কাজ ২ মাসে হয় না। আজ কমিশন সময়সীমা বাড়িয়ে দিল। আমাদের তো মনে হচ্ছে, কমিশন নিজস্ব সিদ্ধান্তে নয়, বিজেপির কথায় সব করছে। এই কমিশন নিরপেক্ষ নয়।'

বিজেপি এই প্রসঙ্গে কিছুটা রক্ষণাত্মক অবস্থানে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। তাদের মনে হয়েছে এসআইআর-এর সময় বাড়ানো দরকার। তাই বাড়িয়েছে। এতে আমাদের আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।' তিনি আরেক যুক্তি দেখিয়েছেন। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন,

এরপর দশের পাতায়

দিন বদলের সূচি

	আগের সময়	পরিবর্তিত সময়
এনুমারেশন ফর্ম জমা	৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত	১১ ডিসেম্বর
খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	৯ ডিসেম্বর	১৬ ডিসেম্বর
খসড়ায় আপত্তি জানানো	৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি	১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি
অভিযোগের নিষ্পত্তি	৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি	১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	৭ ফেব্রুয়ারি	১৪ ফেব্রুয়ারি

দাম্পত্য কলহে ছুরি মেরে খুন স্বামীকে

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ৩০ নভেম্বর : ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ স্বামীর বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন বধূ। তাতেই মৃত্যু হল স্বামীর। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সালালপুর এলাকায়। এটা কি দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তির ফল, নাকি আকস্মিক উত্তেজনার বশে খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত স্বামীর নাম বিশ্বজিৎ সরকার (৩০)। স্ত্রী পম্পা রায় সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার রাতে গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় বিশ্বজিৎকে প্রথমে বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখান থেকে তাঁকে দ্রুত মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বিশ্বজিৎ।

শনিবার রাতেই প্রথমে আটক, পরে গ্রেপ্তার করা হয় পম্পাকে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশের কাছে পম্পা দাবি করেছেন, স্বামী তাঁকে নিয়মিত মারধর করতেন। শনিবার রাতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। তাই তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে ছুরি চালিয়েছিলেন। নিহতর স্ত্রীর দাবি কতটা সঠিক, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের বাড়ির লোকজন কিন্তু দাবি করেছেন, সেই দম্পতির মধ্যে বড় কোনও সমস্যা ছিল না।

বিশ্বজিতের এক ভাই প্রসেনজিৎ সরকার বলেন, 'দাদা-বৌদি দুজনে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। তাদের বছর চারেকের মেয়েও আছে। কখনও টুকটাক সমস্যা, ঝগড়াঝাঁটি হত বটে, তবে খুন করার মতো কিছু কোনওদিনই ঘটেনি।'

এরপর দশের পাতায়

আহত হাতিকে উদ্ধারের চেষ্টা বন দপ্তরের। রবিবার ধূপগুড়ির খলাইগ্রাম নামাপাড়া এলাকায়। -সংবাদচিত্র

মালগাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল ২ হাতির

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : মাসদুয়েকের মধ্যে আবার ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে মংপংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল। আর রবিবার ভোরে মালগাড়ির ধাক্কায় দুটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। খলাইগ্রাম নামাপাড়া এলাকায় সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল ও একটি মাকনা। ৫টি হাতির একটি দল খলাইগ্রাম স্টেশনের কাছের রেললাইনের ৭৩/৭ ও ৭৩/৮ নম্বর পিলারের মাঝে রেললাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যেই ৩ জনকে ট্রেন ধাক্কা মারে।

স্থানীয় ও রেল সূত্রে খবর, ভোর ৪.০২ মিনিটে ডাউন মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় প্রথমে তিনটি হাতি জখম হয়। তাদের মধ্যে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে গিয়ে মৃত্যু হয় দাঁতালটির। আর মাকনাটি ছিটকে রেললাইনের পাশে নীচে পড়ে যায়। সেটিকে উদ্ধারের পর চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। জখম হাতিটি মোরাঘাট জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেছেন, 'দু'দিন আগে দলগাঁওয়ের জঙ্গল থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লকে ঢুকে পড়েছিল একটি হাতির দল। এদিন সেই হাতির দল ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। যে হাতিটি নীচে পড়ে গিয়েছিল, তার অভ্যন্তরীণ ক্ষত থাকায় উদ্ধারের পরও বাঁচানো যায়নি।'

রেল ও বনকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সেই জায়গায় হাতির দল যে রেললাইন পার হবে, সেকথা বন দপ্তর জানত। কিন্তু রেলকর্মীরা জানতেন না। ট্রেন চলাচলের সময় হাতির চলাচল নিয়ে রেলের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখেনি বন দপ্তর। অভিযোগ কিন্তু অস্বীকার করেনি বন দপ্তর। ডিএফও বিকাশ ভি বলেছেন, 'ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণের জায়গা এটি নয়। কারণ এই এলাকা হাতির করিডরের মধ্যে পড়ে না। আর এদিন ভোরে কুয়াশা ছিল। তাতে রেললাইন দেখতেও সমস্যা হচ্ছিল। হয়তো সেই কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

যে দাঁতালটি জখম হয়েছিল, সেটি খলাইগ্রাম সংলগ্ন গিলান্ডি নদীর বাঁধ দিয়ে যাওয়ার সময় বসন্ত রায় নামে এক ব্যক্তিকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা মারে। বাঁধের পাথরের ওপর পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তি আহত হন। তাঁকে প্রথমে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ও পরে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

রোগীর মৃত্যুতে মেডিকেলে ভাঙচুর

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৩০ নভেম্বর : চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ভাঙচুর চলেছে হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডের ভিতরে। অভিযোগ, স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর চড়াও হন রোগীর আত্মীয়রা। শনিবার মাঝরাতে এই ঘটনা ঘিরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, হাসপাতালে থাকা অন্য রোগীরাও এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে রবিবার বহরমপুর থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। একইসঙ্গে হাসপাতালের ভিতরে নিরাপত্তা রক্ষায় এদিন সকাল থেকেই পুলিশ পিকেট বসানো হয়। অবশ্য মৃতের এক আত্মীয় জিয়াউর রহমান বলেন, 'আমরা রোগীর মৃত্যুর প্রতিবাদে ন্যায়বিচার চাইতে গিয়েছিলাম। উলটে হাসপাতালের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

বেলডাঙ্গার বাসিন্দা বছর চুয়ান্নর নার্গিস বানু খাতুনকে হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে শনিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, রোগীর চিকিৎসা শুরু করতে টালবাহানা করছিলেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। তা নিয়ে নার্গিসের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সদের বচসা বাধে। সেসময়ে বচসা মিটে গেলেও, কিছু বাদেই হাসপাতালের তরফে ওই রোগীকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

কী ঘটেছে

- বেলডাঙ্গার এক বাসিন্দা হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন
- অভিযোগ, চিকিৎসা শুরু করতে টালবাহানা
- যা নিয়ে রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সদের বচসা
- কিছুক্ষণ পরই রোগীকে মৃত ঘোষণা করা হয়
- এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ওয়ার্ডে ঢুকে ভাঙচুর

কমলাসুন্দরীর প্রেমে 'স্বপ্নভঙ্গের' আশঙ্কা

সমস্ত চকচকে বস্তু যেমন সোনা হয় না, তেমন পাহাড়ি রাস্তার ধারে কিংবা শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে ঢাল করে বিকোনো সব কমলালেবুই দার্জিলিংয়ের নয়। অনন্য স্বাদ আর গন্ধের জন্য এর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। সেই সুযোগ নিয়েই দেদারে বিকোচ্ছে ভিনরাজ্যের ফল।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসছে শীত। পেটপুরে মধ্যাহ্নভোজনের পর নরম রোদে পিঠ দিয়ে কিংবা দুপুরে ভাতঘুমের পর অলস বিকেলে কমলালেবু ছাড়া ব্যাপার ঠিক জমতে চাইছে না।

খোসা ছাড়িয়ে একটি একটি করে কোয়া মুখে পুরতেই দু'চোখ যেন বুজে আসে। যদি আপনার ভালোমানের কমলালেবু চেনার ক্ষমতা না থাকে, তবে কিন্তু টক স্বাদে জড়িয়ে আসবে জিভ। আর চিনে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে।

কিন্তু, সাধু সাবধান। সমস্ত চকচকে বস্তু যেমন সোনা হয় না, তেমন পাহাড়ি রাস্তার ধারে কিংবা শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে ঢাল করে বিকোনো সব কমলালেবুই দার্জিলিংয়ের নয়। অনন্য স্বাদ আর গন্ধের জন্য এর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। সেই সুযোগ নিয়েই দেদারে বিকোচ্ছে ভিনরাজ্যের ফল।

পাহাড়ের রাস্তার দু'ধারে কমলালেবুর পসরা। -সংবাদচিত্র

ক্ষতি কী? আসুন দিনকয়েক আগেকার একটি ঘটনা বলি। দুপুরবেলায় পাহাড়ি পথের ধারে কমলালেবুর পসরা সাজিয়ে বসে কয়েকজন মহিলা। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের রাস্তায় এমন ছবি হামেশাই চোখে পড়বে। একটি চারচাকার ছোট গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল এক খুদে, 'বাবা দ্যাখো দার্জিলিংয়ের কমলালেবু!' গাড়ি থামিয়ে দরদাম করে এক কেজি কিনল খিদিরপুর থেকে আসা পর্যটকের দলটি।

সেই দলের একজন দিলীপ তালুকদার। সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে একটির খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরতেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বললেন, 'হে রাম! এর তো কোনও স্বাদই নেই। কিন্তু আমি যে শুনেছি...।'

প্রতিবেদককে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি লোকাল? দার্জিলিংয়ের কমলালেবু কি এখন টক হয়ে গিয়েছে? কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগল।'

এরপর দোকানিকে চেপে ধরতেই তিনি স্বীকার করলেন, 'সিটং, তিস্তাভ্যালির কমলালেবুর সঙ্গে বাইরের কমলালেবু মিশিয়ে বিক্রি করছি। সবাই তো এভাবেই ব্যবসা করছেন।'

'এটা অন্যায়', বললেন সিক্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা ডঃ স্যামুয়েল রাই।

এরপর দশের পাতায়

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল এলাকা সংলগ্ন লোকালয়ে প্রায়ই হাতির দেখা মিলছে। রবিবার সকালে জটেশ্বরের হাসপাতালপাড়ার এক বধূ অল্পের জন্য হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। বন দপ্তর এমন আক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিলেও তা অনেকসময়ই কাজে আসে না। অন্যদিকে, এদিন ধূপগুড়ি ও মহানন্দা অভয়ারণ্যে দুই হাতির মৃত্যুতে যে পরিসংখ্যান উঠে এসেছে তাতে দেশের মধ্যে বাকি জোনগুলিকে পেছেনে ফেলে শীর্ষে রয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

শুঁড়ের গুঁতোর আগেই ঘরে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৩০ নভেম্বর : অন্যান্য দিনের মতোই রবিবার বাড়ির সামনের গলির মুখ এবং তুলসীতলা ঝাঁট দিচ্ছিলেন জটেশ্বরের হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা প্রতিমা ভদ্র। সময় সকাল ছ'টা বেজে চল্লিশ মিনিট। হঠাৎ প্রতিমা দেখেন রাস্তার ওপর একটা দাঁতাল দাঁড়িয়ে। দাঁতালটি হঠাৎ প্রতিমাকে তাড়া করে গলির ভেতর ঢুকে পড়ে। হাতি এসেছে, হাতি এসেছে বলে চিৎকার করতে করতে প্রতিমা দৌড়াতে থাকেন। দাঁতালটিও পিছু নেয়। কোনওমতে কোলাপসিবল গেট খুলে প্রতিমা বাড়িতে ঢুকে পড়েন। বরাতজোরে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে প্রতিমা বেঁচে যান। যদিও ভয়ের চোটে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রতিমা মেঝেতে পড়ে গিয়ে চোট পান। তাঁকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রতিমা ভদ্রর বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড়।

আতঙ্কের চোটে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রতিমা বাড়ি না ফিরে ধূপগুড়ির হাসপাতালপাড়ায় তাঁর মেয়ে ঝুমা ভাওয়ালের শ্বশুরবাড়িতে চলে যান। প্রতিমা বলেন, 'এদিন সকালে ঝাড়ু হাতে গলির মুখে যেতেই দেখি রাস্তা দিয়ে একটা দাঁতাল যাচ্ছে। হাতি দেখেই আমি দৌড়ে পালাই। দাঁতাল যে আমার পিছু নেবে সেটা ভাবিনি। মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় ভীষণ চোট পেয়েছি।'

এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ মালসাগাঁও হয়ে দাঁতালটি গুয়াবরনগর পলাশপুল এলাকায় আসে। হাতি দেখে স্থানীয়রা চিৎকার শুরু করেন। এরপর জটেশ্বর বাজার হয়ে হাতিটি কলেজ মোড় এলাকায় একটা বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল ভেঙে দেয়। এরপর হাতিটি হাসপাতালপাড়া হয়ে হেদায়েতনগরে যায়। তারপর দাঁতালটি দলগাঁও বস্তিতে যায়। সন্ধেবেলা দাঁতালটিকে জঙ্গলে ফেরান মাদারিহাট বন দপ্তরের কর্মীরা।

২০২২ সালে দলগাঁও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি জটেশ্বরের ধ্যানারপুল এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু জনবসতিপূর্ণ এলাকায় শেষ কবে হাতি এসেছিল প্রবীণ বাসিন্দারাও সেটা মনে করতে পারছেন না। লোকালয়ে এভাবে হাতি হানা দেওয়ায় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। কীভাবে দলছুট এক দাঁতাল জনবসতিতে ঢুকে পড়ল সেটা স্থানীয়রা বুঝতে পারছেন না। প্রতিমার বাড়ির গলি এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন।

হাতির হানা নিয়ে প্রতিমার জা কাকলি ভদ্র বলেন, 'প্রতিদিনের মতো রবিবারও আমার জা বাড়ির সামনের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিল। সেই সময় হাতি সামনে চলে আসে। আমার জা হাতি দেখে ভয়ে চিৎকার শুরু করে। ভাগ্যিস বাড়ির গেট খোলা ছিল, তাই অল্পের জন্য প্রাণ বাঁচল।' তিনি যোগ করেন, 'আমরা এখনও আতঙ্কে আছি। সারাদিন বাড়িতে কারুর খাওয়াদাওয়া হয়নি।'

প্রতিমার স্বামী গৌরগোপাল ভদ্র বলেন, 'মাইক্রো সেকেন্ডের ব্যবধানে আমার স্ত্রী বেঁচে গিয়েছেন। ঠাকুর ওকে রক্ষা করেছেন।'

আতঙ্ক

- ভোর পাঁচটা নাগাদ মালসাগাঁও হয়ে দাঁতালটি গুয়াবরনগর পলাশপুল এলাকায় আসে
- এরপর জটেশ্বর বাজার হয়ে হাতিটি কলেজ মোড় এলাকায় একটি বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল ভাঙে
- তারপর হাতিটি হাসপাতালপাড়া, হেদায়েতনগর হয়ে দলগাঁও বস্তিতে যায়
- সন্ধেবেলা এই দাঁতালকে জঙ্গলে ফেরান মাদারিহাটের বন দপ্তরের কর্মীরা

উত্তর-পূর্ব রেলপথে ডেথ জোন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : রবিবার ধূপগুড়ি ও মহানন্দা অভয়ারণ্যে দুই হাতির মৃত্যুতে উঠে এসেছে পরিসংখ্যান। ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুতে দেশের বাকি জোনগুলিকে পিছনে ফেলেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যৌথ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক এবং ভারতীয় রেল। সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন রাজ্যের বন দপ্তর। দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় রেলের অন্য বিভাগগুলির মধ্যে অসম, ওডিশার মতো বন্যপ্রাণ সংবলিত রাজ্য থাকলেও দুর্ঘটনায় হাতির মৃত্যুতে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। শুধু ডুয়ার্সের এলিফ্যান্ট করিডর নয়। তার বাইরেও ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু হচ্ছে, তা এই সংখ্যায় স্পষ্ট।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অন্তর্গত এলাকায় ২০১৫ সালে ৯টি, ২০১৬ সালে ৯টি, ২০১৭ সালে ১০টি এবং ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৯টি হাতির মৃত্যু হয়েছে। এই চার বছরে এই জোনে হাতিমৃত্যুর সংখ্যা মোট ৩৭। অন্যদিকে, এই চার বছরে রেলের সাউথ-ইস্টার্ন জোনে মোট ১৩টি, ওয়েস্ট-সেন্ট্রাল এবং সাউথ-ইস্ট সেন্ট্রাল জোনে হাতিমৃত্যুর সংখ্যা ১২ করে। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে সাউথ-ইস্টার্ন, ওয়েস্ট-সেন্ট্রাল এবং সাউথ-সেন্ট্রাল জোনে ট্রেনের ধাক্কায় ৩ থেকে ৪টি হাতির মৃত্যু হয়েছিল। তখন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এলাকায় ৫টি হাতির মৃত্যু হয়েছে।

রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। গতি নিয়ন্ত্রণ, লাইনের দু'পাশে ঝোপঝাড় সাফ, কিছু জায়গায় বেড়া দেওয়া, হাতি চলাচলের জন্য আন্ডারপাস ও র‍্যাম্প তৈরি এবং ট্র্যাকে ডিভাইস সেন্সর বসিয়েছে রেল। এছাড়া রেলের কন্ট্রোল রুমে বনকর্মীরা উপস্থিত থেকে সমন্বয় রাখছেন।

এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত বলেন, 'রেল ও বন দপ্তরের মধ্যে আগে থেকে খবর আদানপ্রদান হলে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।' স্পোর নামে আরেক সংগঠনের সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে বলেছেন, 'নগরায়ণের সঙ্গে উত্তরবঙ্গজুড়ে এখন বহু হাতির করিডর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেড়েছে রেললাইন। রবিবার ধূপগুড়ির যেখানে হাতির মৃত্যু হয়েছে সেই এলাকা এলিফ্যান্ট করিডরের মধ্যে পড়ে না। তাই ট্রেন গতি নিয়ন্ত্রণ করেনি। তবে চালকের নজর করা উচিত ছিল।'

জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'ধূপগুড়ির এই দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা এলিফ্যান্ট করিডরের মধ্যে পড়ে না। ফলে গতি নিয়ন্ত্রণে ছিল না।' যদিও গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'ডুয়ার্সের জঙ্গলপথের বাইরে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি রুটের লাইনেও সতর্কতার সঙ্গে ট্রেন চালানোর লিখিত আবেদন করা হবে।' উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, ডুয়ার্স এলাকায় সব লাইনের ধারে ডিভাইস বসানোর আবেদন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, নাগরাকাটা থেকে মাদারিহাট পর্যন্ত ট্র্যাকে সেন্সর বসানোয় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু আটকানো গিয়েছে। বাকি এলাকায় সেন্সর বসানোর কাজ দ্রুত শুরু হবে।

তথ্যে আশঙ্কা

- যৌথ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রক এবং ভারতীয় রেল
- অসম, ওডিশার মতো রাজ্যের চেয়ে হাতির মৃত্যুতে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল
- রবিবার ধূপগুড়ি ও মহানন্দা অভয়ারণ্যে দুই হাতির মৃত্যুতে উঠে এসেছে পরিসংখ্যান
- রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে
- তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, রেল ও বন দপ্তরের সমন্বয় প্রয়োজন

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

●

সুপারভাইজার, গার্ড চাই। বেতন :- 13,500/- + থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে 4টা ছুটি। M :- 8653609553, 8509827671.

●

Required Male & Female Graduate Office Staff with Computer Skill, Nepali Language Preferable for Siliguri Office. E-mail: hr@signinprojects.com, Cell : 8478998216.

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি হাইকোর্ট থেকে 300 মিটার দূরে 5 ডেসিমাল বাস্তু জমি বিক্রয় হবে। (M) - 7908604517.

সভা/সমিতি

আগামী ৭ই ডিসেম্বর রবিবার সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের ৫৩ তম বার্ষিক সভায় সকল সদস্যদের উপস্থিতি কামনা করি। স্থান - গণপতি হোটেল, বিধান রোড, সময় - রাত ৭.৩০ মি: (C/119455)

অ্যাফিডেভিট

I, Ashish Biswas, S/o Arun Kanti Biswas, R/o Chittaranjan Pally, Alipurduar, have changed my name to Asish Biswas forever, vide affidavit no 36 of 28.11.2025.

শুল্ক দপ্তরের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

ভারতীয় ব্র্যান্ড নকল করে ওপারের সিগারেট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের বাজার ছেয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে তৈরি নকল সিগারেটে। ভারতের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে এমনভাবে প্যাকেজিং করা হচ্ছে যে সাধারণ চোখে ওই সিগারেটগুলোকে নকল বলে ধরাই মুশকিল। বাংলাদেশ থেকে মায়ানমার, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বা ভুটানের পারো হয়ে ওই নকল সিগারেট বিমানপথে বাগডোগরা আসছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশের নকল সিগারেটের কারবার চলছে। এমনকি এই পাচারে শুল্ক দপ্তরের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও শুল্ক দপ্তরের শিলিগুড়ির সহকারী কমিশনার পাসাং ভুটিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার এক্তিয়ার নেই।

বিশিষ্ট পালমোনলজিস্ট ইন্দ্রনাথ ঘোষ বলন, 'ভারতের নির্মাণকারী সংস্থাগুলো তা-ও কিছুটা বিধিনিষেধ মেনে সিগারেট তৈরি করে। কিন্তু নকল সিগারেটে সেসবের বালাই নেই। ফলে ওই সিগারেটগুলো শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।' আর স্বাস্থ্যের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, এই কারবারে ভারতের কোটি কোটি টাকার রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। ভারতে সিগারেট সহ সমস্ত তামাকজাত পণ্য থেকে ৪০ শতাংশ কর আদায় করা হয়। অর্থাৎ এক প্যাকেট সিগারেটের দাম যদি ১০০ টাকা হয়, তাহলে সেটির জন্য সরকারকে ৪০ টাকা কর দিতে হয়। নকল সিগারেটে ভারতের করের ঝুলি শূন্য।

> বাংলাদেশ থেকে নকল সিগারেট আসছে সত্যি কথা। তবে শুল্ক দপ্তর নিয়মিত সড়কপথ ও বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সিগারেট অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্টস অ্যাক্ট (কটপা) অনুযায়ী মামলা রুজু হচ্ছে।
>
> **রতন বণিক**
> আইনজীবী, শুল্ক দপ্তর

শুল্ক দপ্তর সূত্রে খবর, বাগডোগরা বিমানবন্দরে গত এক মাসে চারবার ব্যাংকক এবং পারো থেকে আসা অ্যাটাচিভর্তি নকল সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিমানবন্দরে লাগেজ পরীক্ষার সময় স্ক্যানারে অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। তবে নকল সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হলেও বেশিরভাগ সময় পাচারকারীকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ শুল্ক দপ্তরের আইনজীবী রতন বণিক। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে নকল সিগারেট আসছে সত্যি কথা। তবে শুল্ক দপ্তর নিয়মিত সড়কপথ ও বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সিগারেট অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্টস অ্যাক্ট (কটপা) অনুযায়ী মামলা রুজু হচ্ছে।'

প্রশাসন জানিয়েছে, নকল সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকছে 'মেড ইন ইন্ডিয়া'। অনেক ক্ষেত্রে কলকাতা সহ দেশের অন্যান্য জায়গার ঠিকানা থাকছে। উৎপাদনের তারিখ নিয়েও কারবারিরা চক্রান্ত করছে। পরবর্তী সময়ে বিক্রির স্বার্থে ডিসেম্বরে পাচার করা সিগারেটের প্যাকেটে 'জানুয়ারি ২০২৬' লেখা হচ্ছে।

মৃত বাইকচালক

ইটাহার, ৩০ নভেম্বর : ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক তরুণের। রবিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার কুরমানপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম আবদুল আজিজ (২৮)। তাঁর বাড়ি ওই গ্রামেই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ইটাহারের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল নিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে মোটরবাইক চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন আবদুল। সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মারলে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয় লোকজন তাঁকে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

টেক ফেস্টে 'রোবো-যুদ্ধ'

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 'টেক ফেস্ট'-এর অন্তিম দিন ছিল রবিবার। অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'রোবো-ওয়ার'। আগামীদিনে যুদ্ধক্ষেত্রে কৃত্রিম লৌহমানব অর্থাৎ রোবটদের পাঠালেই কীভাবে যুদ্ধজয় সম্ভব, এদিন কলেজের মাঠে সেই পরিকল্পনারই নেট-প্র্যাকটিস করে দেখালেন পড়ুয়ারা।। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়াও কল্যাণী, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও শিলিগুড়ি এসআইটি-র প্রযুক্তির পড়ুয়ারাও এই ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন।

রেসলিংয়ে যেভাবে দুজন পালোয়ান একটি লোহার রিংয়ে বন্দি হয়ে লড়াই করেন, তেমনই পড়ুয়ারা রোবটদের একটি লোহার খাঁচায় ঢুকিয়ে তাদের লড়াই করাচ্ছিলেন। হাতের স্মার্টফোন দিয়েই তাদের নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তাঁরা। টিন, লোহার শিট বা স্টিল দিয়ে রোবটগুলি তৈরি করা হয়েছিল। যে রোবট আগে কুপোকাত হবে, সেই পরাজিত।

কলেজের ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বিশ্বদীপ আদকের কথায়, 'ছাত্রছাত্রীদের ১০টি দল নিজেদের রোবট নিয়ে রোবো-ওয়ারে অংশগ্রহণ করেছিল। আসলে রোবটের লড়াই হলেও আগামীতে যে যুদ্ধক্ষেত্রেও রোবট পাঠিয়ে লড়াই করা যেতে পারে, এটা বোঝাতেই আমাদের আজকের এই ইভেন্ট। দরকারে রোবটের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও চালানো যেতে পারে। আজও অনেকে ব্লেড, পেরেক, কাঁটার বল প্রভৃতি অস্ত্র তাদের রোবটদের দিয়ে ব্যবহার করে দেখিয়েছে।'

কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'টেক ফেস্টের রোবো-ওয়ার প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরা ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে রোবট বানিয়েছিল। সেগুলির আধুনিক মডেল তৈরি হলে লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করতে পারবে

চা পাতা তোলা চলবে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ নভেম্বর : শুখা মরশুমের উৎপাদন কবে বন্ধ হবে, এখনও পর্যন্ত নির্দেশিকা দেয়নি টি বোর্ড। গতবছর ৩০ নভেম্বর উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গ এবং অসমে। তবে ডুয়ার্সে এসে টি বোর্ডের সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তাই এবার কোনও বিতর্ক চাইছে না কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের আওতাধীন টি বোর্ড। তাই তারা নীরব বলে মনে করছেন অনেকে। চা মহলের একাংশের ধারণা, কবে থেকে কাঁচা পাতা তোলা, উৎপাদন বন্ধ করতে হবে তা বাগানগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। ৮ বছর আগে পর্যন্ত এই প্রথা ছিল।

এদিকে টি বোর্ডের নির্দেশিকার অপেক্ষায় না থেকে বেশকিছু বাগান শীতের পরিচর্যা শুরু করে দিয়েছে। টি বোর্ডের এক কর্তা বলেন, 'এ ব্যাপারে কোনও সার্কুলার জারি হয়নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।'

সম্প্রতি চা বণিকসভাগুলির সঙ্গে অনলাইনে বৈঠক করে টি বোর্ড। সেখানে বাগানগুলির প্রতিনিধিরা দাবি জানান, উৎপাদন বন্ধের কোনও নির্দেশিকা যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'আশা করছি, টি বোর্ড যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভেবেচিন্তে নেবে।

বাগানগুলি তাদের নিজস্ব পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কাজ করছে।' ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন,

শুষ্ক মরশুমে চা উৎপাদন

'গতবার আগেভাগে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষোভ ছড়ায়। এবার সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে টি বোর্ড যা করার করবে।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'যতদিন ভালোমানের কাঁচা পাতা আছে, উৎপাদন চালু থাকুক। তবে এই সুযোগে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি যাতে নিম্নমানের পাতা দিয়ে উৎপাদনের রাস্তায় না হাঁটে, টি বোর্ডকে তা দেখতে হবে।'

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, 'গতবার গুণমান বজায় রাখতে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত সফল হয়নি। উলটে কেনিয়া, নেপালের চা ওই সময়ে আমদানি হওয়া শুরু হয়।' অসমের চা শিল্পপতি ও টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রভাতকমল বেজবড়ুয়া বলেন, 'পাতা থাকলে বাগান চালু রাখতে অসুবিধে নেই।'

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ও আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'হঠকারী সিদ্ধান্তে গতবছর বিপুল লোকসান হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রতিবাদ করেছিলেন। এবার যাই হোক না কেন, আমাদেরই আন্দোলনের ফসল।'

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ ও বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা বলেন, 'এবার দেরিতে বৃষ্টির কারণে বাগানগুলির পুজো ফ্লাশের পাতাও দেরি করে মিলছে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎপাদন চালু থাকুক।

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO **BANARHAT/BDO/NIT-028/2025-26** Last date of online bid submission **30/12/2025 Hrs 09:00 AM**. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIeT No. 17, 18, 20, 22 & 24/NBWAP/25-26 (2nd call) & NIeT No. 26 to 31/NBWAP/25-26.

The undersigned invites e-Tender for soil substrate change in kraal, hiring of vehicle, food kiosk & supply animal feed, Agronet, Signage, CCTV and other misc. items, repairing of vehicle etc at North Bengal Wild Animals Park under WBZA. Starting date of submission of e-Tender is 01/12/2025. For more viewing and participating in e-tender please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
E. vijayakumar, IFS
Director,
North Bengal Wild Animals Park

আজ টিভিতে

শোলে বিকেল ৩.৩৬ **স্টার গোল্ড**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ কর্তব্য, দুপুর ১২.৪৫ সেজবউ, বিকেল ৩.৪৫ খোকাবাবু, সন্ধে ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.৩০ ভিলেন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ গীত সংগীত, দুপুর ১২.০০ মেমসাহেব, ২.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫.০০ পবিত্র পাপী, রাত ১০.৩০ আজকের সন্তান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জীবনসঙ্গী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ দিল কা রিস্তা, বিকেল ৩.৪০ হিম্মতওয়ালা, সন্ধে ৬.৫০ জিৎ, রাত ১০.০০ গোলমাল-থ্রি

স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.৩১ ফির হেরা ফেরি, বিকেল ৩.৩৬ শোলে, সন্ধে ৭.৫০ ডিএনএ, রাত ১০.২৮ হ্যাপি নিউ ইয়ার

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১২.২২ টাইগার জিন্দা হ্যায়, বিকেল ৩.২৩ রব নে বনা দি জোড়ি, সন্ধে ৬.৫৫ গব্বর ইজ ব্যাক, রাত ৯.২১ তানহাজি দ্য আনসাং ওয়ারিয়র

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.২৬ পাগলপন্তী, বিকেল ৩.১৮ রুদ্র অবতার, ৫.২২ ওয়ার্ল্ড ফেমাস লভর, সন্ধে ৭.৫৫ অ্যাকশন, রাত ১০.৫৫ মুম্বই সাগা

জি সিনেমা : বেলা ১১.২৭ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ, দুপুর ২.১৫ রক্ষা বন্ধন, বিকেল ৩.৫৭ ভালাত্তি, ৫.৫২ সিডি : ক্রিমিনাল অর ডেভিল, সন্ধে ৭.৫০ সিকন্দর, রাত ১০.৩৯ চক্র কা রক্ষক

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈপ্সিতা ঘোষের গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে।** সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

খোকাবাবু বিকেল ৩.৪৫ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

মিলন হবে কত দিনে রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সাফল্য পাবেন। নতুন বাড়ি নির্মাণে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে। সন্তানের সাফল্যে গর্বিত হবেন। বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির খবর পেতে পারেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিতর্কিত আলোচনা করবেন না। প্রেমে শুভ। মিথুন : প্রতিবেশীর কাছ থেকে কোনও বিষয়ে সাহায্য পাবেন। ব্যবসায় শুল্ক সংক্রান্ত ঝামেলায় সমস্যা হতে পারে। কর্কট : ব্যবসায়ীরা বকেয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। দাম্পত্য ক্ষেত্রে মতের অমিল হলেও বিকেলের পর তা কেটে যাবে। সিংহ : স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে। তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। কাউকে উপকার করে সমস্যার সম্ভাবনা। কন্যা : শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্য পাবেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। তুলা : নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সার্থক হবে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করে সমস্যায় ফেলতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেলেও আলস্যের কারণে তা হাতছাড়া হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করুন। ধনু : দুপুরের পর ভালো সংবাদ পেতে পারেন। জনহিতকর কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। মকর : কোনও মূল্যবান দ্রব্য কেনার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। কুম্ভ : বিকল্প রোজগারের পথ খুঁজে পাবেন। ব্যবসায় অল্পবিস্তর বিনিয়োগ করতে পারেন। পথেঘাটে আজ একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। মীন : তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কারণে প্রেমের সম্পর্কে অশান্তি। স্ত্রীর প্রচেষ্টায় সংসারে ভাঙন ঠেকাতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪ অঘোন, সংবৎ ১১ মার্গশীর্ষ বদি, ৯ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৫, অঃ ৪।৪৮। সোমবার, একাদশী দিবা ২।১৬। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৭।৫১। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ১০।৩১। বিষ্টিকরণ দিবা ২।১৬ গতে ববকরণ রাত্রি ১।১৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৭।৫১ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ২।১৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ২।১৬ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৭।২৬ গতে ৮।৪৬ মধ্যে ও ২।৭ গতে ৩।২৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৭ গতে ১১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৭।৫১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বাদশীর সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাসে (মোক্ষদা)। মৌনী একাদশী (জৈন)। শ্রীশ্রীগীতামহাযজ্ঞ এবং শ্রীগুরুজয়ন্তী মহোৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৯।৪ গতে ১১।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৫ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে নেশার আসর

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : কঠিন বর্জ্য মাটির ওপর দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং পরিবেশের সৌন্দর্য হারিয়ে যায়। সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকায় সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। রায়গঞ্জ ব্লকের ১১ নম্বর বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্মশানঘাট এলাকায় এই প্রকল্পের ছয় মাস আগে উদ্বোধন হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল থ্রি ফেজ বৈদ্যুতিক সংযোগ। কিন্তু তারপরও বেহাল অবস্থা প্রকল্পের। সেখানে বসছে নেশার আসর।

প্রথম প্রথম স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা হাট থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করলেও এখন সেই কাজ তেমন হয় না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রকল্পের স্থানে গিয়ে দেখা গেল প্রধান দরজাটি খোলা রয়েছে। ভেতরে ঘরগুলি বন্ধ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কিছু বর্জ্য সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছেন। বাইরে একদল তরুণ নেশায় মত্ত। স্থানীয় বাসিন্দা মলয় রায়, টিপু বর্মনরা জানালেন, মাঝেমধ্যে মহিলারা আসেন। তিনটি গাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে রেখে দেওয়া হয়েছে। বর্জ্য সংগ্রহ করতে দেখা যায় না। বিদ্যুৎ দপ্তর নতুন ট্রান্সফর্মার বসালেও মেশিন বসিয়ে কাজ শুরু করা হয়নি। আরেক বাসিন্দা কৃষ্ণ বর্মনের মন্তব্য, ‘এই জায়গা নেশার ঠেকে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে প্রকল্পটি চালু করা দরকার।’ যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিল বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়ায় তারা মেশিনপত্র কিনতে পারছে না। এজন্য ফান্ড রেডি আছে।

যদিও বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনামণি রায়ের দাবি, হাট ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা আনা হচ্ছে। মেশিনপত্র আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেগুলি বসলে সার তৈরি হবে। থ্রি ফেজ সংযোগ এসেছে। তাঁর সংযোজন, বর্জ্য পৃথকীকরণ একটি অন্যতম পদ্ধতি। যার মাধ্যমে ভেজা বর্জ্য ও শুকনো বর্জ্য পৃথক করা হয়, যাতে শুকনো বর্জ্য সহজে পুনর্ব্যবহার এবং ভেজা বর্জ্য কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১১ জন মহিলা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা সাম্মানিক পান। মাঝেমধ্যে গাড়ি নিয়ে আশপাশের হাটগুলি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে এনে এখানে রাখেন। এদিকে, বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার মানুচন্দ্র বর্মন জানাচ্ছেন, ওই প্রকল্পে থ্রি ফেজ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সেজন্য ট্রান্সফর্মার বসানো হয়েছে।

বোমা উদ্ধার

ডোমকল, ৩০ নভেম্বর : রবিবার ডোমকল এলাকার রায়পুর সংলগ্ন বিভিন্ন ঝোপঝাড় ও মাটির তলার গোপন কুঠুরি থেকে কয়েক জার বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রায় ৭০টি তাজা বোমা মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে গোয়েন্দা শাখার আধিকারিক ও বম্ব ডিসপোজাল টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে হাজির হন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনি আবহে বোমা-গুলি মজুত রাখায় বরাবরই খবরের শিরোনামে থাকে মুর্শিদাবাদের ডোমকল এলাকা। আর তাই আগে থেকেই দুষ্কৃতীদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুদাম ভাঙতে তৎপর হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ। কে বা কারা ওই বোমা মজুত করেছিল সেই খোঁজে পুলিশি অনুসন্ধান চলছে।

কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলের ফায়দা নিতে তৎপর বিজেপি

ইশার গড়ে খগেন

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৩০ নভেম্বর : যদুপুর সাবওয়েকে কেন্দ্র করে যখন কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল চরমে, তখন তার সুযোগ নিতে মাঠে নেমে পড়ল বিজেপি। রেলওয়ে ক্রসিং থেকে দূরে সাবওয়ে তৈরির সিদ্ধান্তে বেজায় চটেছেন এখানকার বাসিন্দারা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্থানীয়দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দলেরই সাংসদ ইশা খান চৌধুরীকে কাঠগড়ায় তুলেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেসের সেনাউল ইসলাম। তাঁর অভিযোগ, দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশাই ডিআরএমকে চিঠি দিয়ে সাবওয়ে দূরে সরিয়েছেন। রেলের আধিকারিকরা সেই চিঠি তাঁকে দেখিয়েছেন বলেও তিনি দাবি করেন। যদিও এমন অভিযোগ মানতে নারাজ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। তবে এমন পরিস্থিতিকে পুরো মাত্রায় কাজে লাগাতে নেমে পড়েছেন উত্তর মালদার সাংসদ বিজেপির খগেন মুর্মু। এখনও পর্যন্ত ইশা যখন এলাকায় যেতে পারেননি, রবিবার সেখানে পৌঁছে স্থানীয়দের পাশে দাঁড়িয়েছেন খগেন।

ইশার সংসদীয় এলাকায় পৌঁছে বিজেপির ভোটব্যাংক বাড়াতে তৎপর খগেন। ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির দখলে থাকলেও, এখানকার যদুপুর কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সাবওয়ে নির্মাণকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের ভোটব্যাংকে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। যার মূলে রয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেসেরই সেনাউল। তিনি বলছেন, ‘দলীয় সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর জন্য রেলওয়ে ক্রসিং থেকে দূরে চলে গিয়েছে সাবওয়ে। বিপদে পড়েছেন এখানকার বাসিন্দারা। আমি আগে স্থানীয় বাসিন্দা, পরে কংগ্রেস কর্মী।’ মানুষের সমস্যা বুঝতে কেন একবারও ইশা এলাকায় এলেন না, সেই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি স্থানীয়দের নিয়ে তিনি যে বিজেপির খগেনের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাও স্বীকার করে নিয়েছেন সেনাউল। সংসদের অধিবেশনে দিল্লিতে ব্যস্ত থাকায় ইশা’র বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সেনাউলের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি মোত্তাকিন আলম। তিনি বলছেন, ‘সাবওয়ে দূরে সরিয়ে মানুষকে বেকায়দায় কেন ফেলবেন ইশা খান চৌধুরী? যিনি অভিযোগ করছেন, উনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন। সাংসদ বিষয়টি নিয়ে ডিআরএমকে কোনও চিঠি দেননি। সাংসদকে বদনাম করতে তৃণমূল আমাদের দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে ব্যবহার করছে।’

কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলছে, তখন ময়দানে নেমেছেন বিজেপির খগেন। রবিবার সকালে যদুপুর-১ অঞ্চলের রেলওয়ে ক্রসিংয়ে পৌঁছান তিনি। পাশাপাশি, রেললাইন ধরে হেঁটে নির্মীয়মাণ সাবওয়ের চিহ্নিত জায়গায় পৌঁছান। তাঁর পিছনে ছিল হাজারো পুরুষ ও মহিলার ভিড়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা শোনেন খগেন। স্থানীয় তামান্না বিবিকে বলতে শোনা যায়, ‘যেখানে সাবওয়ে তৈরি হচ্ছে, সেখানে মাসখানেক আগে খুনের ঘটনা ঘটেছে। ওখানে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য আর মাদকাসক্তদের ভিড় সবসময়। মহিলা, শিশুরা এমন পথ দিয়ে কীভাবে যাতায়াত করবে?’ খগেনের বক্তব্য, ‘মানুষের দাবি যুক্তিযুক্ত। যে জায়গায় সাবওয়ে তৈরি হচ্ছে, তা ফাঁকা এবং জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। এত দূর ঘুরে গ্রামবাসীদের যাতায়াত যেমন নিরাপদ নয়, তেমনই রয়েছে ভোগান্তি। রেলওয়ে ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় যাতে সাবওয়ে তৈরি হয়, সে ব্যাপারে গ্রামবাসীদের নিয়ে মালদা ডিআরএমের সঙ্গে কথা বলব।’

দক্ষিণ মালদায় উত্তর মালদার বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু।

> যে জায়গায় সাবওয়ে তৈরি হচ্ছে, তা ফাঁকা এবং জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। এত দূর ঘুরে গ্রামবাসীদের যাতায়াত যেমন নিরাপদ নয়, তেমনই রয়েছে ভোগান্তি। রেলওয়ে ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় যাতে সাবওয়ে তৈরি হয়, সে ব্যাপারে গ্রামবাসীদের নিয়ে মালদা ডিআরএমের সঙ্গে কথা বলব।
>
> **খগেন মুর্মু**
> *সাংসদ, উত্তর মালদা*

পুলিশের পরীক্ষায় ধৃত ৪

বালুরঘাট ও তপন, ৩০ নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালীন নকল করার অভিযোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তিনজনের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। তপনে দুজন ও গঙ্গারামপুরে একজন পরীক্ষার্থী নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। এদিকে, বালুরঘাট শহরের বঙ্গি এলাকার একটি স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন এক পরীক্ষার্থীকে জানলা দিয়ে মোবাইল ফোন ছুড়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন এক তরুণ। পরীক্ষার্থী সহ মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন চারজন।

বন্ধ মোহনা কলোনি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র। -সংবাদচিত্র

দু’বছর ধরে বন্ধ এমএসকে

আজাদ

মানিকচক, ৩০ নভেম্বর : মানিকচকের এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনা কলোনিতে গত দু’বছর ধরে বন্ধ মোহনা কলোনি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র (এমএসকে)। খাঁখাঁ করে বিদ্যালয় ভবন। দূর থেকে দেখলে যে কেউ ভূতুড়ে বাড়ি ভেবে ভুল করে ফেলতে পারেন। কিন্তু সমস্যা কী? স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ওই শিক্ষাকেন্দ্রে সমস্তরকম পরিকাঠামো আছে বটে, তবে একজনও শিক্ষক নেই। প্রশাসনও শিক্ষক নিয়োগের কোনও উদ্যোগ নেয়নি বিগত দু’বছরে। ফলশ্রুতিতে ওই এমএসকের অধিকাংশ পড়ুয়াই এখন স্কুলছুটের দলে। আবার অনেক পড়ুয়া প্রায় তিন-চার কিলোমিটার দূরে মথুরাপুর বা এনায়েতপুর এলাকার স্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ করে ওই মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ফের চালু করা হোক। যদিও অতি শীঘ্রই শিক্ষক নিয়োগ করে এমএসকে পুনরায় চালু করা হবে, এমনই দাবি মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তীর।

২০০৮ সালে স্থাপিত ওই এমএসকেতে চারটি ক্লাসরুম রয়েছে, টিচার্স রুম রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থাও রয়েছে। এমনকি পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবাও বহাল। নেই শুধু ছাত্র ও শিক্ষক। এই এমএসকে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে স্থানীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের উপস্থিতি যথেষ্টই ছিল। জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে স্থানীয় কিছু তরুণ শিক্ষক হিসেবে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তাঁরা অন্য চাকরি নিয়ে অন্যত্র চলে গেলে, কিছু অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের দ্বারা ওই এমএসকে চালানো হয়েছিল। তবে ২০২০ সালে করোনা আবহের পর সেখানে মহম্মদ কাইসুল নামে মাত্র একজনই শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। ২০২৩ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই স্কুল বন্ধ।

মোহনা কলোনি গ্রামে মোহনা লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও, কোনও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় নেই। তাই ওই

শিক্ষক নেই, বিপাকে পড়ুয়ারা

এমএসকের গুরুত্ব আদৌ কতটা ছিল, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। স্থানীয় পড়ুয়া শেখ আজিজ বলে, ‘আমাদের গ্রামে কোনও হাইস্কুল নেই। এখন একমাত্র স্কুলটাও বন্ধ। তাই এখন আমার অনেক বন্ধুই দূরের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অনেকে আর পড়াশোনাও করতে পারছে না। আমরা সবাই চাই, স্কুলে দ্রুত শিক্ষক আসুক আর স্কুল শুরু হোক।’

তবে ওই এমএসকেতে এখনও মানিকচক বিধানসভার ১৪৭ নম্বর বুথ হিসেবে নথিভুক্ত ও ভোটগ্রহণ হয়। গত লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ভবনটি বুথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অনুপ বলেন, ‘যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষক নিয়োগ করে ওই এমএসকেতে পঠনপাঠন শুরু করার চেষ্টা চলছে।’

ঠুটিয়া ক্যানাল সংস্কারের সূচনা

কালিয়াচক, ৩০ নভেম্বর : কালিয়াচকের নিকাশি ব্যবস্থার হাল ফেরাতে অবশেষে শুরু হল ঠুটিয়া ক্যানাল সংস্কারের কাজ। কালিয়াচক ১ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার বহু পুরোনো এই ক্যানাল একসময় শহর সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকাশি ব্যবস্থার সামাল দিত। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে ক্যানালটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবর্জনা ভরে যাওয়ায় নিকাশি ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। তাই দীর্ঘদিন ধরে কালিয়াচকবাসী ঠুটিয়া ক্যানাল সংস্কারের দাবি করছিলেন। রবিবার রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন তাঁর দপ্তর থেকে ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দে পাঁচ কিলোমিটার লম্বা ঠুটিয়া ক্যানাল সংস্কারকাজের সূচনা করেন।

মন্ত্রী সাবিনা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন, মাসিদুর রহমান সহ অন্যরা।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

কালিয়াচক, ৩০ নভেম্বর : কালিয়াচকে পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে রবিবার। এক লরিচালকের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন চার চাকার গাড়ির চালক।

এদিন ভোরে জালালপুর স্ট্যান্ডের পাশে একটি এটিএমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি লরি। লরির সামনের অংশ ভেঙে চ্যাপটা হয়ে যায়। লরিচালক কেবিনে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশ এসে কেবিন কেটে ওই চালককে বের করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতের নাম-ঠিকানা জানা যায়নি। মালদাগামী লরিটি উত্তরপ্রদেশের।

এদিনই সকালবেলা জালুয়াবাধাল এলাকার সৈয়দপুর গ্রামে একটি চার চাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুরিতে পড়ে যায়। গুরুতর জখম হন চালক সুফিয়ান শেখ। বাড়ি কালিয়াচকের মোসিমপুর গ্রামে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ওয়াকফ বৈঠক

কুমারগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকে ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি উমিদ পোর্টালে সঠিকভাবে নথিভুক্ত করার লক্ষ্যে শনিবার ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত ওই বৈঠকে ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতুয়ালি, ইমাম, মোয়াজ্জিন ও সমাজসেবীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মফিজউদ্দিন মিয়াঁ প্রমুখ। ওয়াকফ সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ ও পোর্টালে নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

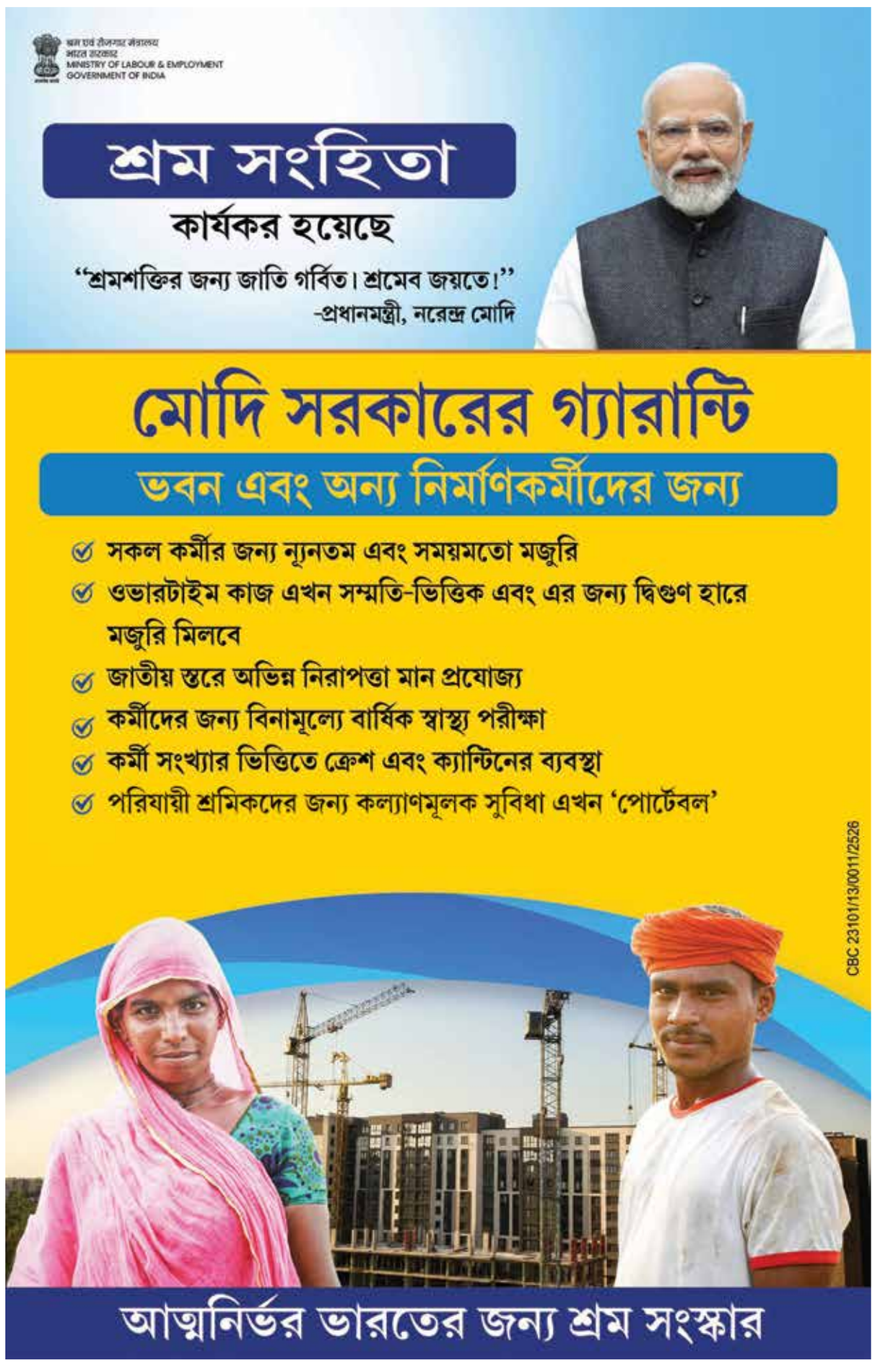

স্মৃতি ফেরায় ৩৫ বছর পর বাড়িতে

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৩০ নভেম্বর : ৩৫ বছর পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন এক নিখোঁজ ব্যক্তির। কিশোর বয়সে কালিয়াচকের নওদা যদুপুর এলাকার বাসিন্দা জাহিদ শেখ পঞ্জাবে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যান। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। এখন তিনি বিবাহিত, বয়সের দিক থেকে প্রায় মধ্যবয়স্ক। শনিবার স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন জাহিদ। তাঁকে দেখে উচ্ছ্বসিত পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা ভেবেই নিয়েছিলেন, জাহিদ বোধহয় আর বেঁচে নেই। কিন্তু দীর্ঘ এত বছর কী এমন হয়েছিল জাহিদের যে তিনি বাড়ি ফিরতে পারেননি?

সমস্ত কথা খুলে বলেছেন খোদ জাহিদই। তিনি জানিয়েছেন, পঞ্জাবে কাজে যাওয়ার পর তাঁর মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। দুই বছর তিনি অসুস্থ ছিলেন। স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে সুস্থ হবার পর তাঁর বাড়ির কথা মনে আসে। তখন তিনি যে ব্যক্তির অধীনে কাজ করতেন, তাঁর সহায়তায় বাড়িতে চিঠি পাঠান। কিন্তু কোনও কারণে সেই চিঠি বাড়িতে পৌঁছায় না। জাহিদের মালিক তাঁকে সেই কথাই জানিয়েছিলেন।

এরপর থেকে জাহিদের জীবনে সংগ্রাম শুরু হয়। বিচারবিবেচনা না করে পেটের তাগিদে বিভিন্ন কাজ করতে করতে একদিন তিনি চলে যান নয়াদিল্লির গাজিয়াবাদে। নিজের পরিবার বলতে কেউ ছিল না, তাই সংসার পাতেন জাহিদ। বছর ২৫ আগে তাঁর বিয়ে হয়। এদিকে, কালিয়াচকে তাঁর পরিবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাহিদের কোনও অঘটন ঘটেছে ধরে নিয়ে সমস্ত আশা ছেড়ে দেয়। এত বছর পর কেন এই প্রত্যাবর্তন? জাহিদের কথায়, ‘আমার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। ওরা ঠাকুমা-দাদুকে দেখতে চাইছিল। আর আমারও জন্মভিটেতে ফিরে সবার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল।’ দুঃখের বিষয় সব আশা পূরণ হয়নি, জাহিদের বাবা-মা কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। তবে দাদা সুলতান শেখ বেঁচে রয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে অনেক খুঁজেও পাইনি। এখান থেকে লোক বাইরে কাজে গেলে খোঁজ নিতাম। কিন্তু ও বাড়ি ফিরেছে, খুব আনন্দ হচ্ছে।’

পঞ্জাব থেকে সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন জাহিদ শেখ।

কেউ কি বাড়ি আছ? *শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

খুনে অস্বস্তি শাসকদলে

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৩০ নভেম্বর : বোমাবাজি, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ, নানান অপরাধের মরূদ্যান কালিয়াচক। নানান অপরাধ দেখতে অভ্যস্ত এখানকার মানুষ। কিন্তু পরপর চারটি খুন, সহজে মেনে নিতে পারছেন না তেমন কেউই। বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন থাকায়, খুন পরিস্থিতি যেন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেহেতু শাসকের হাতে, তাই বিধানসভা কেন্দ্রটিতে তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়েও চর্চা চলছে। এমন পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূলের হাত থেকে সুজাপুর পুনরুদ্ধারে তৎপর কংগ্রেস। তবে কেন্দ্রটি দখলে রাখার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। দলের বড় একটা অংশের বক্তব্য, জেলা ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে ঝাঁকুনি দিতেই ৩ ডিসেম্বর গাজোলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগে বদল করা হয়েছে পুলিশ সুপার। প্রদীপকুমার যাদবের পরিবর্তে পুলিশ সুপারের পদে আনা হয়েছে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই পদক্ষেপ মানুষ ভালোভাবেই নেবেন।

পরপর চারটি খুনের ঘটনায় নতুন করে প্রশ্নের মুখে কালিয়াচকের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সমালোচিত পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা। প্রতিটি ঘটনায় শাসকদলের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অস্বস্তি এড়াতে পারছে না তৃণমূল নেতৃত্ব। এমন পরিস্থিতিতে বিধায়কের অনুপস্থিতি, একের পর এক অপরাধের ঘটনা সামনে নিয়ে আসছে কংগ্রেস। একটা সময় সুজাপুর কেন্দ্রটি ছিল কংগ্রেস বা গনি খান চৌধুরীর পরিবারের শক্ত ঘাঁটি। তবে ’২১-এর ভোটে এই কেন্দ্রেই বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন গনি খানের পরিবারের সদস্য ইশা খান চৌধুরী। এখান থেকে জয়ী হয়ে বিধানসভায় পা রাখেন তৃণমূলের আবদুল গনি। কিন্তু জয়ের পর থেকে বিধায়ককে এলাকায় দেখা যায় না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের বড় অংশের। কালিয়াচকের বাসিন্দা আজমল শেখ বললেন, ‘তৃণমূলের আবদুল গনিকে ভোট দিয়েছিলাম অনেক আশা করে। কিন্তু ভোটের পর থেকে সেভাবে আর বিধায়ককে পাচ্ছি না। উন্নয়নমূলক কাজও তেমন হয়নি। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। নতুন কিছু তো ভাবতে

সুজাপুর দখলে ঝাঁপাচ্ছে কংগ্রেস

হবেই।’ বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনায় তাঁরা যে ক্ষুব্ধ, তা প্রকাশ করে সুজাপুর বিধানসভার বাসিন্দা তৈয়ব শেখ বলছেন, ‘কালিয়াচক এলাকা মাঝেমধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। খুন, জখম, সংঘর্ষ লেগেই থাকছে। এলাকায় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নজরদারি না বাড়লে ভোটে তার প্রভাব পড়বেই।’ পরিস্থিতির দায় নিতে নারাজ বিধায়ক আবদুল গনি কাঠগড়ায় তুলছেন পুলিশকে। বিস্তর উন্নয়ন হয়েছে দাবি করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলছেন, ‘পুলিশ সুপার পদে প্রদীপকুমার যাদব থাকাকালীন খুনের ঘটনাগুলি ঘটেছে। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছিলাম। ওই দাবি কার্যকর করা হয়েছে। বিরোধীদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিই না।’

স্ক্যানার নেই, নিরাপত্তায় প্রশ্ন মহদিপুরে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩০ নভেম্বর : মালদার মহদিপুর স্থলবন্দর থেকে প্রতিদিনই কয়েকশো পণ্যবাহী লরি, ট্রাক বাংলাদেশে যায়। আবার বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর পরিমাণে মালবাহী গাড়ি এপারে আসে। মাঝেমধ্যেই দেখা যায়, ওই লরিগুলিতে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পাচার হচ্ছে। কখনো-কখনো সেগুলির কিছু ধরাও পড়ছে। কিন্তু সেই পণ্যের আড়ালে কাফ সিরাপ বা অন্যান্য মাদক পাচার করা হচ্ছে কি না বা জাল নোট দেশে ঢুকছে কি না, তা দেখার মতো স্ক্যানার পরিকাঠামো নেই মহদিপুরে। এখন সীমান্তের স্থলবন্দরে গাড়িবোঝাই মাল খতিয়ে দেখার জন্য, আধুনিক স্ক্যানার সহ চেকপোস্ট করার দাবি জানাচ্ছেন খোদ রপ্তানিকারকরাই।

এবিষয়ে রপ্তানিকারকদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির তরফে উজ্জ্বল সাহা বলেন, ‘বেশকিছু দিন আগে মহদিপুরে আধুনিক ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) তৈরি করার জন্য অর্থসাহায্য এসেছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সেই কাজ হয়নি। শুনেছি আবারও চেকপোস্টের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। তাই আমরা দাবি করছি, বিমানে রপ্তানির ক্ষেত্রে যেমন স্ক্যানারের মাধ্যমে পণ্যের অটোমেটিক তল্লাশি চালানো হয়, তেমনই মহদিপুর সীমান্তেও স্ক্যানার

> চেকপোস্টের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে বলে শুনেছি। তাই দাবি করছি, বিমানে রপ্তানির ক্ষেত্রে যেমন স্ক্যানারের মাধ্যমে পণ্যের অটোমেটিক তল্লাশি চালানো হয়, তেমনই মহদিপুর সীমান্তেও স্ক্যানার চেকপোস্ট করা হোক।
>
> **উজ্জ্বল সাহা** রপ্তানিকারক

চেকপোস্ট করা হোক। এর ফলে পণ্যের আড়ালে, মাদক বা জাল টাকা যা-ই আসুক, দেশে ঢোকার আগে সেগুলি সহজেই ধরা পড়বে। আমাদেরও হয়রানি কমে।’

গত ৪৮ ঘণ্টায় কালিয়াচকে পরপর দুটি বোমাবাজি ও খুনের ঘটনা ঘটায় এখন জেলাজুড়ে অস্ত্র মজুত থাকার সন্দেহ তৈরি হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, কালিয়াচক এখন যেন জেলার অস্ত্রভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে দুষ্কৃতীদের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্রও ঢুকে পড়ছে বলে তাদের সন্দেহ। এই আবহে জেলায় নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে মহদিপুর স্থলবন্দরে চেকপোস্ট গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ও। অজয় বলেন, ‘সীমান্তের আমদানিতে স্ক্যানার সিস্টেম না থাকায় দেশে অবাধে আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকে পড়ছে। যা খালি চোখে ধরা সম্ভব নয়। পরে পুলিশ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করছে। মহদিপুর সীমান্তে অবিলম্বে পণ্যের স্ক্যান প্রক্রিয়া চালু করা প্রয়োজন।’

স্কুলের জমিতে পোলট্রি ফার্ম

অভিযোগ তুলে কুশমণ্ডিতে সরব তৃণমূল নেতা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩০ নভেম্বর : স্কুলের জন্য দান করা জমি দখল করে দিব্যি পোলট্রি ফার্ম চলছে। জমিদাতার উত্তরসূরিই সেই জমিতে পোলট্রি ফার্ম খুলে বসেছেন বলে অভিযোগ। স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই অভিযোগ করেছেন কুশমণ্ডি ব্লক তৃণমূলের এসসি শাখার সভাপতি বাহাদুর সরকার।

দেউল পঞ্চায়েতের বিরামপুর গ্রামের এক বাসিন্দা কুশমণ্ডি হাইস্কুলের উন্নতির জন্য বিরামপুর মৌজায় ১৮ শতক জমি দান করেছিলেন। তবে সেই জমি স্কুলের মূল ক্যাম্পাস থেকে খানিকটা দূরে। সে কথা স্বীকার করেছেন জমিদাতার উত্তরসূরি চন্দন সরকার। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে হাইস্কুলের জমি দখল করার যে অভিযোগ উঠেছে, তা মানতে চাননি।

ব্লক তৃণমূলের এসসি শাখার সভাপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘জায়গা দখলের বিষয়টি আমি মৌখিকভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। এরপর আমি বিষয়টি সামাজিক

এই পোলট্রি ফার্ম নিয়ে বিতর্ক।

বিতর্ক

কুশমণ্ডি হাইস্কুলের উন্নতির জন্য বিরামপুর মৌজায় ১৮ শতক জমি দান করা হয়

অভিযোগ, সেই জমিতে পোলট্রি ফার্ম তৈরি হয়ে গিয়েছে

বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের

মাধ্যমে সকলের সামনে নিয়ে আসি। তখন হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ খানিকটা নড়েচড়ে বসে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যাঁরা স্কুলের জমিতে পোলট্রি ফার্ম চালাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি।’

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের এসসি শাখার সভাপতিকে সমর্থন করে কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায় বলেন, ‘স্কুলের জন্য একজন জমি দান করে গিয়েছিলেন। সেই জমি অন্য কেউ দখল করে ভোগ করবেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না।’

অবশ্য কুশমণ্ডি হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি অভিজিৎ ঘোষের বক্তব্য, ‘ওই জায়গাটি যাঁরা অবৈধভাবে দখল করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ করা হবে।’ বিষয়টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরেও লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। স্কুল পরিচালন কমিটির তরফে স্কুলের জায়গা দখলের বিষয়ে তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানান ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ফিরোজ আলম।

বিকল্প চাষের জন্য জমি থেকে আমন ধান কাটার তোড়জোড়। বালুরঘাটে।

কৃষকদের বিকল্প চাষের সন্ধানে জোর

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : বোরো ধান চাষে পর্যাপ্ত জল মিলছে না, আলুতে ভালোমানের বীজও অমিল। শাকসবজিতে রোগপোকা দমনে বাড়ছে খরচ। বালুরঘাট ব্লকের গ্রামের কৃষকরা এমন নানা সমস্যার জালে জর্জরিত হয়ে পড়ছেন। একের পর এক বিপদে চাষের জমিতে যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনই ফসলের দাম নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে লাভের মুখ দেখা আরও কঠিন হয়ে উঠছে অনেক সময়েই। কৃষকদের বিকল্প চাষের সন্ধান দিতে ও তাঁদের সমস্যার সমাধানে সচেতনতায় জোর দিচ্ছে জেলা উদ্যান পালন ও কৃষি দপ্তর।

ডাকরা গ্রামের সোনারপাড়ার কৃষক উৎপল সরকারের কথাতেই যেন কৃষকদের সামগ্রিক হালচাল ধরা পড়ল। তাঁর কথায়, ‘আমরা মূলত আলু চাষ করি। তার সঙ্গে কপি চাষও করা হয়। কিন্তু ভালো মানের বীজ পাওয়া যাচ্ছে না। রোপণের পরে গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই মরশুমে গম চাষ করেছিলাম। কিন্তু ভালো দানা আসছে না। কৃষি দপ্তরের তরফে ভুট্টা চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।’ ভুট্টা চাষ অনেক কম জল খরচে করা যাবে বলে মনে করছেন কৃষি আধিকারিকরা। জলের অভাবে বোরো ধান নিয়ে দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে। অনেক কৃষক জানান, সেচ ব্যবস্থা না থাকলে ধান বাঁচানোই

কী কী সমস্যা

বোরো ধান চাষে পর্যাপ্ত জল মিলছে না, আলুতে ভালো মানের বীজও অমিল

শাকসবজিতে রোগপোকা দমনে বাড়ছে খরচ

খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে কীভাবে চাষাবাদ করা যাবে, তা নিয়ে কৃষকদের সচেতন করছে কৃষি দপ্তর

মুশকিল হয়ে পড়ে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারেও ক্ষতি হচ্ছে। মাটির উর্বরতা কমছে, ফসলের রোগপোকার প্রকোপ বাড়ছে। চকভৃগুর কৃষক অশোক দাস বলেন, ‘চাষে খরচ বাড়ছে বহুগুণ। কিন্তু ফলন সেই অনুপাতে বাড়ছে না। ফলে কৃষিকাজ দিন-দিন অলাভজনক হয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় বিকল্প চাষের পথ খুঁজতে শুরু করেছেন অনেকে। কম জল লাগে এমন শস্য যেমন ভুট্টা নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে।’ কৃষকদের দাবি, জলাভাব ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা মোকাবিলায় এমন ফসলই ভবিষ্যতে ভরসা হতে পারে।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিবির করছে জেলা উদ্যানপালন ও কৃষি দপ্তর। আধুনিক কৃষিপদ্ধতির নানা দিক তুলে ধরে সমাধানের পথ দেখানোর চেষ্টা চলছে। জেলা উদ্যানপালন আধিকারিক রাজীব দাস বলেন, ‘এই জেলায় মূলত কৃষকরা ধান, সর্ষে ও ভুট্টা চাষের ওপর নজর দেন। তাঁরা অনেক সময় অভিযোগ করেন, লাভের মুখ তেমন দেখতে পাচ্ছেন না। কোনও বছর তাঁরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। সেই সমস্যা থেকে তাঁদের বের করে নিয়ে আসতেই শিবির হচ্ছে। আধুনিক উদ্যান বিদ্যা সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা দিতে একটি বই দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সময়ের খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে কীভাবে চাষাবাদ করা যাবে, এই নিয়ে তাঁদের জানানো হচ্ছে।’

যানজটে নাভিশ্বাস ডাঙ্গারহাটে

কুমারগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : কুমারগঞ্জের ডাঙ্গারহাট বাজারের রাস্তা এখন ওই এলাকাবাসীর নিত্য ভোগান্তির কারণ। সকাল হোক বা সন্ধ্যা, যানজটে ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার উপায় থাকে না। প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে এবং ছুটির সময় রাজ্য সড়ক প্রায় অবরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা হয়। এর ওপর ওই রাস্তার দু’পাশে সপ্তাহে দু’দিন হাট বসে।

সাইকেল, ভুটভুটি, টোটো, অটোর মতো ছোট যান বা বাস, লরি, ডাম্পারের মতো ভারী যান- কিছুই চলতে বাকি থাকে না ওই সংকীর্ণ পথে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার, হাটের দিনে এক-দেড় মিনিটের পথ পেরোতে, পনেরো মিনিটেরও বেশি সময় লেগে যায় স্থানীয়দের। সিভিক ভলান্টিয়াররা থাকলেও, একেক সময় ওই যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁদেরও নাজেহাল অবস্থা হয়।

বাসিন্দা রজত সরকারের কথায়, ‘সপ্তাহে দু’দিন হাট বা স্থানীয়দের যাতায়াতে এমনিতেই এই রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় থাকে। তার ওপর স্কুল ছুটি হওয়ার সময় বা হাটের দিনের ভিড় রাস্তায় যদি ষোলো চাকার লরি, ডাম্পার ঢোকে, তাহলে হাঁটার জায়গাটুকু পাওয়া যায় না।’ যদিও ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মুজফফর রহমানের দাবি, হাটের জন্য ভিতরে অতিরিক্ত জায়গা তৈরি করায় সমস্যা অনেকটাই কেটেছে। তবে স্কুলটাইমে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের ভিড়ে অসহনীয় পরিস্থিতির কথা তিনিও স্বীকার করা নিয়েছেন।

বাংলাদেশি সন্দেহে আটক পরীক্ষার্থীরা

তপন, ৩০ নভেম্বর : রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা ছিল রবিবার। তার আগে শনিবার রাতেই উত্তেজনা ছড়াল তপন ব্লকের আউটিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বরডাঙ্গা এলাকায়। অভিযোগ, ৩০-৪০ জন পরীক্ষার্থী প্রস্তুতির জন্য একটি বাড়িতে ঢোকেন। হঠাৎ এতজন অপরিচিতকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের মধ্যে ৪-৫ জনকে আটক করে রাখেন স্থানীয়রা। বাকিরা সেখান থেকে পালিয়ে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকলকে থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁরা পরীক্ষার প্রস্তুতির কারণে সেখানে ছিলেন। এরপর পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়।

কফিনবন্দি দেহ গ্রামে

রতুয়া, ৩০ নভেম্বর : বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা। সঙ্গে স্ত্রী, সন্তানদের দায়িত্ব। সংসার চালাতে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না মোহাম্মদ কাজিমুদ্দিনের। তবে যে জন্য বাড়িছাড়া সেই উদ্দেশ্য আর পূরণ হল কই। শনিবার রাতে মুম্বই থেকে কফিনবন্দি দেহ ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা গ্রামে তাঁর বাড়িতে ফেরে। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে চলে যাওয়ায় দিশেহারা স্ত্রী সাফিনারা।

এলাকায় কাজ নেই। পেটের দায়ে দুই মাস আগে মুম্বই পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে নির্মীয়মাণ বহুতল ভবনে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। অন্যান্য দিনের মতো গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কাজে যান কাজিমুদ্দিন। স্ত্রী-র সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। এর কয়েক মিনিট পরেই ঘটে দুর্ঘটনা। কাজ করার সময় হঠাৎ সাততলা থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয় বলে পরিবার সূত্রে খবর। শনিবার মুম্বই থেকে আকাশপথে দেহ বাগডোগরা বিমানবন্দরে আনা হয়। সেখান থেকে কফিনবন্দি দেহ রাতে গ্রামে পৌঁছায়।

ছেলের অকালপ্রয়াণে ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধ বাবা-মা। এখন দুই শিশুকে নিয়ে কীভাবে সংসার চালাবেন, সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সাফিনারা বলেন, ‘চাষের জমি নেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি। সরকারি সাহায্য মিললে অনেকটা বাঁচব।’

ঘটনার খবর পেয়ে মালদহ জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ফজলুল হক মৃতের বাড়িতে যান। তিনি মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের আর্থিক সহায়তা করেন। তিনি বলেন, ‘সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবারটি যাতে সাহায্য পায়, সেই চেষ্টা করব।’

সিএএ ক্যাম্পের উদ্বোধন খগেনের

গাজোল, ৩০ নভেম্বর : গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের যে শরণার্থী বা উদ্বাস্তু মানুষজন রয়েছেন তাঁদের অনেকেরই ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই। এই আবহে একদিকে এসআইআর নিয়ে যেমন মাঠে নেমেছে তৃণমূল, তেমনি অপরদিকে সিএএ ক্যাম্প নিয়ে উদ্বাস্তু এবং শরণার্থীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি।

রবিবার গাজোল -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মশালদিঘিতে একটি সিএএ ক্যাম্পের উদ্বোধন করলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাজোল -২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্মিলা রাজবংশী, বিজেপি নেতা নীহাররঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ।

এদিন সাংসদ বলেন, ‘উদ্বাস্তু এবং শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে ১৯টি সিএএ ক্যাম্প খোলা হয়েছে। গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে খোলা হচ্ছে ৪টি সিএএ ক্যাম্প। আগামীদিনে আরও বেশকিছু এই ধরনের ক্যাম্প খোলা হবে।’

সিএএ ক্যাম্প উদ্বোধন ছাড়াও সারাদিন ধরে গাজোলে একাধিক কর্মসূচি পালন করলেন সাংসদ। উদ্বোধন করেন সাংসদ কোটার টাকায় বেশকিছু প্রকল্পের। এদিন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত গুরুমা কমলি সোরেনের বাড়ির কাছে একটি পানীয় জলের জলাধার উদ্বোধন করেন সাংসদ।

রাস্তার সংস্কার চেয়ে অবরোধ গোয়ালগাঁওয়ে

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ৩০ নভেম্বর : বর্ষার সময় জলকাদায় ভরে থাকে রাস্তা। ঢোকে না অ্যাম্বুল্যান্স। রোগীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে। শীতের সময় সেই রাস্তা ধুলোয় ভরা। চলাফেরাই দায়। বিয়ে ঠিক হয়েও ভেঙে যায় এই রাস্তার কারণেই। প্রধান সড়ক থেকে ডালখোলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালগাঁও গ্রামে ঢোকার ২ কিমি রাস্তা বেহালে এভাবেই নানা সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসী। প্রতিবার ভোটের আগে বেহাল রাস্তা মেরামতের আশ্বাস দেন প্রার্থী ও নেতারা।

ভোট পেরোলেই সেই আশ্বাস হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সেই রাস্তা পরিপূর্ণভাবে সংস্কারের দাবিতে রবিবার পথ অবরোধে শামিল হলেন গ্রামবাসীর একাংশ।

স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ সিদ্ধার দাবি, ‘ভোটের আগে এসে অনেকেই আশ্বাস দেন। কিন্তু ভোট শেষে আর কেউ আমাদের কথা ভাবেন না।

কয়েকবার আমরা নিজেরাই রাস্তায় তাপ্পি মেরেছিলাম। তাতে সাময়িক সমস্যা মিটলেও আবার যে-কে-সেই। তাই অবরোধ করতে বাধ্য হলাম। গ্রামবাসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাস্তা সংস্কার না হলে

টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধে শামিল গ্রামবাসী।

আগামীতে ভোট বয়কটের পথে হাঁটতে হবে।’

গ্রামের গৃহবধূ নয়ণমণি সরকার বলেন, প্রতিবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তা মেরামতের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু ভোটের পর কেউ কথা রাখে না। নয়নমণির সংযোজন, ‘বেহাল রাস্তার কারণে গ্রামের মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পাত্রী পছন্দ হলেও বেহাল রাস্তা দেখে পাত্র পিছিয়ে গিয়েছে, এমন ঘটনাও আছে। আমরা নিরুপায় হয়ে অবরোধে শামিল হয়েছি।’

এদিকে, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য আবদুল রহিম বলেন, ‘২০২৩ সালে নির্বাচনে জয়ের পর জেলা পরিষদের তহবিল থেকে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা দিয়ে ওই রাস্তার কিছুটা মেরামত করেছি। আগে একবার রাস্তার টেন্ডার করা হয়েছিল।

কিন্তু সেই সময় বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে এই প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় ঠিকাদারি সংস্থা কাজ করেনি। আমাদের বিধায়ক ও আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে রাস্তার কাজ দ্রুত করা যায়। তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এই বেহাল রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।’

টানা তিন ঘণ্টা পর পুলিশের অনুরোধে গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেন।

শীত পড়তেই রোজগারের আশায় বড়ি তৈরি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৩০ নভেম্বর : উঠোনে পা ফেলার জায়গা নেই। একদিকে, সারিসারিভাবে বড়ি শুকোতে দেওয়া। অন্যদিকে চলছে ডাল বাটা। এখন দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম ও কুমারগঞ্জের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে গেলেই ওই দৃশ্য চোখে পড়বে। সারাদিনের কাজ সেরে বাড়ির মহিলারা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন মাষকালাই ডালের বড়ি তৈরি করতে। ওই সুস্বাদু বড়ি সারা বছর বিভিন্ন তরকারিতে যেমন ব্যবহার হয়। তেমনি বাজারজাতও হচ্ছে। অর্থাৎ বড়ি শুধু তরকারির স্বাদকে নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করছে। এক কেজি বড়ির দাম আড়াইশো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে বিক্রি হয়। এতে অনেকেরই বাড়তি আয় হচ্ছে।

পতিরামের বাসিন্দা সঞ্চিতা সরকার প্রতি বছর শীতে বড়ি তৈরি করেন। তিনি বলেন, ‘দু’দিন আগেই এবছরের জন্য বড়ি বানিয়ে ফেললাম। এই বড়ি দিয়ে যে কোনও খাবারের স্বাদ অনেক বেড়ে যায়। আমি পাইকারি হিসেবে বিক্রিও করি বড়ি।’

মাষকালাইয়ের বড়ি তৈরির কাজ চলছে।

যেহেতু ধাপে ধাপে বড়ি তৈরি হয় তাই সময়ও লেগে যায় অনেক। রাতেই মাষকালাই ডাল ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরদিন তা বেটে নেওয়া হয়। তাতে মেশানো হয় পাকা চাল কুমড়োর বাটা ও নানা উপাদান। এরপর হাতে ছোট ছোট আকারে বড়ি বানিয়ে শেষ পর্যায়ে শীতের মিঠে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। আর এই বড়ি তৈরির মাধ্যমে যেন সেই পুরোনো দিনগুলো ফিরে পাওয়া যায়। আশপাশের কয়েকজন মহিলা একসঙ্গে ওই কাজ করেন। তাই কাজের পাশাপাশি আড্ডাও চলে।

> দু’দিন আগেই এবছরের জন্য বড়ি বানিয়ে ফেললাম। এই বড়ি দিয়ে যে কোনও খাবারের স্বাদ অনেক বেড়ে যায়। আমি পাইকারি হিসেবে বিক্রিও করি বড়ি।
>
> **সঞ্চিতা সরকার**
> পতিরামের বাসিন্দা

বড়ির স্বাদ যেমন অনন্য, তেমনই এর পুষ্টিগুণও ভরপুর। প্রোটিন, ফাইবার, আয়রন, ক্যালসিয়াম, শর্করা ও ভিটামিন সমৃদ্ধ এই খাবার সহজপাচ্য হওয়ায় সকলের জন্যই উপযোগী। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাষকালাই ডালের বড়ি হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে, হজমশক্তি বাড়াতে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। আলু, শিমের বিচি বা নানা ধরনের সবজির সঙ্গে বড়ির ঝোল বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয়।

বড়ি তৈরির এই রীতি আজও অমলিন। শীত নামলেই তাই গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বড়ি তৈরির সুবাস যা বাঙালির রান্নাঘরকে করে তোলে আরও সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যময়।

গ্রেপ্তার তরুণ

কলকাতায় তরুণীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২৪ বছরের তরুণ। পলাতক বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে শনাক্ত করা হয়েছে ধৃতকে।

উদ্ধার কঙ্কাল

নতুন বাড়ির জন্য ভিত কাটতে গিয়ে মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হল নরকঙ্কাল। রবিবার অশোকনগরে দুটি মাথার খুলি সহ বেশ কয়েকটি হাড়গোড় উদ্ধার করেন মিস্ত্রিরা। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বাবাকে মারধর

চিৎপুরে বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল দুই ছেলের বিরুদ্ধে। গুরুতর আঘাত নিয়ে হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন তিনি। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আত্মঘাতী বৃদ্ধ

উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার ইছাপুরে সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন বৃদ্ধ। তাঁর বাড়ি হুগলির উত্তরপাড়ায়। আর্থিক অনটনের জেরেই এই ঘটনা কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দিগন্ত ছাড়িয়ে... *ফানুস উৎসবে রবিবার কলকাতায়। -পিটিআই*

৫ বাঙালি আটক ওডিশায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টায় অবশেষে মুক্তি

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৩০ নভেম্বর : ফের ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে হেনস্তার অভিযোগ উঠল। বীরভূমের নলহাটি-২ ব্লকের ভগলদিঘি গ্রামের ৫ শ্রমিককে বাংলায় কথা বলার কারণে আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তাঁদের পরিবারের দাবি, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও প্যান কার্ড দেখানো সত্ত্বেও তাঁদের বাংলাদেশি বলে ওডিশার ভদ্রকের আগরপাড়া থানা এলাকায় একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছিল। বিষয়টি জানতে পেরে রবিবারই ওডিশার স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। এরপর রবিবার তাঁদের শর্তসাপেক্ষে ছাড়া হয়। প্রতিদিন থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বীরভূম জেলা পরিষদের মেন্টর তথা বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা (রানা) বলেন, 'এই রাজ্যের শ্রমিকদের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে বিজেপি কতটা বাংলা-বিরোধী। ওই পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখেছি। রাজ্য সরকার বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মতো আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি।'

নলহাটির এই পাঁচজনকে আটকে রাখা হয়েছিল ওডিশায়। -তথাগত চক্রবর্তী

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের নলহাটি-২ ব্লকের ভগলদিঘি গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল আলিম শেখ, আতাউর রহমান, সেলিম শেখ, মণিরুল ইসলাম ও নূর আলম গত ২৫ বছর ধরে ওডিশার আগরপাড়ার পারকুন্দায় শ্রমিকের কাজ করেন। শনিবার বিকালে আগরপাড়া থানার পুলিশ তাঁদের থানায় ডেকে পাঠায়। তাঁরা কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের ভদ্রকের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আটক শ্রমিকদের বাড়িতে কয়েকদিন আগেই এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন স্থানীয় বিএলও। আটকে থাকা শ্রমিকদের প্রত্যেকের নামই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে।

এরপরও তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে বা তাঁদের কাগজপত্র গ্রাহ্য করা হচ্ছিল না। আতাউর রহমান বলেন, 'কয়েকদিন আগে আমাদের থানায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ। সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল। শনিবার ফের আমাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। পরে কাগজপত্র দেখে ছাড়া হলেও প্রতিদিন থানায় হাজিরার শর্ত দেওয়া হয়েছে।'

অনুপ্রবেশ তাস কতটা সফল?

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : এসআইআর ঘোষণার পরেই সীমান্ত দিয়ে এরাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা বাংলাদেশিদের সীমান্ত পেরিয়ে ফিরে যাওয়ার ঢল নামে। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সেই ছবিকে হাতিয়ার করে রাজ্যের অনুপ্রবেশ তত্ত্বে শান দিয়েছে বিজেপি। কিন্তু রাজনৈতিক মহল ও বিজেপির একাংশের প্রশ্ন, সীমান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পলায়নের এই ছবি দেখিয়ে ভোটে জেতা যাবে তো?

বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই রাজ্যের উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব বিজেপি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পালাবদলের সূত্র ধরে রাজ্যের সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে বিধানসভা ভোটের আগে অনুপ্রবেশ ইস্যুকে ফের হাতিয়ার করেছে বিজেপি। প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে এসআইআর শুরুর পর থেকেই শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতারা নিয়ম করে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে থাকেন, এসআইআর শুরুর আগে পালাও, না হলে বিএসএফ কাঁটাতারের ওপারে ছুড়ে ফেলে দেবে। লাগাতার এই প্রচারে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কার্যত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। শুধু অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরাই নন, রাজ্যের উদ্বাস্তু শরণার্থীরাও আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যান। এই আবহে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের মতো নেতাদের মন্তব্যও কার্যত আতঙ্ককে আরও উসকে দিয়েছে। সম্প্রতি শান্তনু বলেন, 'খসড়া ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। শান্তনুর এই মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে মতুয়া সহ রাজ্যের উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে। কারণ, শান্তনুদের পরামর্শেই

সন্দিহান বিজেপি

তাঁরা সিএএতে আবেদন করেছেন। কিন্তু সেই আবেদনের ভিত্তিতে যে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে এমন কোনও আশ্বাস কমিশন এখনও দেয়নি। তৃণমূল বলে চলেছে সিএএতে আবেদন করা মানেই নিজেকে অনুপ্রবেশকারী বলে ঘোষণা করা। ফলে মতুয়া ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এসআইআর এখন সিএএ। কার্যত শাঁখের করাতের মতো।

বিজেপি ও গেরুয়া শিবির মনে করেছিল এসআইআরে প্রায় দেড় কোটির মতো নাম বাদ যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে ৩৫ লক্ষের কিছু বেশি নাম বাদ পড়েছে। এসআইআর শেষ হওয়ার পর নিশ্চিতভাবেই সংখ্যাটা আরও বাড়বে। তবে লক্ষ্যপূরণ হবে কি না তা জোর দিয়ে বলতে পারছে না বিজেপিও।

রাজনৈতিক মহল ও নির্বাচনি পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সংখ্যা দিয়ে নয়, আসলে সীমান্তে পলায়নের ছবি দেখিয়েই রাজ্যের ভোটে অনুপ্রবেশ তাস খেলতে চেয়েছে বিজেপি। সেই খেলায় সংবাদমাধ্যমের দৌলতে কিছুটা হলেও সফল বিজেপি। তবে অন্য একটি অংশের মতে, বাম আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন। কয়েক হাজার অবৈধ মানুষকে সীমান্তের দিকে চলে যাওয়ার ছবি দেখিয়ে উদ্বাস্তুদের প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরানো যাবে না। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দেবাশিস সেনও বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে কিছু নাম কেটে নির্বাচনে জেতা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।' সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপির অনুপ্রবেশ তাস এখন হরতনের টেক্কা হয়ে গিয়েছে। সেই জন্যেই শমীক ভট্টাচার্যকে কার্যত আর্তনাদ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বলতে হচ্ছে রাজ্যে এসে আসল পরিস্থিতিটা দেখুন।'

এসআইআর-এর পদক্ষেপ নিয়ে তর্জা

সময়সীমার বৃদ্ধিতে একসুর বিরোধীদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : এসআইআর-এর মেয়াদ বাড়ল, পিছোল খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়। শেষ মুহূর্তে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমজনতা ও রাজনৈতিক মহলের তরজা তুঙ্গে। কার চাপে শেষপর্যন্ত মাথা নোয়াল কমিশন, তা নিয়েই চলেছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তবে এরই মধ্যে এই প্রশ্ন উঠছে, যাঁরা এসআইআর-এর মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে সরব হয়েছিলেন, কমিশনের এই সিদ্ধান্তে সত্যিই তাঁদের কি কোনও লাভ হল? নাকি এখানেও সেই শক্তি প্রদর্শনের তত্ত্বেরই জয়?

এসআইআর-এর শুরু থেকেই তার সময়সীমা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এদিন এসআরএর-এর মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের সমালোচনা করতে দেরি করেনি তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, সময়সীমা বাড়ানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আগেই দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু তখন কমিশন তা মানেনি। এদিনের সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণ হল তৃণমূলের দাবি সঠিক। তবে তৃণমূলের দাবি মানতে রাজি নয় বিজেপি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'কমিশনের এই সিদ্ধান্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের জন্য। নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের কথায় সময় বাড়ায়নি।' তবে কী কারণে এই সময় বৃদ্ধি, তা নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানায়নি কমিশন।

> কমিশনের এই সিদ্ধান্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের জন্য। নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের কথায় সময় বাড়ায়নি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

> শেষমুহূর্তে এসে কমিশনের বোধোদয় হল। মোদি-শা'র কথাতেই চলছে কমিশন। সেজন্য এই হাল।
>
> **সুজন চক্রবর্তী**

কমিশনের একটি সূত্র বলছে, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর অগ্রগতি যথেষ্টই সন্তোষজনক। কমিশন তা আগেই জানিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সহ যে ১২টি রাজ্যে বর্তমানে এসআইআর চলছে, সেগুলির সব ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। যেমন, কেরল। উত্তরপ্রদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ এখনও ৭০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়নি।

যদিও কমিশনকে তুলোধোনা করতে ছাড়ছে না কেউ। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এসআইআর সুষ্ঠুভাবে করার জন্যে যে পরিকাঠামো দরকার তা তৈরি না করেই মাঠে নেমে পড়েছিল কমিশন। ফলে কমিশনের অবস্থা এখন ল্যাজেগোবরে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'শেষ মুহূর্তে এসে কমিশনের বোধোদয় হল। মোদি-শা'র কথাতেই চলছে কমিশন। সেজন্য এই হাল।' শুরু থেকেই কাজের চাপ ও সময়সীমা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিএলওরা। চাপ বাড়াতে সিইও দপ্তরে টানা দু'দিন ধরে ধর্না দিয়েছে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ। কমিশনের এদিনের সিদ্ধান্তকে তাঁরা নৈতিক জয় বলে মনে করছেন। তবে একই সঙ্গে কমিশনের ওপর চাপ বজায় রাখতে তাঁদের দাবি, ৭ দিন সময় বাড়িয়ে কোনও কাজ হবে না। অন্তত এক মাস সময় বাড়ানো দরকার। এক মৃত বিএলও কর্মীর স্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আগে ঘোষণা হলে প্রাণ যেত না আমার স্বামীর।'

কমিশনের ৭ দিন সময় বাড়ানোর কারণ এখনও ধোঁয়াশায়। আমজনতা থেকে কমিশনের আধিকারিকদের একাংশ মনে করেন, এই সিদ্ধান্তে নির্বাচন কর্মী ও আধিকারিকদের কমিশনের ওপর নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস কমবে।

শিশুরা মাতৃক্রোড়ে... *হস্তশিল্পমেলায় সন্তান কোলে কাজে ব্যস্ত মা। রবিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

বাংলা বাঁচাও যাত্রায় বাদ অনেক জেলা

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : সমসাময়িক ইস্যুগুলিকে হাতিয়ার করে ঘুরে দাঁড়াতে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' শুরু করেছে সিপিএম। মূল মিছিলের তালিকায় উত্তরবঙ্গের কালিম্পং বাদে কোচবিহার, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা থাকলেও তালিকা থেকে উধাও একাধিক জেলা। দলের অন্দরে ইতিমধ্যেই এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়ার মতো জেলাগুলি মূল যাত্রা থেকে বাদ পড়েছে।

চর্চা সিপিএমে

যদিও নেতৃত্বের দাবি, যে জেলাগুলির নাম তালিকায় নেই, সেখান থেকে উপযাত্রা হচ্ছে। সেই জেলাগুলি থেকে মিছিল করে মূল যাত্রায় যোগ দেওয়া হবে। একাধিক জেলার ক্ষেত্রে বুথভিত্তিক বা স্থানীয়ভাবেও মিছিল ও সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এমন কোনও রুট নেই যাতে সবকটি জেলা থেকে মূল জাঠা যেতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে উপজাঠা হবে।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক রতন বাগচি বলেন, 'এই জাঠা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঢুকছে না। আমরা স্থানীয়ভাবে মূল জাঠায় অংশ নেব।' হাওড়ার দিলীপ ঘোষ বলেন, '৭,৯,১৪, ১৯,২০,২১ ডিসেম্বর স্থানীয়ভাবে এই কর্মসূচি হবে। অনেকেই অংশ নেবেন। শীর্ষ নেতৃত্ব বলতে শুধুমাত্র মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সুজন চক্রবর্তী বোঝায় না।' কলকাতার জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের মন্তব্য, 'সমস্ত জেলা ঘুরতে গেলে দীর্ঘ সময় লাগবে। তাই হয়তো স্ট্রেট লাইনে মূল জাঠা নির্ধারিত হয়েছে।' বীরভূমের জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'এতে বিভ্রান্তি তৈরির কিছু নেই। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে মূল জাঠা গেলে মাসদুয়েক সময় লেগে যাবে।'

নির্বিঘ্নে ফলতায় পর্যবেক্ষকরা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : এসআইআর-এর কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় গেলে তৃণমূলের বাধার মুখে পড়তে হবে। এমনকি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে পর্যবেক্ষকদের। শুক্রবার সুব্রত গুপ্তের নেতৃত্বে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ পর্যবেক্ষকদের ফলতা পৌঁছোনোর ঠিক আগে এক্স হ্যান্ডেলে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে তা আশঙ্কাই রয়ে গেল।

এদিকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এদিনও বলেছেন, 'রাজ্যে এসআইআর বাস্তবে কী হচ্ছে, জ্ঞানেশ কুমার নিজে এসে দেখুন। সদলবলে রাজ্যে আসুন। দিল্লিতে ঠান্ডা ঘরে বসে থেকে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে দিলেই কাজ হবে না। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার ১৩ রোল অবজার্ভার নিয়োগ করেছে কমিশন। যাঁরা শুধু সরেজমিন পরিস্থিতি দেখবেন না, ইতিমধ্যে মধ্যে তৈরি হওয়া এসআইআর-এর তালিকাও খতিয়ে দেখবেন। এদিন সেই উদ্দেশ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ফলতায় আর এক সদস্য পর্যবেক্ষক শ্রী মুরুগানকে সঙ্গে নিয়ে যান রোল অবজার্ভারদের নেতৃত্বে থাকা প্রাক্তন আমলা সুব্রত গুপ্ত। তাঁর সেই সফরের আগেই বিরোধী দলনেতার পোস্টে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়। যদিও বাস্তবে তার কিছুই এদিন ঘটেনি। পর্যবেক্ষকরা ফলতা বিডিও অফিসে গিয়ে বিএলও এবং বিএলএ-দের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন।

সেই বৈঠকে ডায়মন্ড হারবারের এসডিও এবং ফলতার বিডিও উপস্থিত ছিলেন। পরে সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো এসআইআর হচ্ছে কি না সেটা দেখতেই এখানে এসেছিলাম। বিএলও ও বিএলএ-দের সমস্যা নিয়েও কথা হয়েছে। অসন্তোষের কোনও জায়গা নেই। এখনও পর্যন্ত যা দেখেছি তা সব ঠিকঠাকই চলছে। কিছু অভিযোগ পাচ্ছি। সেগুলিও খতিয়ে দেখতে হবে।'

নাম তুলতে মা, বাবা সেজেছেন প্রতিবেশীরা

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : কোথাও প্রতিবেশী প্রৌঢ়া হয়েছেন মা, আবার কোথাও প্রতিবেশী বৃদ্ধ বাবা। রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা হতেই উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, দেগঙ্গা, স্বরূপনগর, মুর্শিদাবাদের লালগোলা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে এই ধরনের অভিযোগ উঠে আসছে। কোথাও অভিযোগ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে। আবার কোথাও এপার বাংলাতে থেকেই কারসাজি।

দেগঙ্গায় প্রতিবেশী মহিলাকে মা সাজিয়ে ভোটার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক বাংলাদেশি মহিলার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বেলেঘাটা খালপাড় এলাকায় শেফালি মণ্ডল নামে অভিযুক্ত মহিলা ২৬ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছেন। তাঁর নিজের মা বাংলাদেশে রয়েছেন। কিন্তু প্রতিবেশী প্রৌঢ়া উষারানি মণ্ডলকে নিজের মা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। এসআইআরের সময় বিষয়টি ধরা পড়েছে। অভিযুক্ত মহিলার দাবি, ২৬ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে আসার সময় ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রক্রিয়া চলছিল দেখে তিনি এই কাজ করেছেন। উষারানি মণ্ডলের ছেলে উজ্জ্বল মণ্ডল জানান, তাঁর মায়ের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

বাগদায় এক বৃদ্ধ অভিযোগ তুলেছেন, তাঁকে বাবা সাজিয়ে ও তাঁর এপিক নম্বর ব্যবহার করে এসআইআরের ফর্ম জমা করেছে তিন ভাই। এঁরা কেউই তাঁর ছেলে নন। ওই ব্যক্তিদের বাবা মৃত। কিন্তু নামের মিল থাকায় তাঁকেই বাবা দেখিয়ে ফর্ম জমা দিয়েছেন তিন ভাই। সীমান্তবর্তী এলাকা স্বরূপনগরে অভিযোগ উঠেছে, প্রতিবেশীকে বাবা বানিয়ে দুই বাংলাদেশি মহিলা ভোটার হয়েছেন। এনুমারেশন ফর্মও জমা দিয়েছেন তাঁরা। বিজেপির দাবি, অভিযুক্ত রেহেনা খাতুন ও তাঁর মেয়ে রোজিনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের পাসপোর্ট, ভিসায় এসে তাঁরা আর ফেরেননি। এদিকে মুর্শিদাবাদের লালগোলায় নতুন করে ৭০ বছর বয়সে বাবা হয়েছেন নুরাল শেখ। অভিযোগ, বাবু শেখ নামে ৪০ বছরের এক বাংলাদেশি ব্যক্তি এনুমারেশন ফর্মে বাবার জায়গায় নুরালের নাম লিখেছেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই পারিবারিক কলহ শুরু হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত বাবু শেখের দাবি, নুরাল শেখের পরিবারকে টাকা দিয়ে ও অনুমতি নিয়ে তিনি ওই বৃদ্ধের নাম ব্যবহার করেছেন। বাবু শেখের পরিবার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

বামেদের বিরুদ্ধে ক্রমশ বিরূপ চাকরিহারা শিক্ষকরা

বিকাশ, শামিমের কথায় ক্ষোভ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : আন্দোলনে কখনই নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক রং লাগতে দেননি এসএসসি'র চাকরিহারারা। ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের পর থেকে বারংবার একাধিক বিরোধী শিবির চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে। কিন্তু আইনজীবী তথা বামনেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিমের একাধিক বিরোধী মন্তব্য রীতিমতো ক্ষোভ বাড়িয়েছে চাকরিহারাদের মনে। সম্প্রতি ২০১৬ প্যানেলে চাকরি পাওয়া সব শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে 'অযোগ্য' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর এই মন্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজ্যের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলকে তাঁদের পাশে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। রাজনৈতিক মহলের মত, 'যোগ্য' চাকরিহারাদের মধ্যে ক্রমাগত বাম বিরোধী মনোভাব তৈরি হওয়া বাম শিবিরের ভোটবাক্সে ভবিষ্যতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে।

'যোগ্য' চাকরিহারাদের তালিকায় নাম রয়েছে একাধিক বামনেতার। তাঁরাও এবার নিজের দলের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) দক্ষিণ-পশ্চিম আঞ্চলিক শাখার জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম। সাতপুরুষ ধরে তাঁর পরিবার সিপিআইএমের সক্রিয় কর্মী। কলেজ জীবনে তিনিও এসএফআইয়ের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, 'গাজা সহ একাধিক বিদেশি ইস্যুতে বামেরা যদি রাস্তায় নামতে পারেন, তাহলে যোগ্যদের নিয়ে তাঁদের কোনও স্পষ্ট বার্তা নেই কেন? চাইলেই বামপন্থী আইনজীবীরা আদালতে লড়ে যোগ্যদের দাবি ছিনিয়ে আনতে পারতেন। শুধুমাত্র তৃণমূল বিরোধী এজেন্ডা প্রমাণ করতে তাঁদের এমন

বিরূপ মন্তব্য।'

পূর্ব মেদিনীপুরের 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক অনিমেষ পাল বর্তমানে ডিওয়াইএফআইয়ের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। জেলার সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেও পরিচিত। আদ্যোপান্ত বামপন্থার আদর্শে চলা একজন শিক্ষক এখন নিজেই দলের এই পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্ট। তাঁর মত, এখনও পর্যন্ত চাকরিহারাদের নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছে না বামেরা।

চাকরিহারা শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তীর প্রশ্ন, 'যখন ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হল সেই সময় এবিটিএ সহ একাধিক বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন আমাদের হয়ে মিছিল করেছেন। অনেক বামনেতা আচার্য সদনের সামনে এসে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরবও হয়েছেন। তাহলে তাঁদের দলের একজন আইনজীবী কীভাবে যোগ্যদের সম্পর্কে বার বার অসম্মানজনক মন্তব্য করেন এবং আদালতে আমাদের নিয়ে বিরূপ কথা বলেন?'

যদিও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের পালটা উত্তর, 'আমি অবোধ কারোর কথায় উত্তর দেব না। আমার মূল দায়িত্ব মক্কেলদের স্বার্থে কাজ করা। যাঁরা মামলা করেছেন, তাঁরাও বঞ্চিত। এখন কেউ যদি মনে করেন, তাঁদের হয়ে সওয়াল করা ভুল হয়েছে, তাহলে তার উত্তর দেওয়ার দায় আমার নয়।' 'যোগ্য' চাকরিহারাদের কথায়, সিবিআই সহ একাধিক তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরেও বার বার এরকমভাবে জনসমক্ষে অপমানিত হতে হতে তাঁদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন 'যোগ্য বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এক্সপায়ারি প্যানেলে চাকরি পেয়েছেন। যোগ্যদের নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রামাণ্য তালিকা প্রকাশ হয়নি। তাহলে যোগ্যতার প্রমাণ কোথায়?' বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী 'যোগ্য' চাকরিহারাদের সমর্থনে আগেও সুর চড়িয়েছেন। তবে তিনি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই বিষয়ে নৌশাদের যুক্তি, 'কোন আইনজীবী কোন তথ্যের ভিত্তিতে কী বলছেন, সেটা আমি বলতে পারব না। তবে যোগ্যদের সপক্ষে লড়াই চলবে। যোগ্যদের সুরাহা দিক রাজ্য সরকার।' রাজনৈতিক মহলের মত, বাম নেতারাই যদি এভাবে বামেদের বিরুদ্ধে চলে যান, তাহলে রাজ্য সরকার বিরোধী চাকরিহারাদের আন্দোলন এভাবে ধীরে ধীরে বাম বিরোধী হয়ে পড়তে পারে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা রানবীর সিং - কে 31.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66L 86983 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই জয় আমাকে এমনভাবে শক্তি আর আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, যা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। আর্থিক নিরাপত্তা এবং আরও ভালোভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতার দিকে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। কোটিপতি হওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯২ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

আত্মসন্তুষ্টি

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল দেখে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব আশার আলো দেখতে শুরু করেছে। বিহারে মূলত বিজেপি-জেডিইউ-এলজেপি'র (রামবিলাস) এনডিএ ২৪৩ আসনের মধ্যে ২০২টি জিতেছে। এই জয়ের পিছনে নীতীশ কুমারের সুশাসনের ভাবমূর্তি, নির্বাচনের প্রাক্কালে দেড় কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে এককালীন দশ হাজার টাকা জমা ইত্যাদি যেমন আছে, তেমনই আছে বিহারজুড়ে মোদি-শা'র আগ্রাসী প্রচারের মতো অন্যান্য অনুঘটক।

বিহারে এনডিএ'র জয়জয়কারে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মুখে একটাই কথা, 'এবার লক্ষ্য বাংলা।' বাংলাকে ছয়টি জোনে ভাগ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বঙ্গজয়ের প্রাথমিক পরিকল্পনা নাকি চূড়ান্ত। বিভিন্ন রাজ্য শাখায় দলের সাধারণ সম্পাদকদের দায়িত্ব দেওয়ার কথাও ঠিক হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের সত্যিই কি মাথাব্যথা আছে?

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব কিন্তু কার্যত এখনও নির্বিকার, উদাসীন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার যাঁর যাঁর নিজের নিজের কর্মসূচিতে ব্যস্ত। একসঙ্গে সকলকে কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায় না।

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দলীয় নেতৃত্বের কাছে ব্রাত্য। তিনি তাঁর মতো মাঝেমধ্যে খড়্গপুরে কর্মসূচি নেন। আবার কখনো-সখনো চলে যাচ্ছেন মানালি কিংবা আন্দামানে। অথচ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন ইস্যুতে কলকাতা এবং জেলায় জেলায় নিয়মিত মিছিল-বিক্ষোভ কর্মসূচি করছে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপির ভূমিকা সেখানে যথেষ্ট নিষ্প্রভই মনে হয়।

শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি মনোনীত হয়েছেন পাঁচ মাস আগে। কিন্তু এখনও বাংলায় বিজেপির রাজ্য কমিটি তৈরি হয়নি। রাজ্য সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও শমীকের সেই কর্তৃত্ব, তৎপরতা, উদ্যম কি ততটা আছে, যতটা থাকা দরকার ছিল? রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর শমীকের প্রথম ভাষণ কিন্তু সব মহলে সমাদৃত হয়েছিল।

বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে রাজ্য শাখার লাইন যথেষ্ট অস্পষ্ট। শমীক আপাতভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষপাতী। শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু কট্টর মুসলিম-বিরোধী। মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে দলীয় অবস্থান নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে এমন মতান্তর তৃণমূল স্তরে কর্মী-সমর্থকদের মনে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সম্পর্কিত নানাবিধ আতঙ্কে রাজ্যে একের পর এক মৃত্যু ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। কাজের চাপে বিএলও-দের ব্রেনস্ট্রোক ও আত্মহত্যা ইত্যাদি দাবিও আছে। সব মিলিয়ে ৪৫ জনের মতো মানুষের প্রাণ গিয়েছে। এইসব ঘটনায় তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রীরা মৃতের শেষকৃত্যে হাজির হচ্ছেন। তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

বিজেপি নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো বিষয়টিকে তৃণমূলের মিথ্যাপ্রচার বলে প্রচার করে ক্ষান্ত থাকছেন। শমীক কিছুটা ব্যতিক্রমী পথে। এসআইআর-এ নানাবিধ সমস্যার জন্য তিনি সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের তীব্র সমালোচনা করছেন। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি কিছু না জেনে দিল্লিতে বসে বড় বড় কথা বলা উচিত নয় জ্ঞানেশের।

নদিয়ার বিএলও রিংকু তরফদারের দেহের পাশে উদ্ধার হওয়া নোটে তাঁর মৃত্যুর জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী বলে উল্লেখ করা আছে। এসব সমস্যা কার্যত এড়িয়ে থাকায় বঙ্গ বিজেপি-র ভূমিকা নিয়ে রাজ্যবাসীর মনে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে। উপরন্তু শুভেন্দুর কথায় কথায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ নাম বাদ পড়ার হুঁশিয়ারি কাউকে কাউকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলছে।

বাংলার সাধারণ মানুষ শুভেন্দুদের হম্বিতম্বি ভালো চোখে দেখছে না। বাংলায় কোনও কোনও পদ্ম নেতার ভূমিকা কিছুটা এরকমই। শুধু বিহারের ফলে বিজেপির আত্মসন্তুষ্টি শেষপর্যন্ত কোন পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়, তা এখন দেখার।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

বাতাস-বিষ দিচ্ছে মৃত্যুর হাতছানি

এই মুহূর্তে বায়ু দূষণ ভারতের অন্যতম বড় সংকট। গোটা দেশের কোনও অংশই এই বিপদের বাইরে নয়।

চিরঞ্জীব রায়

দিনকয়েক আগে দিল্লিতে হাঁটতে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। স্রেফ শ্বাস নেওয়ার 'দোষ'-এ! যে বাতাস ছাড়া মানুষের আয়ুর অস্তিত্বই নেই, সেই বাতাসই আজ প্রাণঘাতী, তীব্রভাবে বিষাক্ত। তাই এই ঘটনা ক্ষুদ্র হলেও হিমশৈলের চূড়ার মতো ভয়ংকর সংকেত— মৃত্যুঘণ্টার আগাম আওয়াজই যেন। প্রায় একশো চল্লিশ কোটি মানুষের এক বিরাট অংশ প্রতিদিন অনিবার্যভাবে বিষপান করছে— প্রতিটি শ্বাসে, প্রতিটি মুহূর্তে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) মতে, ২০২৫ সালে বায়ু দূষণই ভারতের সবচেয়ে মারাত্মক পরিবেশগত সংকট। দেশের কোনও অংশই এই বিপদের বাইরে নেই। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্স (AQLI)-এর সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট বলছে— ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই পিএম২.৫-এর মাত্রা হু-র নির্ধারিত প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রাম সীমা অতিক্রম করেছে। ভারতের গড় মাত্রা সেখানে ৪০-এর কাছাকাছি।

উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা— দিল্লি এবং সংলগ্ন শহরগুলি মিলিয়ে প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ— প্রতিদিন প্রতি ঘনমিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রাম বা তার বেশি পিএম২.৫ কণা শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছেন। মার্কিন এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির (ইপিএ) সংজ্ঞায় ০-৫০ একিউআই স্বাস্থ্যকর, ৫০-১০০ সহনযোগ্য; তার ওপরে মানেই বিপদ। সেই তুলনায় ভারতের অবস্থা উদ্বেগজনক।

২০২৪ সালে যে গড় একিউআই ছিল ১৩০-এর ঘরে, বর্তমান পরিস্থিতি তার থেকেও খারাপ। চলতি বছরের ২৭ নভেম্বরের পরিসংখ্যান বলে— খড় পোড়ানো, যানবাহনের ধোঁয়া, শীতের স্তব্ধ বাতাস এবং শিল্পজনিত দূষণে দেশের বহু বড় শহরেই পিএম২.৫ বারবার ৩০০ একিউআই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তত ২৫০-এরও বেশি শহর হু-র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রিপোর্টে ৩০টি সবচেয়ে দূষিত শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই ভারতের শহর— যার মধ্যে দিল্লিতে গড় একিউআই প্রায়শই ৩৫০-৩৮০ ছুঁয়েছে।

আমাদের রাজ্যের ছবিটাও খুব আলাদা নয়। তিলোত্তমা কলকাতা আজ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত মহানগরগুলির একটিতে পরিণত। বহুতল নির্মাণের ধুলো, যানবাহনের ধোঁয়া— সব মিলিয়ে শহরের একিউআই প্রায়ই ২০০-এর আশপাশে থাকে; নভেম্বরের শুরুতে তা ২৩২ ছুঁয়েছিল। বালি, বর্ধমান, হাওড়া, খড়্গপুর, তারকেশ্বর, হরিহরপাড়া— অনেক শহরেই একিউআই ২০০ পার। বহরমপুর, বালুরঘাট, বাঁকুড়া, হলদিয়া, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ— কোনও শহরেরই বাতাস নির্মল নয়। কারণ, ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়া, ফসলের গোড়া পোড়ানো, যানবাহন, কারখানা, খনি, তীব্র নির্মাণ-প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। সে তুলনায় উত্তরবঙ্গ খানিকটা ভালো। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ির একিউআই যথাক্রমে ৯৯, ৬৮, ৮৮ এবং ৭২। আর দার্জিলিং—অভিনন্দনযোগ্য ব্যতিক্রম। পাহাড়ি সেই শহরে একিউআই মাত্র ২২— প্রায় স্বর্গসুখ।

বায়ু দূষণ যে মৃত্যুদূত— এ উপলব্ধি দেরিতে হলেও এখন সবারই হচ্ছে। বাস্তব হল— শরীরে প্রবেশ করা পিএম২.৫ ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত করে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। অক্সিজেনের সরবরাহ কমে, প্রদাহ বাড়ে। অদৃশ্য এই বিষ ক্রমাগত বিপর্যস্ত করে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতা।

ভারতে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার অর্ধেক, সিওপিডি-র ৬৬ শতাংশ, হৃদরোগের ২৫ শতাংশ, ফুসফুস ক্যানসারের ৩০ শতাংশেরও বেশি এবং ডায়াবিটিসের একটি বড় অংশ— সবই বায়ু দূষণের সঙ্গে যুক্ত বলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-গবেষণা ইঙ্গিত দেয়। ২০০০ সালে যেখানে দূষণে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ, সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হচ্ছে তা এখন ২০ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছে। মৃত্যুহার প্রতি লক্ষে প্রায় ১৮৬। শিশুর চিন্তাশক্তি হ্রাস, নবজাতকের কম ওজন— সবই এই বিষ-বাতাসের দান।

শুধু স্বাস্থ্য নয়— আর্থিক ক্ষতিও বিপুল। অসুস্থতায় কর্মহানি, উৎপাদন ক্ষমতার পতন এবং চিকিৎসা খরচ মিলিয়ে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যয় হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রতিবছর প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বায়ু দূষণের শিকার হয়ে মারা যান। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা জানাচ্ছে— ২০১৬ থেকে ২০২১-এর মধ্যে রাজ্যের ২২টি জেলায় দীর্ঘদিন পিএম২.৫-এ আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ। তার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ মারা গিয়েছেন স্ট্রোকে, প্রায় ২৫ হাজার ফুসফুস ক্যানসারে। কলকাতায় গড় আয়ু কমছে প্রায় ছয় বছর।

তাহলে উপায়? আছে— তবে প্রয়োজন সদিচ্ছা ও কঠোর বাস্তবায়ন।

- ফসলের গোড়া পোড়ানো বন্ধ করতে হবে; রোটাভেটর বা বায়োমাস উৎপাদনকেন্দ্রের ব্যবহার বাড়ানো জরুরি।
- বাহন-দূষণ কমাতে বিএস-VI নিয়ম কার্যকর করতে হবে এবং জ্বালানিতে ভেজাল রুখতে হবে।
- ধোঁয়া পরীক্ষায় কঠোরতা, রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ বাড়ানো এবং সিএনজি-ইভি বাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি অপরিহার্য।
- কারখানায় কয়লার বদলে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- নির্মাণস্থলে ধুলো আটকাতে উইন্ড ব্রেকার, ওয়াটার স্প্রিংকলার এবং ডাস্ট-রিডাকশন প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- বাড়িতে ঘুঁটে-কয়লার বদলে এলপিজি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- এবং অবশ্যই— ব্যাপক বৃক্ষরোপণ।

কিন্তু 'করতে হবে' আর 'করা হবে'—এই দুয়ের মাঝেই বিরাট ফাঁক। রাজনৈতিক স্বার্থ, সামাজিক অভ্যাস, অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভেদ— সব মিলিয়ে দূষণ কমানোর সমাধান বলে দেওয়া সহজ, কার্যকর করা হাজারগুণ কঠিন। তাই প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ, এবং নাগরিকের সচেতন সদিচ্ছা। বস্তুত, আমরা নিজেরাই বহুদিন ধরে বিষপান করে চলেছি। বাতাসে সেই বিষ বাড়িয়েছি নিজেরাই। এই সত্যটি মাথায় রেখে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে না পারলে, আইন মেনে চলার ন্যূনতম চেষ্টাও না থাকলে— আমাদের আয়ু আরও কমবে। স্বাস্থ্য সম্পদ নয়, বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কুড়ুলটা অন্য কেউ নয়— আমরাই আমাদের পায়ে মারছি।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

দূষণের কবলে দিল্লি।

> **বালি, বর্ধমান, হাওড়া, খড়্গপুর, তারকেশ্বর, হরিহরপাড়া— অনেক শহরেই একিউআই ২০০ পার। বহরমপুর, বালুরঘাট, বাঁকুড়া, হলদিয়া, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ— কোনও শহরেরই বাতাস নির্মল নয়। কারণ, ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়া, ফসলের গোড়া পোড়ানো, যানবাহন, কারখানা, খনি, তীব্র নির্মাণ-প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। সে তুলনায় উত্তরবঙ্গ খানিকটা ভালো। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ির একিউআই যথাক্রমে ৯৯, ৬৮, ৮৮ এবং ৭২। আর দার্জিলিং— অভিনন্দনযোগ্য ব্যতিক্রম। পাহাড়ি সেই শহরে একিউআই মাত্র ২২— প্রায় স্বর্গসুখ।**

আজ

১৯৫৪

সমাজকর্মী মেধা পাটকরের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী উদিত নারায়ণ।

আলোচিত

তারকাদের ছবি মোবাইলে বন্দি করলেই নিজেকে সাংবাদিক বলা যায় না। তার জন্য পড়াশোনার প্রয়োজন। আমার বাবা সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু কারা এঁরা। নোংরা জামাকাপড় পরে চলে এসেছেন। এঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? হাতে একটা মোবাইল আছে মানেই কি সব করতে পারেন এঁরা?

-জয়া বচ্চন

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটে একটি এসইউভি পুকুরে পড়ে যায়। গাড়ির মধ্যে আটকে পড়েন একজন। এক জেলে ডিঙি নিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছোন। জীবন বাজি রেখে ডুবন্ত গাড়ির দরজা ভেঙে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। মুগ্ধ নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

ভারতীয়রা প্রতিভাবান, তাঁদের কাজে আমেরিকা উপকৃত হয়েছে। পডকাস্টে দাবি ধনকুবের এলন মাস্কের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া অভিবাসন নীতির জেরে একদিকে যখন অস্বস্তিতে সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা, তখন মাস্কের এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে শোরগোল ফেলেছে।

জনমন
জনমত

বন্দে মাতরম, জয়হিন্দ উচ্চারণ শালীনতাবিরোধী!

বন্দে মাতরম ও জয়হিন্দ স্লোগান আর সংসদে দেওয়া যাবে না- রাজ্যসভার এই সাম্প্রতিক নির্দেশে দেশজুড়ে আলোড়ন শুরু হয়েছে। সংবিধানের আঁতুড় সংসদই যদি এই তুঘলকি সিদ্ধান্তের শিকার হয়, তা যে আখেরে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকেই কালিমালিপ্ত করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রের শাসকদল ঘটা করে বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ পালন করেছে। শেষে তাকেই সংসদে ব্রাত্য করে তোলা হচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা আনন্দমঠের বন্দে মাতরম ধ্বনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জয়হিন্দ স্লোগান আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও ঐক্যবদ্ধতার চেতনাকে শক্তিশালী করেছে। তাকেই আজ শালীনতাবিরোধী তকমা দেওয়া হচ্ছে! এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়?

এমন বিধিনিষেধ চাপানোর অর্থ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা। মনে রাখতে হবে, আমরা ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিকদের জন্য স্বাধীনতা পাইনি, পেয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য। তাঁদের কথা ভেবে কেন্দ্রের শাসকদল এই হঠকারিতার পথ থেকে সরে আসুক সেটাই দেশবাসীর কামনা।

প্রদ্যুৎকুমার সেন
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

প্রত্যাহার করা উচিত

সম্প্রতি জানতে পারলাম, আগামী শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন জয়হিন্দ ও বন্দে মাতরম ধ্বনি দেওয়া যাবে না- এমনটা নাকি শালীনতাবিরোধী। এমন ফতোয়া গণতন্ত্রের প্রতি চরম আঘাত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সৃষ্ট জয়হিন্দ এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট বন্দে মাতরম কী করে শালীনতাবিরোধী হয় তা ভাবতে অবাক লাগে! এমন ভাবনাচিন্তা থাকলে শীঘ্রই তা প্রত্যাহার করা উচিত।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মূল মন্ত্র জয়হিন্দ ও বন্দে মাতরম আজও প্রত্যেক ভারতবাসীর মনকে উদ্বেলিত করে, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। ঈশ্বর সাময়িকভাবে উন্মাদ তথা বিভ্রান্তদের সুবুদ্ধি দিক।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

হাতি-রেল সংঘাত : এক গভীর সংকট

বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে রেলপথ স্থাপনের জেরে হাতি-রেল সংঘাত বাড়ছে। 'উন্নয়ন'-কে ঘিরে প্রশ্নও উঠছে।

সৌম্যজিৎ ঘোষ

উন্নয়ন ও প্রকৃতি- এই দুইয়ের টানাপোড়েন চিরন্তন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই টানাপোড়েন এমনভাবে তীব্র হয়েছে যে, তা সরাসরি হুমকি হয়ে উঠেছে মানুষ ও বন্যপ্রাণ- বিশেষত হাতির অস্তিত্বের উপর। বৃক্ষচ্ছেদন, নতুন রেললাইন, বিস্তীর্ণ চা বাগানের সম্প্রসারণ, দ্রুত বাড়তে থাকা মানব বসতি- এসবই হাতিদের ঐতিহ্যগত চলাচলের পথকে টেনে এনেছে এক গভীর সংকটে। মানুষের অগ্রগতির নামে প্রকৃতি তার ধারক প্রাণীদের হারাতে শুরু করেছে; বদলে প্রকৃতি নিজেও দেখাচ্ছে রোষ- যার উদাহরণ উত্তরবঙ্গের পুনঃপুন বন্যা বা জঙ্গলাঞ্চলজুড়ে বাড়তে থাকা অস্থিতিশীলতা।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল এক সময়ে ছিল হাতিদের স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল। কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ, যার ফলে বনভূমি খণ্ডিত হয়েছে এবং হাতির করিডরগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। দ্রুতগামী ট্রেন, পর্যবেক্ষণের অভাব, রেল-বন বিভাগ সমন্বয়ের ঘাটতি এবং মানুষের অসচেতনতা মিলিয়ে হাতি-রেল সংঘর্ষ আজ এক ভয়াবহ বাস্তবতা। ঘটনাগুলো 'দুর্ঘটনা' বলে চিহ্নিত করা হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলোর অনেকটাই প্রতিরোধযোগ্য ছিল- যদি পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার হত।

প্রশ্ন উঠছে, হাতিরা কোথায় যাবে? বনভূমির জায়গায় যখন চা বাগান, গ্রাম, শহরতলি তৈরি হয়, তখন হাতিরা বাধ্য হয় মানুষের দুনিয়ায় ঢুকে পড়তে। আর তখনই শুরু হয় সংঘর্ষ- ক্ষতি হয় মানুষ ও হাতি উভয়েরই। অনেক চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের কাছে হাতির উপস্থিতি ভয় ও আতঙ্কের কারণ, আবার হাতিদের কাছেও মানুষের বসতি সম্প্রসারণ এক অবিরাম বিপদ। অথচ মনে রাখা প্রয়োজন, হাতি প্রকৃতির সন্তান- জঙ্গলের বিবর্তন ও ভারসাম্যের এক অন্যতম ধারক। তাদের উপস্থিতি বনাঞ্চলের স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের প্রশ্নে অপরিহার্য।

এখানে ন্যায়বিচারের মাত্রা কেবল মানুষের আইনি কাঠামোর মধ্যে আটকে থাকে না। ভারতীয় সংবিধানের ৫১(গ) অনুচ্ছেদ নাগরিকদের প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতির কথা বলেছে, আর বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন হাতিকে দিয়েছে সর্বোচ্চ আইনগত সুরক্ষা। ফলে হাতিদের মৃত্যু প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফল হলে তা কেবল পরিবেশগত নয়, নৈতিক অপরাধও বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তদন্ত, দায় নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ- সবই অনিশ্চিত ও ধীর।

সমাধান কী? বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা- ল্যান্ডস্কেপ স্তরের সংরক্ষণ, করিডরের সুরক্ষা, থার্মাল ক্যামেরা ও সেন্সর প্রযুক্তির ব্যবহার, চালকদের সতর্কীকরণ, রাত্রিকালীন ট্রেনে গতিনিয়ন্ত্রণ এবং রেল-বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত কাজ। বড় প্রকল্পের আগে পরিবেশ-প্রভাব মূল্যায়নকে কঠোরভাবে মানা এবং হাতিদের স্বাভাবিক চলাচলের পথ পুনরুদ্ধারের দিকেও নজর দিতে হবে। উন্নয়নের পথে আমরা হাঁটবই- কিন্তু সহানুভূতি ভুললে চলবে না। কারণ মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরনির্ভর। হাতি শুধু একটি প্রাণী নয়, বনাঞ্চলের রক্ষাকবচ। আমরা যদি তাদের রক্ষা করতে না পারি, তবে প্রকৃতির ক্ষয় অনিবার্য হয়ে উঠবে- আর তার শাস্তি শেষপর্যন্ত মানুষকেই পেতে হবে।

(লেখক কোচবিহার কলেজের অধ্যাপক)

এআই

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। যে ব্যক্তি পূর্ব পরিচিত নন ৪। মসজিদে নমাজ পরিচালনা করেন ৫। এক ধরনের যুদ্ধবিমান ৭। সুজি দিয়ে তৈরি মিষ্টি খাবার ৮। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৯। আসবাব বা উপকরণ ১১। ধানের খড়ের স্তূপ ১৩। একটি সবজি, লাউ ১৪। সেচনালা ১৫। সোজা কথায় দাঁত।

উপর-নীচ : ১। উৎসাহের অভাব ২। নজরুল যাকে বলেছেন কান্ডারি ৩। তীরন্দাজি প্র্যাকটিস করার জন্য উঁচু মাটির ঢিপি ৬। বড় আকারের চিংড়ি মাছ ৯। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন ১০। বাদশার বসার আসন ১১। একটি তরল ধাতু ১২। আগুন জ্বালাতে লাগে, কাউকে উৎসাহিত করতেও ব্যবহৃত হয়।

সমাধান ■ ৪৩০৫

পাশাপাশি : ১। দন্তরুচি ৩। বৎস ৫। রজতগিরি ৭। কাজরি ৯। কড়কা ১১। মরাকটাল ১৪। তম্বুর ১৫। সিংহল।

উপর-নীচ : ১। দন্তালিকা ২। চিক্কুর ৩। বরাত ৪। সবরি ৬। গিদ্ধড় ৮। জম্বুরা ১০। কাকফল ১১। মদত ১২। কদর ১৩। লপসি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সক্রিয় সিম কার্ড ছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ অচল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : দেশের কোটি কোটি ইউজারদের প্রিয় মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহারের নিয়মে বড়সড়ো বদল আনছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং ডিজিটাল মাধ্যমের অপব্যবহার ঠেকাতে ভারত সরকার এবার হোয়াটসঅ্যাপ সহ রকমারি মেসেজিং অ্যাপগুলির জন্য কঠোর নিয়ম জারি করল। কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে কোনও ব্যবহারকারীকে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই একটি সক্রিয় সিম কার্ড যুক্ত করতে হবে। এই কড়া নিয়মের জেরে আমাদের ডিজিট্যাল জীবনের একটা বড় অংশ বদলে যেতে চলেছে। বর্তমানে সাইবার জগতে যেভাবে জালিয়াতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা ঠেকাতেই সরকার এবার হোয়াইসঅ্যাপ, টেলিগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিকে সরাসরি টেলিকম পরিষেবার আওতায় আনছে, যা সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে।

এই নিয়মের মূল উদ্দেশ্য হল, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিচয় যাচাইকরণ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। এতদিন ব্যবহারকারীরা একটি ফোন নম্বর ব্যবহার করে একবার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলে নিলে, পরে সেই সিম কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও ওয়াই-ফাই বা ডেটা সংযোগের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টটি চালু রাখতে পারতেন। অপরাধীরা প্রায়ই এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ভুয়ো বা সাময়িকভাবে কেনা সিম কার্ড ব্যবহার করে সাইবার অপরাধ করে থাকে।

কেন্দ্রের নিয়মে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে এখন পর্যায়ক্রমে যাচাই করতে হবে যে, গ্রাহকের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরটি সক্রিয় এবং বৈধ। যদি সিম কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বা অন্য কোনও ব্যবহারকারীকে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য প্ল্যাটফর্মটিকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই নিয়মের কারণে সাধারণ ব্যবহারকারীরাও কিছুটা প্রভাবিত হতে পারেন। যেমন, যদি কোনও ব্যবহারকারী দীর্ঘদিন বিদেশে থাকেন এবং তাঁর ভারতীয় সিম কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, অথবা যদি কেউ মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করেন, তাহলে নিষ্ক্রিয় সিমের সঙ্গে যুক্ত হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ব্যবহারকারীদের তাঁদের মেসেজিং অ্যাকাউন্টের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে নিবন্ধিত সিম কার্ডটি সক্রিয় রাখতে হবে। আজ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে অ্যাপগুলিকে এই সিস্টেম চালু করতে হবে। যদি আপনার রেজিস্টার সিম কার্ড ফোন থেকে খুলে নেওয়া বা সিম পাল্টে ফেলা হয়,তবে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ হয়ে যাবে। যাঁরা ওয়াইফাই নির্ভর ট্যাবলেট বা সেকেন্ডারি ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতেন তাঁদের কাছে বড় ধাক্কা।

অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যাবহার করেন। এবার সেখানেও কড়াকড়ি। নয়া নিয়ম বলছে, আপনার ডেস্কটপ প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর স্বয়ংক্রীয়ভাবে লগআউট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ফের কিউআর কোড স্ক্যান করে ডিভাইসের সঙ্গে ফোনকে লিঙ্ক করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত ডিজিটাল নিরাপত্তাবিধি তথা টেলিকম সুরক্ষা সংশোধনের অংশ হিসেবে এসেছে। এর ফলে আর্থিক জালিয়াতি, ম্যালওয়্যার এবং পরিচয় গোপন রেখে করা স্প্যাম বা রাজনৈতিক অপপ্রচার চালানো উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নতুন নীতি সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীদের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

নিয়ম জারি কেন্দ্রের

- ব্যবহারকারীকে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে অবশ্যই একটি সক্রিয় সিম কার্ড যুক্ত করতে হবে
- মেসেজিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে এখন পর্যায়ক্রমে যাচাই করতে হবে যে, গ্রাহকের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরটি সক্রিয় এবং বৈধ
- যদি সিম কার্ডটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বা অন্য কোনও ব্যবহারকারীকে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মকে পদক্ষেপ নিতে হবে
- ব্যবহারকারীদের তাঁদের মেসেজিং অ্যাকাউন্টের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে নিবন্ধিত সিম কার্ডটি সক্রিয় রাখতে হবে।

আজ শুরু শীতকালীন অধিবেশন

এসআইআর, নিরাপত্তা ও দূষণ নিয়ে আলোচনা দাবি বিরোধীদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে রবিবার কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধী দলগুলি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর), দিল্লির বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে জাতীয় নিরাপত্তা, বায়ুদূষণ সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের তরফে বিরোধীদের কাছে অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে চালানোর আবেদন করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। হাজির ছিলেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং বিজেপি সভাপতি ও বিজেপির রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা। অপরদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের গৌরব গগৈ, সিপিএমের জন ব্রিট্টাস প্রমুখ হাজির ছিলেন।

আসন্ন অধিবেশনে পারমাণবিক শক্তি বিল, উচ্চশিক্ষা বিল, বিমা আইন সংশোধনী বিলের মতো মোট ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনার চিন্তাভাবনা রয়েছে সরকারের। এদিন বিরোধীদের কাছে অধিবেশন নির্বিঘ্নে চালানোর আবেদন জানিয়ে রিজিজু বলেন, 'সংসদে গঠনমূলক ও বাধাহীন বিতর্ক হওয়া উচিত। আশা করি সবাই ঠান্ডা মাথায় কাজ করবেন ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এড়িয়ে চলবেন। বিতর্ক সংসদের অংশ। আমি আশা করি, কোনও বিশৃঙ্খলা হবে না।'

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যেহেতু সব বিরোধী দল এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়েছে, আশা করি সরকার এসআইআর নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। এ বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া উচিত।' জানা গিয়েছে, বৈঠকে তৃণমূলের তরফে মনরেগা সহ রাজ্যের বকেয়া নিয়েও আলোচনার দাবি জানানো হয়েছে। লোকসভার উপ-দলনেতা গৌরব গগৈ অভিযোগ করেন, 'সরকার সংসদের ঐতিহ্য নষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। শীতকালীন অধিবেশন মাত্র ১৯ দিনের, যার মধ্যে কার্যত ১৫ দিনে আলোচনা সম্ভব। এটি হয়তো সংসদের ইতিহাসে সবচেয়ে ছোট শীতকালীন অধিবেশন হতে চলেছে। উপরন্তু অধিবেশন ডাকতেও দেরি করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট, সরকারই সংসদকে বিপথে নিয়ে যেতে চাইছে।'

এদিকে শীতকালীন অধিবেশনের আগে হওয়া প্রথম বিএসি মিটিংয়েও বিরোধীরা দাবি জানিয়েছে যে কোনভাবেই হোক এসআইআর নিয়ে আলোচনা করতেই হবে সরকারকে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের পৌরহিত্যে রাজ্যসভার প্রথম বিএসি বৈঠক হয়। এদিকে লোকসভার বিএসিতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রতিনিধিত্ব করে কাকলি ঘোষ দস্তিদারও রাজ্যের বকেয়া এবং এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

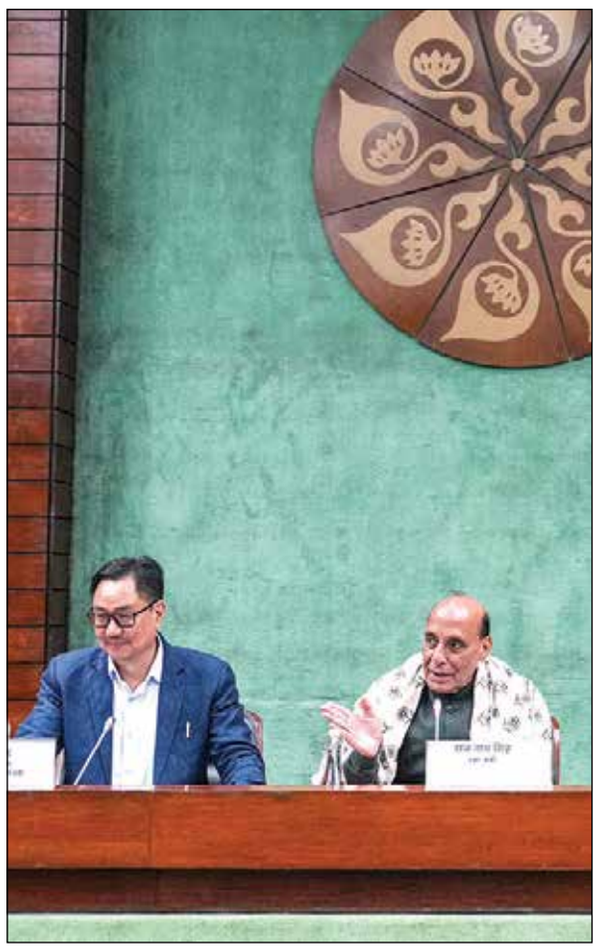

> সংসদে গঠনমূলক ও বাধাহীন বিতর্ক হওয়া উচিত। আশা করি সবাই ঠান্ডা মাথায় কাজ করবেন ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এড়িয়ে চলবেন। বিতর্ক সংসদের অংশ। আমি আশা করি, কোনও বিশৃঙ্খলা হবে না।
> **কিরেন রিজিজু**

.....

> সরকার সংসদের ঐতিহ্য নষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। শীতকালীন অধিবেশন মাত্র ১৯ দিনের, যার মধ্যে কার্যত ১৫ দিনে আলোচনা সম্ভব। এটি হয়তো সংসদের ইতিহাসে সবচেয়ে ছোট শীতকালীন অধিবেশন হতে চলেছে।
> **গৌরব গগৈ**

.....

> সব বিরোধী দল এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়েছে, আশা করি সরকার এসআইআর নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। এ বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া উচিত।
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

রাগা-সোনিয়ার বিরুদ্ধে নয়া এফআইআর

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : অস্বস্তি পিছু ছাড়ছে না লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে এবার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে নতুন একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অসৎভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে সোনিয়া-রাহুল সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে।

ইডি-র হেডকোয়ার্টার্স ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শিবকুমার গুপ্তার থেকে বিস্তারিত অভিযোগ পেয়ে দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখা সোনিয়াদের বিরুদ্ধে নতুন এফআইআরটি দায়ের করেছে। ৩ অক্টোবর ওই এফআইআরটি দায়ের হয়। ওই এফআইআরে সোনিয়া, রাহুলের পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদারও নাম রয়েছে। রয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (এজেএল), ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং ডটেক্স মার্কেনডাইস প্রাইভেট লিমিটেডেরও নাম।

এফআইআরের প্রতিবাদে রবিবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মোদি-শা লাগাতার হেনস্তা, ভয় দেখানো এবং প্রতিহিংসার কদর্য রাজনীতি জারি রেখেছেন। যাঁরা ভয় দেখাচ্ছেন, তাঁরাই আসলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ও ভয় পাচ্ছেন। ন্যাশনাল হেরাল্ড একটি ফালতু মামলা। ন্যায়বিচার হবেই। সত্যমেব জয়তে।' অপরদিকে বিজেপির শেহজাদ পুনাওয়ালার তোপ, 'কংগ্রেসের ফার্স্ট ফ্যামিলি সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবার। তাঁরা দুর্নীতি করেন আর মনে করেন যে তাঁরা সঠিক কাজই করেছেন। কংগ্রেসের অর্থ হল আই নিড করাপশন এবং আই নিড চোরি।' এর আগে এপ্রিলে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে ইডি চার্জশিট দায়ের করা হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কায় অপারেশন সাগর বন্ধুতে উদ্ধারকাজে এনডিআরএফ। রবিবার।

বিকশিত ভারতের চালিকাশক্তি জেন জেড মোদি

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১২৮ তম পর্বে দেশের যুব সমাজকে বিকশিত ভারতের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। রবিবার তিনি বলেন, 'যদি মনে সংকল্প থাকে, একতার শক্তিতে বিশ্বাস থাকে এবং পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়ানোর সাহস থাকে, তবে কঠিন সময়েও সাফল্য নিশ্চিত।'

প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে ইসরোর একটি ড্রোন প্রতিযোগিতার ভাইরাল ভিডিওর কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এই প্রতিযোগিতায় দেশের তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে জেন জেড সদস্যরা মঙ্গলগ্রহের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে জিপিএস-এর সাহায্য ছাড়া ড্রোন ওড়ানোর চেষ্টা করছিল। পুনের একদল তরুণের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করে মোদি বলেন, 'বহুবার ব্যর্থ হওয়ার পরও তারা হাল ছাড়েনি এবং অবশেষে ড্রোনটিকে উড়িয়ে সফলতা অর্জন করে।' তাঁর মতে, এই হার না মানা মনোভাব ভারতীয় যুবশক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয়।

এই সময় প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রযান-২ মিশনের ব্যর্থতা এবং সেখান থেকে চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের গল্প লেখার কথা স্মরণ করেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতির অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর জোর দেন। তিনি 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তির কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন। একই সঙ্গে 'ভোকাল ফর লোকাল' নীতির গুরুত্ব তুলে ধরে স্বদেশি পণ্য কেনার আহ্বান জানান। মহাকাশ গবেষণায় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন মোদি। তিনি বেসরকারি সংস্থা স্কাইরুটের 'ইনফিনিটি ক্যাম্পাস'-এর উদাহরণ টেনে মহাকাশ ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের কথা বলেন।

লালুর ঠিকানা

পাটনা, ৩০ নভেম্বর : বাংলো বিতর্কের মধ্যেই নতুন ঠিকানায় উঠে যাচ্ছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর পরিবার। পাটনার দানাপুর ব্লকের মহুয়াবাগের ওই নির্মীয়মান বাড়ির কাজ দেখতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ওই বাড়িটি নির্মাণের দায়িত্বে যে বিল্ডার রয়েছেন, তাঁকে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন লালু। গত ২০ বছর ধরে পাটনার ১০ নম্বর সার্কুলার রোডের বাড়িতে বাস করছেন লালু ও তাঁর পরিবার। সম্প্রতি লালুর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীকে ওই বাড়িটি ছেড়ে দিতে বলে নোটিশ পাঠায় রাজ্য সরকার। বিধান পরিষদের বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে রাবড়ি দেবীকে দেড় কিলোমিটার দূরে ৩৯ নম্বর হার্ডিঞ্জ রোডের বাংলোটি বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকারের ওই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আরজেডির তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রাবড়ি দেবী বা তাঁর পরিবার কিছুতেই সার্কুলার রোডের বাড়িটি ছাড়বেন না। মহুয়াবাগের বাড়ির দরজা আর সবার জন্য খোলা থাকবে না বলে জানা গিয়েছে।

আরব সাগরে আজব জলযান। রবিবার মুম্বইয়ের জুহুর সমুদ্রসৈকতে।

খালেদার পাশে শরিফ

ঢাকা, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক নজিরবিহীন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলেছে, যা সাবেক দুই প্রধান নেত্রীর নিষ্ক্রিয়তা এবং নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের কারণে তৈরি হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে নির্বাসনে আছেন। মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ। বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা কম। রবিবার খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনা করে চিঠি লিখেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি লিখেছেন, 'আপনার অসুস্থতার খবর শুনে উদ্বেগে রয়েছি। পাক জনতা, সরকার এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।' বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যেন কোনও ঘাটতি না থাকে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দিতে সরকার প্রস্তুত।'

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা বিএনপি-কে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এক গভীর নেতৃত্বের সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। দেশে দুই নেত্রীর শূন্যতার সুযোগে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে সংস্কারের কাজ করছে। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক শক্তিগুলি তাদের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করেছে।

তামিলনাড়ুতে মৃত ৩

চেন্নাই ও কলম্বো, ৩০ নভেম্বর : ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া ভারত এবং প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। প্রথমে শ্রীলঙ্কায় তাণ্ডব চালানোর পর ঘূর্ণিঝড়টি ভারতের উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়েছে, যার ফলে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে জারি হয়েছে চরম সতর্কতা। যদিও এদিন সকালে আবহাওয়া দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারতে দিতওয়ার ল্যান্ডফল হবে না। ঘূর্ণিঝড় তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূলের গা-ঘেঁষে সমুদ্রের অংশ দিয়ে এগোতে থাকবে।

শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। সরকারিভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারী বর্ষণ, বন্যা এবং ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন প্রায় ১৫০ জন। দেশজুড়ে প্রায় ৭৮ হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়ে আশ্রয় শিবিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং ১৫ হাজারেরও বেশি বাড়ি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বহু জায়গায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দ্রুত করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট অনুরা দিশানায়েকে শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া বহু ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করছে।

দিতওয়ার প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর উত্তাল হয়ে উঠেছে। তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে অতিভারী বৃষ্টিপাতের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুসারে, তামিলনাড়ুতে বৃষ্টি ও দেওয়াল ধসে এ পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৫৭,০০০ হেক্টর কৃষিজমি বন্যার জলে ডুবে গিয়েছে। নাগাপট্টিনম, তিরুভারুর এবং মায়িলাদুথুরাই-এর মতো বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষকরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। ১৪৯টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে। ২৩৪টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং কৃষকদের জন্য জরুরি সরকারি সহায়তা ঘোষণা করেছে।

দুই বাসের সংঘর্ষে মৃত ১০

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর : তামিলনাড়ুতে দুই সরকারি বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত দশজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৪০। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার শিবগঙ্গা জেলার তিরুপাথুরে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি শিবগঙ্গার কুম্মানগুড়ির কাছে ঘটে। তামিলনাড়ু রাজ্য পরিবহণ কর্পোরেশনের ২টি বাস দ্রুত গতিতে বিপরীত দিক থেকে আসছিল। একটি বাস কারাইকুডি এবং অন্যটি মাদুরাইয়ের দিকে যাচ্ছিল। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে বাসের সামনের অংশগুলি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, দমকল ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং উদ্ধারকাজে হাত লাগান। কয়েকজন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে তামিলনাড়ু সরকার নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র গণবিবাহের পাত্র

ভোপাল, ৩০ নভেম্বর : ভিআইপিদের বিয়ে মানে বিলাসবহুল, চোখধাঁধানো ব্যাপার। বছর দেড়েক আগে ছেলের বিয়ের সময় আয়োজনের বহর দেখিয়েছেন মুকেশ আম্বানি। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব উলটো পথে হাঁটলেন। ছোট ছেলে অভিমন্যু যাদবকে গণবিবাহে শামিল করে বিয়ের ধারণা বদলে দিলেন।

রবিবার উজ্জয়িনীতে গণবিবাহের আসরে নতুন জীবন শুরু করলেন অভিমন্যু। কনে ডা. ইশিতা যাদব। উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর তীরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিমন্যু-ইশিতা ছাড়াও গাঁটছড়া বাঁধলেন আরও ২১ যুগল।

মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বিয়ের আগে বাগদান পর্ব হয়েছে সাধারণভাবে। অনুষ্ঠানে ভাবী বর ও কনে এসেছিলেন গোরুরগাড়িতে চড়ে। এদিন এক দুর্দান্ত দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ঐতিহাসিক শহর উজ্জয়িনী। বরেরা ইম্পেরিয়াল হোটেল থেকে ঘোড়ায় চড়ে এলেন সানওয়াড়া খেরিতে। কনেরা সাজানো গাড়িতে। তাঁদের সঙ্গে এলেন একঝাঁক নৃত্যরত তরুণী, মহিলা। ব্যান্ডের তালে নাচতে নাচতে এলেন তাঁরা। ছাদনাতলায় তখন এক রঙিন উষ্ণতা।

গণবিবাহ অনুষ্ঠানের উদযাপন শুরু হয় শুক্রবার। গীতা কলোনিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পুজোর মাধ্যমে। রবিবার বিবাহের মাঙ্গলিক উপচারের পর রিসেপশন হল অর্থব হোটেলে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ থেকে নীতীশ কুমার, রেখা গুপ্তা, মোহনচরণ মাঝি, ভজনলাল শর্মা সহ ১১ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আট রাজ্যের রাজ্যপালের উপস্থিতিতে জমজমাট বিয়ের আসর। আমন্ত্রণপত্রটিতেও চমক। তাতে আমন্ত্রিতদের উপহার না আনার অনুরোধ।

ভোটের মাঠে 'হিটলার' ম্যাজিক

উইন্ডহোক, ৩০ নভেম্বর : নাৎসি নেতার নামেই ভোট জয়! শুনে চমকে গেলেন? এটাই এখন নামিবিয়ার হট টপিক। এক সময়ের জামানির কলোনি এই দেশে এক রাজনীতিকের নাম— অ্যাডল্ফ হিটলার উনোনা! হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন, হিটলার! এই নাম নিয়েই তিনি ভোটে একের পর এক গোল দিচ্ছেন।

অ্যাডল্ফ হিটলার উনোনা নামিবিয়ার ওম্পুন্ডজা আসনের জনপ্রতিনিধি। ২০০৪ সাল থেকে তিনি তাঁর আসনটি ধরে রেখেছেন, যা প্রমাণ করে নামের বিতর্ক সত্ত্বেও তিনি এলাকায় অসম্ভব জনপ্রিয়। তাঁর দল, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশন। ৫৯ বছর বয়সি এই নেতা এর আগে ২০২০ সালের নির্বাচনে ৮৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন— ভাবা যায়! এই জয়ের পর স্থানীয় দৈনিক দ্য নামিবিয়ান-কে তিনি জানিয়েছিলেন, নামের কুখ্যাত সংযোগ থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতে চান।

নামের জন্য তাঁকে কম ভোগান্তি পোহাতে হয় না! আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় নাম উঠলেই বিতর্ক শুরু। তবে হিটলার উনোনা সোজাসাপটা বলছেন, 'বাবা এই নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমি জামানির অ্যাডল্ফ হিটলারের মতো মানুষ বা তাঁর চরিত্র বহন করি।'

জার্মান সংবাদপত্র বিল্ড-কে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, তাঁর বাবা হয়তো নাৎসি নেতাটির আসল রূপ জানতেন না। ছোটবেলায় এই নাম তাঁর কাছে ছিল একদম স্বাভাবিক। বড় হয়ে যখন ইতিহাসের সেই ভয়ংকর অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি বোঝেন আসল ব্যাপারটা। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি! তাঁর কথায়, 'আমার সব সরকারি নথিতে এই নাম, এখন বদলানোর সময় নেই।'

নামিবিয়া একসময় জামানির দখলে ছিল, তাই অ্যাডল্ফের মতো নাম সেখানে এখনও চলে। অবশ্য উনোনা লোকসমাজে সাধারণত 'হিটলার' শব্দটি এড়িয়ে শুধু অ্যাডল্ফ নামেই পরিচয় দেন। তবে পাঁচবারের জয়ী এই নেতা আবারও প্রমাণ করলেন, নাম যাই হোক না কেন, স্থানীয় মানুষের মন জিততে পারলে জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া হয়।

গর্ভাবস্থায় জন্ডিস

গর্ভাবস্থায় জন্ডিস হলে তা অনেকসময় মারাত্মক জটিলতা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসে জন্ডিস খুব বিপজ্জনক। তাই গর্ভাবস্থায় জন্ডিস এড়াতে সচেতনতা জরুরি। লিখেছেন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার **ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য**

সাধারণত রক্তে বিলিরুবিনের স্বাভাবিক মাত্রা ০.২-০.৮ মিলিগ্রাম। গায়ের চামড়ার রং হলুদ হয়ে যাওয়া, চোখের স্ক্লেরা কনজাংটাইভা এবং মিউকাস মেমব্রেন হলুদ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে যদি বিলিরুবিনের মাত্রা ১.২ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারের বেশি হয় তখন তাকে গর্ভাবস্থায় জন্ডিস বলব। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, প্রতি হাজার গর্ভবতী মহিলার মধ্যে এক থেকে চারজন জন্ডিসে ভুগে থাকেন।

কারণ

গর্ভাবস্থায় জন্ডিসের কারণ সরাসরি গর্ভাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। যেমন, ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেস্ট্যাসিস, অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার, হেলপ সিনড্রোম, হাইপার এমেসিস গ্রেভিডেরাম গর্ভাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার ভাইরাল হেপাটাইটিস কিন্তু গর্ভাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

জন্ডিসের কারণের মধ্যে রয়েছে, ভাইরাল হেপাটাইটিস-এ, ই এবং জি, গলস্টোন, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, হিমোলাইসিস, ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেস্ট্যাসিস, হেলপ সিনড্রোম, অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার, গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত বমি এবং সিরোসিস।

উপসর্গ

গায়ের চামড়া, চোখের স্ক্লেরা, কনজাংটিভাইটিস এবং মিউকাস মেমব্রেন হলুদ হয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি, পেটে ব্যথা, প্রস্রাব হলুদ হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি, দুর্বলতা, খাবারে অরুচি, ওজন কমে যাওয়া এবং চুলকানি।

রোগ নির্ণয়

রোগীর উপসর্গ এবং লক্ষণ দেখে চিকিৎসক রক্ত পরীক্ষা বিশেষত সিবিসি লিভার ফাংশন টেস্ট, প্লেটলেট কাউন্ট করাতে বলেন। ইউরিন টেস্ট করে ইউরিনে অ্যালবুমিন সুগার বাইল পিগমেন্ট আছে কি না দেখা হয়। সিরাম ভাইরাল মার্কারিগুলো নির্ণয় করা হয়। এছাড়া ইউএসজি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমআরআই করার দরকার হতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

- এ সময়ে বাইরের খাবার, আঢাকা ও দূষিত খাবার খাওয়া চলবে না।
- সময়ে হেপাটাইটিসের টিকা নিতে হবে।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, জল নিয়মিত দুই থেকে তিন লিটার খেতে হবে।
- নিয়মিত অ্যান্টিনেটাল চেকআপ করতে হবে, প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- খাবার খাওয়ার আগে হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে।
- তেল-মশলাদার, চর্বি জাতীয় ও ভাজা খাবার খাওয়া চলবে না।
- রক্ত পরীক্ষার সময় ও রক্তদানের সময় জীবাণুমুক্ত করা সূচ ব্যবহার করতে হবে।
- ডাক্তারবাবুর পরামর্শে ফলিক অ্যাসিড বড়ি খেতে হবে।
- খাদ্যতালিকায় নিয়মিত ফলমূল ও সবুজ শাকসবজি রাখতে হবে।

চিকিৎসা

রোগীকে বিশ্রামে থাকতে হয়। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার, গ্লুকোজ জল, ফলের রস, মুখে খেতে না পারলে প্রয়োজনে ১০ শতাংশ ডেক্সট্রোজ স্যালাইন, নিয়মিত রক্তপরীক্ষা, পটাশিয়াম গ্লুকোজ এবং ক্যালসিয়ামের মাত্রা নির্ণয় করা দরকার।

প্রসবের সময় হেপাটোটক্সিক ড্রাগ এড়িয়ে চলা উচিত। ইনজেকশন ভিটামিন-কে এবং অক্সিটোসিন ব্যবহার করতে হয় এবং এসময় একজন লিভার বিশেষজ্ঞর তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত।

কতটা বিপদ

মা ও শিশু উভয়ের ক্ষেত্রে জন্ডিস সমস্যা তৈরি করতে পারে। যেমন মায়ের ক্ষেত্রে লিভারের ক্ষতি এবং লিভার ফেলিওর হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অনেকের স্নায়বিক সমস্যা হতে পারে, কিডনির ক্ষতি হতে পারে। কারও কারও রক্তক্ষরণ হতে পারে। এছাড়া সিজারিয়ান সেকশনের পরিমাণ বাড়ে। প্রসবের আগে এবং প্রসবের পরে রক্তপাত হতে পারে।

অন্যদিকে, শিশুর ক্ষেত্রে সময়ের আগে জন্ম বা কম ওজনের শিশুর জন্ম, গর্ভপাত, নবজাতকের জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনা, গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু এবং নবজাতকের সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কী খাবেন

এই সময় পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খাওয়া জরুরি। ফলের মধ্যে আপেল, কমলালেবু ও তরমুজ খেতে পারেন। সবজির মধ্যে পালংশাক, গাজর, বিট খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া কমলালেবুর রস খেতে পারেন। আখের রস খুব উপকারী। ভুট্টা, ওটস ও অন্যান্য গোটা শস্য লিভারের জন্য খুব উপকারী।

কী খাবেন না

চর্বি জাতীয় খাবার, ভাজাভুজি, অতিরিক্ত তেল-মশলাদার খাবার, বেশি চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার, অতিরিক্ত লবণযুক্ত, প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড, কাঁচা লবণ, রেড মিট ও অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাবার খাবেন না। মদ্যপান এড়িয়ে চলুন।

খিঁচুনি পাঁচ মিনিটের বেশি হলে সতর্ক হোন

মৃগী একটি সাধারণ স্নায়বিক রোগ, যা সারাবিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে। এটি কোনও মনোরোগ নয়, কোনও অভিশাপও নয়, বরং এটি মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার একটি অসামঞ্জস্য, যা সঠিক চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। লিখেছেন কোচবিহারের ডাঃ পিকে সাহা হাসপাতালের সিনিয়ার কনসালট্যান্ট (নিউরোঅ্যানাস্থিশিয়া) **ডাঃ কৌস্তভ দত্ত**

মৃগী বোঝার জন্য প্রথমে খিঁচুনি কী তা বুঝতে হবে। আমাদের মস্তিষ্কে বিলিয়ন বিলিয়ন সেল বা কোষ একে-অপরের সঙ্গে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। সহজভাবে বললে, খিঁচুনি হল হঠাৎ এবং সাময়িক 'বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট', যা এই স্বাভাবিক যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটায়। এই অল্প সময়ের 'ঝড়'-ই সাময়িকভাবে চেতনা হারানো, দৃষ্টি লোপ বা অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়ার কারণ হয়। অন্যদিকে, মৃগী এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি অবস্থা, যেখানে রোগীর মধ্যে এমন অনিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক ঝড় (খিঁচুনি) বারবার ঘটার প্রবণতা থাকে।

প্রাথমিক সংকেত : 'অরা' চিনুন

সব খিঁচুনি হঠাৎ করে হয় না। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে খিঁচুনি শুরু হয় 'অরা' নামের একটি অনুভূতি দিয়ে।

অরা আসলে খিঁচুনির প্রাথমিক ধাপ, যা তখনও সীমিত অংশে থাকে। এটি চিনতে পারা নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যা লক্ষ করবেন

অরা হতে পারে হঠাৎ পেটে একধরনের ওঠানামার অনুভূতি, তীব্র ভয় বা আগেও এই জায়গায় ছিলাম এমন অনুভূতি, পোড়া রাবারের মতো অদ্ভুত গন্ধ বা চোখের সামনে আলোর ঝলক দেখা।

কী করতে হবে

যদি রোগী বুঝতে পারেন যে তাঁর অরা শুরু হয়েছে, তাহলে তিনি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং দ্রুত নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারেন বিশেষ করে আগুন, জল বা উঁচু জায়গা থেকে দূরে।

চিকিৎসা

উন্নত এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগে জটিলতম মৃগী রোগীরও চিকিৎসা করা সম্ভব। যাঁদের খিঁচুনি অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী— যেমন, রিফ্র্যাক্টরি স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস (আরএসই) অর্থাৎ এমন খিঁচুনি যা ৩০ মিনিটেরও বেশি স্থায়ী হয় বা একের পর এক খিঁচুনি হয়। কিন্তু রোগী পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেন না এবং সাধারণ ওষুধেও কাজ হয় না। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এমন রোগী জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা পান। প্রয়োজনে অ্যানাস্থেটিক ওষুধের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে সম্পূর্ণ খিঁচুনি দমন করা হয়, যাতে মস্তিষ্কের ক্ষতি বন্ধ করা যায়। এই অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়াটি নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞ টিমের সহায়তায় সম্পন্ন হয়।

ওষুধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ

অ্যান্টি-সিজার মেডিকেশন (এএসএম) বা খিঁচুনি প্রতিরোধক ওষুধের মাধ্যমে অধিকাংশ রোগীর খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এইসব ওষুধ মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ চলাচল স্বাভাবিক রাখে, যাতে নতুন বিদ্যুৎ চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওষুধ সঠিকভাবে খাওয়া। একটি ডোজ বাদ পড়লে রক্তে ওষুধের মাত্রা নেমে যেতে পারে। তখন হঠাৎ তীব্র খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ে ওষুধ খাওয়া সবচেয়ে ভালো প্রতিরক্ষা।

যেসব নিয়ম মেনে চলবেন

- একা কখনও সাঁতার কাটবেন না। পাশে এমন কেউ থাকবেন যিনি খিঁচুনির সময় কীভাবে সাহায্য করতে হয় জানেন।
- একা রান্না করবেন না, বিশেষ করে খোলা আগুনে বা ডিপ ফ্রাই করার সময়। হিটার বা গরম তরল থেকে সতর্ক থাকুন।
- ঘুমের অভাব খিঁচুনি বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই নিয়মিত পর্যাপ্ত সময় ঘুমোন।

খিঁচুনি হলে কী করবেন

- **সময় দেখুন :** খিঁচুনি ৫ মিনিটের বেশি চললে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স ডাকুন।
- **চারপাশ পরিষ্কার রাখুন :** ধারালো বা শক্ত জিনিস সরিয়ে ফেলুন।
- **মাথার নীচে নরম কিছু দিন :** যাতে আঘাত না লাগে।
- খিঁচুনি থামার পর রোগীকে পাশ ফেরান যাতে শ্বাসনালি অবরুদ্ধ না থাকে।

কী করবেন না

- মুখে কিছু ঢোকাবেন না। সিনেমায় যা দেখানো হয়, তা সম্পূর্ণ ভুল।
- জোর করে ধরে রাখবেন না।

কোন বাদামে কী উপকার

স্ন্যাকস হিসেবে বাদাম খেতে কে না পছন্দ করেন! প্রোটিন, ভিটামিন ও বিভিন্নরকম খনিজে সমৃদ্ধ বাদাম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, কিন্তু তাই বলে মুঠো মুঠো বাদাম খেলেই যে পুষ্টি হবে তা কিন্তু নয়। দেখে নেওয়া যাক, কোন বাদামে কী পুষ্টি রয়েছে।

কাজুবাদাম

কাজুবাদামে থাকা আয়রন মহিলাদের জন্য বেশ ভালো। এছাড়া কাজুবাদামে জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, সেলেনিয়াম থাকে যা হাড়ের স্বাস্থ্য, হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়। সেইসঙ্গে এতে থাকা মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে এবং ট্রিপটোফ্যান সেরোটোনিন উৎপাদনে ও মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করে।

কাঠবাদাম

কাঠবাদামে রয়েছে ভিটামিন-ই, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ কাঠবাদাম হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া এতে থাকা ফেনোলিক অ্যাসিড খিদে নিয়ন্ত্রণ ও ওজন কমাতে সহায়ক।

চিনাবাদাম

চিনাবাদামে প্রোটিন, ফাইবার, স্বাস্থ্যকর চর্বি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সহ অসংখ্য ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে। চিনাবাদামে ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। এছাড়া এটি কোএনজাইমের ভালো উৎস। চিনাবাদামে রেসভেরাট্রল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিয়মিত চিনাবাদাম খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা ও ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আখরোট

আখরোট ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। আখরোটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। আখরোট ভিটামিন-ই, ফলিক অ্যাসিড, ম্যাঙ্গানিজ ও বায়োটিনের ভালো উৎস।

পেস্তা

পেস্তায় ফাইবার ও প্রোটিন বেশি থাকে যা হজমে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পেস্তা ভিটামিন-বি৬, কপার, ম্যাঙ্গানিজের ভালো উৎস। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, কোলেস্টেরল কমানো ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পেস্তায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

বাদাম কতটুকু খাবেন

ওজন বেশি হলে, পেটের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক বা আইবিএস থাকলে বেশি বাদাম না খাওয়াই ভালো। পিত্তথলিতে সমস্যা থাকলে বেশি বাদাম খাওয়া যাবে না। অ্যালার্জি বা শ্বাসকষ্ট আছে যাঁদের, তাঁরা বেশি বাদাম খাবেন না। যাঁরা নির্দিষ্ট রোগের ওষুধ খান, বিশেষ করে থাইরয়েড রোগীরা বাদাম খাবেন ওষুধ খাওয়ার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে বা পরে। বাদামের সঙ্গে লবণ যোগ করে খাওয়া উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য খারাপ। দিনে তিন থেকে চারটির বেশি বাদাম না খাওয়াই ভালো। বাদাম ভিজিয়ে খেলে বেশি উপকার। কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে তবেই পুষ্টি পাওয়া যায়।

ছোট্ট তারা

পুরাতন মালদার ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তানিসা আক্তার (৭)। ৩৫তম রাজ্যে তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে। সে মঙ্গলবাড়ির বিদ্যাভারতী স্কুলে পড়াশোনা করে।

আয় কমেছে রায়গঞ্জ পুরসভার, প্রশ্ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকায়

ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে যথেচ্ছাচার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ব্যবসা। আবার অনেক ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স করলেও প্রতি বছর তা পুনর্নবীকরণ করছেন না। আবার অনেকে তো বকেয়া ফি এবং জরিমানা পরিশোধ না করে দোকানের নাম পরিবর্তন করে ফের লাইসেন্স বানিয়ে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি একই ট্রেড লাইসেন্স দেখিয়ে একাধিক ব্যবসা করার মতো অভিযোগও উঠেছে রায়গঞ্জ শহরজুড়ে।

ব্যবসায়ীদের এমন কর্মকাণ্ডে আয় কমছে পুরসভার। ফলে পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের নিয়মিত বেতন দেওয়া সহ বিভিন্ন পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হিমসিম খেতে হচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষকে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়ে দুই বণিকসভার সঙ্গে বৈঠকে বসবে পুরসভা। তারপর জানুয়ারি মাস থেকে শহরজুড়ে দোকানগুলিতে হানা দেবে পুরসভার আধিকারিক ও কর্মচারীরা।

ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়ে পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, ‘কোভিডের আগে প্রতি বৃহস্পতিবার পুরসভার টিম ট্রেড লাইসেন্স যাচাই অভিযানে নামত। কিন্তু কোভিডের সময় তা বন্ধ হয়ে যায়। ২০২১ সালের ১৬ অগাস্ট থেকে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রক্রিয়া শুরু হয়। তারপর থেকে আমাদের অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। তবে আমরা নতুন বছর থেকে ফের ট্রেড লাইসেন্স যাচাই অভিযানে নামব।’ তিনি আরও বললেন, ‘আমাদের কাছে খবর রয়েছে, একাধিক ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্সের বকেয়া ফি ফাঁকি দিতে পুরোনো দোকানের নামের আগে কিছু একটা শব্দ যোগ করে দোকানের নতুন নামকরণ করেছেন। তারপর সেই নতুন নাম দিয়ে ফের ট্রেড লাইসেন্স করার জন্য আবেদন করছেন।’

রায়গঞ্জ পুর এলাকায় ৭ হাজার ৬৮৫ জন ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করেছেন। বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স না করেই ব্যবসা করছেন। কেউ আবার কাপড়ের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স করে তার সঙ্গে জুতো বা আরও বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যবসা করছেন। যা অবৈধ।

ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের জন্য নির্ধারিত ফি বা পুরোনো কোনও বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হয় না। আবার সময়মতো লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ না করলে প্রতিদিনের জন্য জরিমানার পরিমাণ বাড়তে থাকে। লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন না করলে প্রক্রিয়াটিও আর জটিল হয়ে যায়।

রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ির বক্তব্য, ‘ব্যবসা করলে অবশ্যই নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে হবে। তবে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসায়ীদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না সেটাও আমাদের জানতে হবে। পুরসভা মিটিং ডাকলে অবশ্যই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।’ পশ্চিম দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডুর মন্তব্য, ‘প্রতিটি ব্যবসায়ীর ট্রেড লাইসেন্স করা বাধ্যতামূলক। লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ কেন হচ্ছে না তা নিয়ে মিটিংয়ে আলোচনা করা হবে। তবে আমরা এব্যাপারে আমাদের সদস্যদের সচেতন করব।’

কর ফাঁকি

- রায়গঞ্জ শহরে ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ব্যবসা
- লাইসেন্স পুনর্নবীকরণে অনীহা দেখা দিয়েছে ব্যবসায়ীদের
- এতে আয় কমেছে পুরসভার, ব্যহত হচ্ছে বিভিন্ন পরিষেবা
- নতুন বছরে জানুয়ারি মাসে শহরে লাইসেন্স যাচাই-এ নামবে পুরসভা

মানিব্যাগ হাতিয়ে ধৃত কোচ সহায়ক

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : ট্রেনে চুরি গিয়েছিল মানিব্যাগ। বালুরঘাট হাসপাতালের চিকিৎসক গৌতম মিঞ্জি বালুরঘাট জিআরপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর গ্রেপ্তার করা হল এক কোচ অ্যাটেনডেন্টকে। শনিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও তল্লাশি চালিয়ে ওই কোচ অ্যাটেনডেন্টের কাছ থেকে খোয়া যাওয়া মানিব্যাগ উদ্ধার হয়। এমনকি অন্য যাত্রীদের হারানো হেডফোন এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। জিআরপি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম গৌরাঙ্গ ঘোরই। তাঁর বাড়ি বর্ধমান জেলায়। রবিবার ধৃতকে বালুরঘাট হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে, বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়।

শনিবার বালুরঘাট হাসপাতালের চিকিৎসক গৌতম কলকাতা থেকে বালুরঘাট ফিরছিলেন। শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে বালুরঘাট স্টেশনে পৌঁছান। তবে ভুলক্রমে কামরাতেই পিঠব্যাগ ভুলে নেমে পড়েছিলেন। ট্রেন থেকে নামার পরে ব্যাগের কথা মনে পড়তে ছুটে যান ট্রেনের কামরায়। ফিরে গিয়ে ব্যাগ পেলেও, পাননি ব্যাগের ভেতরে থাকা মানিব্যাগ। এরপর সন্দেহ হওয়ায়, তিনি কোচ অ্যাটেনডেন্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু কেউই তাঁর মানিব্যাগের হদিস দিতে পারেননি।

ধৃত গৌরাঙ্গ ঘোরই।

> ট্রেনে নিরাপত্তা নেই- এমন অভিযোগ করব না। আমার ঘটনাটি বিক্ষিপ্ত হলেও, অ্যাটেনডেন্ট কিছুতেই স্বীকার করছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলাম।
>
> **গৌতম মিঞ্জি**
> রেলযাত্রী এবং চিকিৎসক

এরপর বালুরঘাট জিআরপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গৌতম। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। সন্দেহভাজন কোচ অ্যাটেনডেন্টকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর নির্দিষ্ট কামরায় তল্লাশি চালাতেই মেলে খোয়া যাওয়া সামগ্রী। এরপরই গৌরাঙ্গকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন জিআরপি থানার ওসি রতন সরকার।

চিকিৎসক গৌতম বলেন, ‘ট্রেনে নিরাপত্তা নেই- এমন অভিযোগ করব না। আমার ঘটনাটি বিক্ষিপ্ত হলেও, অ্যাটেনডেন্ট কিছুতেই স্বীকার করছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলাম।’

পিতলকে সোনা বলে চালানোর চেষ্টা, গ্রেপ্তার ২

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : চকচক করলেই সোনা হয় না!

পিতলের মূর্তিকে ‘সোনা’ বলে বিক্রির চেষ্টায় রবিবার রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকা থেকে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি ও ‘নকল’ মূর্তি বিক্রির চেষ্টা করায় প্রথমে তাদের আটক করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ধৃত ওই দুজনের মধ্যে একজনের নাম আসিয়া। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জের ঝিটকিয়া এলাকায়। অন্য মহিলার নাম জানা না গেলেও সে কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ধৃতদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে একটি পিতলের মূর্তি ও ছুরি বাজেয়াপ্ত করেন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা সুদেব বিশ্বাস বলেন, ‘প্রথমে দুজনকে চোর বলে সন্দেহ হলেও পরে দেখা যায় তারা প্রতারণাচক্রের সঙ্গে জড়িত। পিতলের মূর্তিকে সোনা বলে বিক্রির চেষ্টা করছিল। শুনেছি, দীর্ঘদিন ধরে তারা এ ধরনের কাজ করে। আমরা হাতেনাতে ধরেছি।’

পারমিতা ঘোষ নামে ওই এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘দিনেরবেলা বাড়িতে পুরুষরা থাকেন না। সেই সময় এরা নানাভাবে প্রতারণার চেষ্টা করে। পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো উচিত।’

রায়গঞ্জে কুম্ভকার সমিতির সভা

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : রবিবার রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ এলাকার উত্তর পালপাড়ায় উত্তর দিনাজপুর কুম্ভকার উন্নয়ন সমিতির একটি সভা হল। উপস্থিত ছিলেন নির্মল পাল, কাশীনাথ পাল, মনোরঞ্জন পাল প্রমুখ। মৃৎশিল্পের পাশাপাশি কুম্ভকার সমাজকে বাঁচাতে ১৫ ডিসেম্বর জেলার প্রায় এক হাজার মৃৎশিল্পীদের নিয়ে সংগঠনের তরফে জেলা শাসককে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

এব্যাপারে সংগঠনের সভাপতি কেশবানন্দ পাল বলেন, ‘১৫ ডিসেম্বর ওই কর্মসূচিকে সফল করতে এদিন ওই সভার ডাক দেওয়া হয়েছিল। কুম্ভকারদের জন্য উন্নয়ন বোর্ড গঠন, মৃৎশিল্পের জন্য মাটির সরবরাহ, অসুস্থ, অক্ষম ও প্রবীণ কুম্ভকারদের ভাতা দেওয়া, প্রতিটি জেলায় কুম্ভকার শিল্প ভবন নির্মাণ ও ওবিসি(এ) সার্টিফিকেট সরলিকরণের পাশাপাশি তা দেওয়ার দাবিকে সামনে রেখে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।’

রক্তদান শিবির

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : রবিবার রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। এদিন ইনস্টিটিউট চত্বরে ওই শিবিরে ৪৪ জন রক্ত দেন। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক আদিত্যনারায়ণ দাস, গৌর দাস মহন্ত, অরিজিৎ ঘোষ, নীলাদ্রি সরকার, গৌতম রায় প্রমুখ। ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে শনিবার স্বাস্থ্য শিবিরের পর এদিন অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রক্তসংকট মেটাতেই এমন উদ্যোগ বলে জানালেন রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের সদস্যরা।

বৈঠকে প্রসূন

বুনিয়াদপুর, ৩০ নভেম্বর : এসআইআর সম্পর্কিত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা এসআইআর কনভেনার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্লক স্তরের বিএলএ-দের সঙ্গে বৈঠক করলেন। রবিবার বুনিয়াদপুরে একটি সভাকক্ষে বৈঠকটি হয়। সেখানে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, তৃণমূলের বিএলএ-রা উপস্থিত ছিলেন। প্রসূন বলেন, ‘এসআইআর-এর কাজের হার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সেসম্পর্কে দিকনির্দেশ দেওয়া হয়।’

হেলমেট থাক সযত্নে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : হেলমেটই যেন জীবাণুর আঁতুড়! ফলে অজান্তে বাড়ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি। স্কুটি হোক বা মোটরবাইক, ট্রাফিক আইন অনুযায়ী চালকের সুরক্ষার প্রথম শর্ত হল এই হেলমেট। কিন্তু সেই হেলমেটই হয়ে উঠছে বড় বিপদের কারণ। অনেকেই এই নিয়ে ভাবেন না। দিনের পর দিন একই হেলমেট পরে রাস্তায় নামছেন চালকরা। ধুলো, ঘাম, বৃষ্টি মিলিয়ে হেলমেটের ভেতরে তৈরি হচ্ছে ব্যাকটিরিয়া ও ফাঙ্গাসের ডেরা।

বালুরঘাটের রাস্তায় অনেকেই

জানালেন, হেলমেট ধোয়ার কথা তাঁদের মাথায় আসে না। রঘুনাথপুরের এক বাইকচালক হাসতে হাসতে বললেন, ‘হেলমেট তো মাথা বাঁচানোর জন্য। ওটা আবার ধোয়ার কি আছে?’

চিকিৎসকের সতর্কবার্তা : এই ভুল ধারণা অজান্তে বাড়িয়ে দিচ্ছে ঝুঁকি। চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা, ‘অ্যালার্জি থেকে স্ক্যাল্প ইনফেকশন, মারাত্মক সমস্যা হতে পারে অপরিষ্কার হেলমেট ব্যবহারে।’ ডাঃ অনির্বাণ রায় বললেন, ‘হেলমেট নিয়মিত না ধুলে ভেতরে ঘাম জমে। সেখান থেকে বাড়ে ব্যাকটিরিয়া ও ফাঙ্গাসের প্রকোপ। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে স্ক্যাল্প ইনফেকশন, চুলকানি, খুশকি এমনকি, ফলিকিউলাইটিসও হতে পারে বলে আশঙ্কা। অনেকের মুখে অ্যালার্জির দাগ তৈরি হয়।’ তাঁর পরামর্শ, ‘সপ্তাহে অন্তত একবার হেলমেটের প্যাড খুলে সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে রোদে ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া উচিত।’

আইএসআই মার্কহীন হেলমেট : দেখতে সুন্দর, সুরক্ষায় অন্তরম্ভা। বালুরঘাটের বিভিন্ন ফুটপাথে ২০০-৩০০ টাকায় মেলে রঙিন, আকর্ষণীয় হেলমেট। ক্রেতাদের অনেকেই সস্তা বলে এগুলিই কিনে নিচ্ছেন। কিন্তু এতে নেই গুণমান নির্দেশক কোনও আইএসআই ছাপ। নেই সুরক্ষার ভরসা। দুর্ঘটনার সময় এই ধরনের হেলমেট প্রায় কোনও নিরাপত্তাই দিতে পারে না।

নিউটাউনের তরুণ কেশব সরকার বললেন, ‘দেখতে ভালো আর দামও কম। তাই কিনেছি। আসল-নকল দেখার সময় কোথায়? পুলিশকেও তো কখনও হেলমেটে আইএসআই ছাপ আছে কি না পরীক্ষা করতে দেখিনি!’ পুলিশের মতে, এই অসতর্কতাই বাড়াচ্ছে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার ঝুঁকি।

কীভাবে বাঁচবে পরিবার? বিশেষজ্ঞরা জানালেন সহজ সমাধান

- প্রতি সপ্তাহে হেলমেট ধুয়ে নেওয়া
- ব্যবহারের পর রোদে বা খোলা জায়গায় শুকোতে দেওয়া
- অবশ্যই আইএসআই মার্কের হেলমেট কেনা
- পিছনে বসা শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক, সবার জন্য হেলমেট নিশ্চিত করা
- ভেজা হেলমেট কখনও ব্যবহার না করা

হেলমেট শুধু আইন মানার জন্য- এই ধারণা ত্যাগ করা। হেলমেট জীবনরক্ষার বড় অস্ত্র। তাই অবহেলা নয়, সচেতনতাই হোক সুরক্ষার প্রথম ধাপ

শিশুদের মাথায় হেলমেট নেই : পরিবারের অসচেতনতা বিপজ্জনক। চালক হেলমেট পরলেও পিছনে বসা শিশুর মাথা থাকে অরক্ষিত। বালুরঘাটে এ ছবি খুব সাধারণ। অভিভাবকরাই অনেক সময় মনে করেন, কম দূরত্বে শিশুকে হেলমেট পরানোর প্রয়োজন নেই। শিক্ষিকা সুচিত্রা নাথ বলেন, ‘এই অভ্যাস শিশুর মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি করে। ছোট বয়স থেকে সুরক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার।’

আইন না মেনে অবাধে মাংসের দোকান

হরষিত সিংহ

মালদা, ৩০ নভেম্বর : মালদা শহরের যেখানে-সেখানে গজিয়ে উঠেছে মাংসের দোকান। কোথাও জাতীয় সড়কের পাশে, কোথাও আবার সরকারি অফিসের পাশে। বিভিন্ন বাজারেও একই ছবি। জনসমক্ষেই চলছে প্রাণী নিধন। প্রাণী নির্যাতন প্রতিরোধ (জবাইখানা) বিধিকে তোয়াক্কা না করে শহরজুড়ে চলছে খাসি এবং মুরগির মাংসের দোকান। এনিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জন্মেছে। জেলার প্রাণী এবং পরিবেশ রক্ষা সংগঠনগুলি এই নিয়ে প্রতিবাদ করলেও প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

এই বিষয়ে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, ‘জনসমক্ষে মাংস কাটা আইনবিরুদ্ধ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে মাংস বিক্রেতাদের সতর্ক করা হবে।’

২০০১ সালে প্রাণী নির্যাতন প্রতিরোধ (জবাইখানা) বিধি আইনটি কার্যকর হয়। এই আইন অনুযায়ী, জনবহুল এলাকায় সকলের সামনে কোনও পশু বা পাখিকে হত্যা করা যাবে না। পাশাপাশি, কোনও পশু বা পাখিকে হত্যা করার আগে ভেটেরিনারি ডাক্তার দ্বারা ‘ফিট টু স্লটার’ সার্টিফিকেট নেওয়া বাধ্যতামূলক। তা না হলে বিভিন্ন রোগ ছড়াতে পারে। এছাড়াও প্রতিটি মাংসের দোকানে লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। অভিযোগ, মালদা শহরের বেশিরভাগ মাংসের দোকানেরই লাইসেন্স নেই। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য রূপক দেবশর্মা বলেন, ‘রাস্তার ধারে দোকানগুলিতে মাংস ঝোলানো থাকছে। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। হচ্ছে দৃশ্য দূষণও। প্রশাসনের উচিত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা।’

৩২০ মোড়, রথবাড়ি মার্কেটে ঢোকার রাস্তায় একাধিক মাংসের দোকান রয়েছে। এই দোকানগুলোতে সারাদিন মাংস ঝোলানো থাকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এইভাবে মাংস ঝোলানোর দৃশ্য দেখে ছোটদের মনে কুপ্রভাব পড়ছে। কাটা মাংস ও রক্ত দেখে অনেক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর পাল বলেন, ‘রাস্তায় বেরোলেই এইভাবে মাংস ঝোলানো দেখতে মোটেই ভালো লাগে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে মাংস বিক্রি করা উচিত।’ তিনি যোগ করেন, ‘প্রশাসন যদি এই বিষয়ে পদক্ষেপ করে তাহলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হন।’

আমাদের পরিবারে স্বাগত!
মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
তিন শর্ত
- সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
- যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
- হার না মানা মানসিকতা

কাজটা কী
- প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
- তাছাড়া থাকে নানারকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
- তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি

কর্মক্ষেত্র : মালদা
শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক
আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com-এই ঠিকানায়, ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়
নতুন ইনিংস

যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী
ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন ঃ
- দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
- বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।
ইমেল: ubs.weddings@gmail.com

পার্ক সংস্কারে হাত দিল পুরসভা

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ৩০ নভেম্বর : গঙ্গারামপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে থানার সামনে ২০১৫ সালে একটি পার্ক তেরি হয়েছিল। শহরের স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্ণকমল মিত্রের নামে পার্কটির নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত এক বছরের বেশি সময় ধরে সংস্কারের অভাবে পার্কটি বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। শহরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পার্কটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক।

অবশেষে শহরবাসীর ওই দাবি মেনে পার্কটি সংস্কারে হাত দিল পুরসভা। এতে খুশি শহরের বাসিন্দারা।

পার্কের কাজের বিষয়ে চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র বললেন, ‘বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল পার্কটি তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বেশ কিছু জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেটির সৌন্দর্যায়নের জন্য সরকার থেকে একটি ফান্ড এসেছে। তা দিয়ে বর্তমানে সেটির সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে। বাচ্চারা যাতে পার্কে এসে খেলাধুলোর একটা ভালো পরিবেশ পায় সেরকমভাবে কাজ করা হচ্ছে।’ তিনি আরও বললেন, ‘পার্কের পাশে আরেকটি জায়গা রয়েছে। সেখানে যাতে প্রবীণ মানুষজন এসে বসে সময় কাটাতে পারেন তার ব্যবস্থাও করছি। আশা করছি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে।’

প্রবীণদের বসার জায়গা তৈরি হচ্ছে। ছবি : চয়ন হোড়

ইতিমধ্যে নতুন করে পার্কের সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। ভেতরে শিশুদের খেলার বিভিন্ন সামগ্রী, বাহারি গাছ, বসার জায়গা সহ বিভিন্ন সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে।

শহরের বাসিন্দা পেশায় অধ্যাপক রাজীব সাহার বক্তব্য, ‘স্বর্ণকমল শিশু উদ্যানের সংস্কার হচ্ছে শুনে ভালো লাগল। তবে তার সঙ্গে শহরে বিভিন্ন স্থানে যদি ছোট বা মাঝারি মাপের বেশ কিছু পার্ক, সুন্দরভাবে সাজিয়ে বসার জায়গা তৈরি করা যায় তাহলে ভালো হয়। এছাড়াও সকালে আমাদের শহরের অনেক মানুষজন প্রাতর্ভ্রমণের জন্য ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর অথবা বানগড় ও রেলস্টেশনের রাস্তা দিয়ে হাঁটেন। এক্ষেত্রে যদি প্রাতর্ভ্রমণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পার্ক তৈরি করা যায় বা কালদিঘি পার্ককেই সেভাবে উপযোগী করে সাজিয়ে তোলা যায় তাহলে শহরবাসীর জন্য তা খুব উপকারে লাগবে।’

পার্ক সংস্কারের কাজকে সাধুবাদ জানিয়ে গঙ্গারামপুর নাগরিক কমিটির সম্পাদক স্বাধীন মল্লিক বলেন, ‘বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে বেহাল শিশু উদ্যানটির সংস্কার শুরু হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছি। তবে কালীতলা এলাকার শিশু উদ্যানটি বর্তমানে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। পুরসভার তরফে সেটি সংস্কারের উদ্যোগ নিলে খুব ভালো হয়।’

রক্ষীর চেয়ারে পড়ে আট মাসের শিশু

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ নভেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে দিন ১৫ আগে এক সদ্যোজাতকে খুবলে খেয়েছিল পথকুকুর। তার রেশ এখনও কাটেনি। তারই মাঝে ফের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে নিরাপত্তারক্ষীর চেয়ারে আট মাসের এক অজ্ঞাতপরিচয় শিশুকে পাওয়া গেল। সাধারণ জামা পরা অবস্থায়। কোনও বাড়তি কাপড়ও ছিল না। শিশুটিকে কেউ রেখে চম্পট দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এনিয়ে গতকাল হাসপাতালে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রীতিমতো প্রশ্নের মুখে। এমনকি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে মোড়া সুরক্ষা ব্যবস্থাও যে এখন তেমন কাজ করছে না তা এই ঘটনাতেই বোঝা যাচ্ছে।

এই পরিত্যক্ত শিশুর মা হিসেবে শনিবার দুই মহিলা নিজেকে দাবি করলেও পরবর্তীতে তাঁদের আর দেখা মেলেনি। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেওয়ার পাশাপাশি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকেও জানিয়েছে। হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় এই তথ্য জানিয়ে নবজাতককে শিশু বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। সঙ্গে তিনি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ইসলামপুর হাসপাতালের বাইরের এবং ভেতরের চত্বর সিসি ক্যামেরায় মোড়া। জরুরি বিভাগে আলাদা করে সিসি ক্যামেরা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কারা নিরাপত্তারক্ষীকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর চেয়ারে নবজাতককে রেখে চলে গেল তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। প্রশ্ন উঠছে, ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তারক্ষী কোথায় ছিলেন? নবজাতককে নিয়ে কারা জরুরি বিভাগে রেখে গেল তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিলম্ব করছে কেন? সম্প্রতি শহরে সদ্যোজাতর শরীর কুকুর খুবলে খাওয়ার পরেও খোদ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এমন ঘটনা ঘটে কী করে?

গতকাল শিশু উদ্ধারের পর যে দুই মহিলা নবজাতকের দাবিদার হিসেবে এসেছিলেন তাঁরা মূলত বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা। ইসলামপুর শহরের ইসমাইল চকে অস্থায়ীভাবে বাস করেন। এক মহিলার দাবি ছিল, 'নবজাতকের সর্দিজ্বর হয়েছে।' অপরজনের দাবি ছিল, 'নবজাতককে চোখের ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন।' ওষুধ আনার সময় শিশুকে ওই চেয়ারে রেখে দোকানে গিয়েছিলেন। কোলের শিশুকে ওইভাবে ফেলে কেউ যেতে পারে? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেরে ওই দুই মহিলা কেটে পড়েন।

খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায়।রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নবজাতক হাসপাতালের শিশু বিভাগেই ভর্তি রয়েছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'এমন ঘটনা অবশ্যই উদ্বেগের। বিষয়টি আমি নিজে খতিয়ে দেখছি। যথাযথ পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা হবে।' ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস জানান, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে শিশুটিকে তুলে দেওয়া হবে।

প্রশ্ন যেখানে

- ইসলামপুর হাসপাতাল বাইরে-ভেতরে সিসি ক্যামেরায় মোড়া
- হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আলাদা করে সিসি ক্যামেরা রয়েছে
- কারা চেয়ারে নবজাতককে রেখে চলে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে
- তাহলে কি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি এখন তেমন কাজ করছে না

জেলা হাসপাতাল চত্বরে রোগীর আত্মীয়দের পাশে শুয়ে পথকুকুর। রবিবার বালুরঘাটে। ছবি ঃ মাজুদুর সরদার

পুরসভার সাহায্য চাইল কর্তৃপক্ষ

জেলা হাসপাতালে কুকুরের দৌরাত্ম্য

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : হাসপাতালে 'রাউন্ডে' সারমেয় বাহিনী। ওয়ার্ডের বারান্দায় শুধু বিচরণ সীমাবদ্ধ থাকলে হয়তো তেমন বড় সমস্যা হত না। কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় পৌঁছে যাওয়া, রোগীর পরিজনদের হাত থেকে খাবারের প্যাকেট ছিনিয়ে নেওয়া, ঘটছে প্রায়দিনই। তাই সারমেয় বা কুকুরদের দৌরাত্ম্য বন্ধে রবিবার পুরসভার সঙ্গে বৈঠকে বসল বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এমন দৌরাত্ম্য বন্ধে গেটে ক্যাটল ট্র্যাপ, ওয়ার্ডের সমস্ত দরজা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে গবাদিপশুর চলাচল রুখতেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে হাসপাতাল চত্বর কুকুরমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের প্রধান গেট শুধুমাত্র খোলা থাকবে। বাকি গেটগুলি বন্ধ রাখা হবে। নিরাপত্তারক্ষীরাও নজর রাখবেন। হাসপাতাল থেকে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ করবে পুরসভা।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সম্প্রতি এক ভবঘুরের দেহ কুকুর খুবলে খেয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় উত্তরবঙ্গজুড়ে। ওই ঘটনার পর বালুরঘাট হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন অনেকে। কেননা, এখানেও অবাধ বিচরণ কুকুরের। কখনও উচ্ছিষ্ট খাবারের ভ্যাটে ভিড় করছে, কখনও আবার রোগীর বাড়ির লোকজনের হাতে খাবারের প্যাকেট দেখলে, তাড়া করছে। কুকুরের কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অনেকেই খাবারের প্যাকেট ছুড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। দিন-দিন পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে ওঠায় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মতো ঘটনা ঘটলে কি টনক নড়বে, এই প্রশ্ন উঠছিল। যে কারণে রবিবার পুরসভার সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বৈঠক।

> সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে হাসপাতাল চত্বর কুকুরমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের প্রধান গেট শুধুমাত্র খোলা থাকবে। বাকি গেটগুলি বন্ধ রাখা হবে। নিরাপত্তারক্ষীরাও নজর রাখবেন। হাসপাতাল থেকে নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ করবে পুরসভা।
>
> **কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ**
> হাসপাতাল সুপার

হাসপাতালে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলে রাখার বিষয়টি যে সমস্যা বাড়াচ্ছে, তা এদিনের বৈঠকে স্বীকার করে নিয়েছেন অনেকেই। যে কারণে ওই খাবার ও আবর্জনা যাতে দ্রুত হাসপাতাল চত্বর থেকে তুলে নিয়ে যায় পুরসভা, সেই অনুরোধ করা হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র হাসপাতাল নয়, শহরে রাস্তাতেও কুকুরের অবাধ বিচরণ রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল চত্বরে কুকুরের প্রবেশ বন্ধে আমাদের সাহায্য চেয়েছে, আমরা সেই সাহায্য করব। আবার শহরের পথকুকুরদের নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা এবং নির্বীজকরণ নিয়েও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। শহরের ভাগাড়ের কাছে কুকুরদের আশ্রয়স্থল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওখানে পথকুকুরদের চিকিৎসারও ব্যবস্থা থাকবে।'

জলের নীচে পরিকাঠামো পরিদর্শন

মালিগাঁও, ৩০ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উন্নত রিমোটলি অপারেটেড রোবোটিক ভেহিকল (আরওআরভি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলের নীচে থাকা রেলওয়ে ব্রিজের অংশ এবং কাঠামো পরিদর্শন করেছে। এই তালিকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর অবস্থিত বিখ্যাত সরাইঘাট ব্রিজ সহ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু রয়েছে।

সরাইঘাট ব্রিজ আরওআরভি জরিপ, লিডার, থার্মাল ইমেজিং, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার (জিপিআর) এবং আল্ট্রাসনিক পালস ভেলোসিটি (ইউপিভি) পরীক্ষার মাধ্যমে পরিদর্শন করা হয়েছিল। মূল্যায়নগুলিতে পিয়ার ক্যাপ, কূপের ভিত্তি, জলের নীচের স্কোর জোন, সুপারস্ট্রাকচার স্ট্রেস পয়েন্ট এবং ডেক কম্পোনেন্টস অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করা হয়েছে। সেখানেও আরওআরভি ডুবে যাওয়া স্তম্ভ, নদীর তল এবং সম্ভাব্য ত্রুটির হাই-রেজোলিউশন ছবি তুলেছে। বড় কোনও ত্রুটি শনাক্ত করা যায়নি বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

আটক দুই

কালিয়াগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : এক গৃহবধূর মৃত্যুতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। যদিও শনিবার রাতে শোয়ার ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই বধূকে উদ্ধার করে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান শ্বশুরবাড়ির লোকজনই। চিকিৎসা শুরু হলেও রবিবার সকালে মারা যান বধূ কাশ্মীরা খাতুন। পরিবারটির তরফে কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে শ্বশুর খুরমান আলি ও দেওর রাজু মহম্মদকে আটক করে জেরা করছে পুলিশ।

দাম্পত্য কলহে

প্রথম পাতার পর

শনিবার রাতে অবশ্য ঘটনাস্থলে প্রসেনজিৎ ছিলেন না। তবে তিনি দাবি করেন, দরজা খোলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছিল। বলেন, 'শুনলাম, বৌদি ঘরে ঢুকতে দাদাকে বাধা দিচ্ছিল। দাদা ঢোকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এভাবে ছুরি চালিয়ে দাদাকে খুন করবে ভাবতেই পারছি না। দাদার খুনির কঠোর শাস্তি চাই।'

প্রতিবেশীদের অনেকের মুখেই কিন্তু প্রসেনজিতের কথার প্রতিধ্বনিই শোনা গিয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, সেই রাতে বিশ্বজিৎ বাড়ি ফিরে দরজা খুলতে বলেছিলেন। কিন্তু পম্পা দরজা না খুলে ঘরের ভেতর থেকেই বিবাদ শুরু করেন। খানিক পর উত্তেজিত হয়ে ছুরি হাতে দরজা খোলেন পম্পা। তারপর এই কাণ্ড।

ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে বিশ্বজিতের দেহ পাঠিয়েছে পুলিশ। তারা বাড়ির ভেতরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। সেই ছুরি বাজেয়াপ্ত করেছে। পরিবারের সদস্যদের বয়ান সহ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে। বিশ্বজিৎ গাজোল টোল ট্যাক্স অফিসে কাজ করতেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

হোটেলে ঘুম না আসার কারণ

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, নতুন কোনও হোটেলে গেলে প্রথম রাতে আপনার ভালো ঘুম কেন হয় না? এর কারণ হল, অপরিচিত জায়গায় আপনার মস্তিষ্কের অর্ধেক অংশ আসলে পাহারা দিতে থাকে। এটি একটি প্রাচীন আত্মরক্ষার কৌশল, যাকে 'ফার্স্ট নাইট এফেক্ট' বলা হয়। মস্তিষ্কের এই সতর্কতা মোড আপনাকে গভীর ঘুমে যেতে বাধা দেয় এবং ফলে পরের দিন ক্লান্তি লাগে। তবে সুখবর হল, একবার আপনার মস্তিষ্ক নিশ্চিত হলে যে পরিবেশ নিরাপদ, তখন আপনার ঘুম স্বাভাবিক হয়ে যায়। আপনার প্রিয় বালিশ বা পরিচিত সুগন্ধ সঙ্গে রাখা মস্তিষ্ককে তাড়াতাড়ি শান্ত হতে সাহায্য করতে পারে।

বালিশের কভার নোংরা

আপনার বালিশের কভার কি পরিষ্কার? একবার ভাবুন। এক সপ্তাহ ব্যবহার করা একটি বালিশের কভারে টয়লেট সিটের চেয়েও ১৭,০০০ গুণ বেশি ব্যাকটিরিয়া জমা হয়! মৃত ত্বকের কোষ, ঘাম, তেল এবং প্রসাধনীর অবশেষটুকু আপনার বালিশকে রাতারাতি জীবাণুর আস্তানা বানিয়ে ফেলে। এই জীবাণুগুলি ব্রণ তৈরি করে, ত্বককে সংবেদনশীল করে তোলে এবং ঝুঁকি বাড়ায় সংক্রমণের। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, প্রতি দুই থেকে তিনদিন পরপর বালিশের কভার পরিবর্তন করা উচিত। বালিশের কভার পরিষ্কার রাখা কেবল স্বাস্থ্যবিধি নয়, এটি পরিষ্কার ত্বক ও ভালো ঘুমের জন্যও জরুরি।

লালাতেই আপনার গোপন নিরাময়

আপনি হয়তো লালাকে শুধু খাবার হজমের অংশ হিসাবে দেখেন, কিন্তু এটি আসলে এক শক্তিশালী নিরাময়কারী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের লালায় থাকা প্রাকৃতিক প্রোটিন ও এনজাইমগুলি ক্ষত নিরাময়কে দ্রুততর করতে পারে, কখনো-কখনো প্রচলিত অ্যান্টিসেপটিকের চেয়েও দ্রুত। গ্রোথ ফ্যাক্টর এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে ভরা লালা নতুন কোষের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, প্রদাহ কমায় এবং ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এটি প্রমাণ করে যে মানবদেহের মধ্যেই তার নিজস্ব নিরাময় ক্ষমতা লুকিয়ে আছে।

ডিম খান, মস্তিষ্ক বাঁচান

সপ্তাহে মাত্র একটি ডিম আপনার মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দিতে পারে। একটি নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতি সপ্তাহে একটার বেশি ডিম খেলে অ্যালজাইমার্স রোগের ঝুঁকি প্রায় ৪৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ডিমে রয়েছে কোলিন, লুটেইন এবং উচ্চমানের প্রোটিন। কোলিন মস্তিষ্কের কোষ এবং স্মৃতির জন্য অপরিহার্য। অন্যদিকে ডিমের কুসুমে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লুটেইন মস্তিষ্কের প্রদাহ কমায়। ডিমকে আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা মস্তিষ্ককে সতেজ রাখা এবং অ্যালজাইমার্স-এর ঝুঁকি কমানোর এক সহজ উপায়।

সময়সীমা বাড়ল

প্রথম পাতার পর

এসআইআর করতে দু'বছর লাগে। তাহলে সময় তো আরও বাড়তেই পারে।'

গত কয়েকদিন ধরে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলে চলেছেন, দিল্লিতে বসে না থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কলকাতায় এসে পরিস্থিতি দেখা উচিত। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বিএলও-রা ভয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন।

এই আবহে সুকান্ত আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এসআইআর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেছেন রবিবার। কমিশনের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট সিপিএমও। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ভাষায়, 'ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হয়, সেই প্রশিক্ষণই তো দেওয়া হয়নি। উলটোদিকে, প্রতিদিন নতুন নতুন নির্দেশ পেয়ে বিএলও-দের নাজেহাল অবস্থা।'

শুরু থেকেই অবশ্য এসআইআর-এর সঙ্গী হয় একগুচ্ছ প্রশ্ন। সামনের বছর পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরির সঙ্গে অসমে বিধানসভা ভোট থাকলেও অসমে এসআইআর হচ্ছে না বলে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। মাত্র এক মাসের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ, তারপর যথাযথভাবে পূরণ ও ডিজিটাইজড করার বিপুল কর্মযজ্ঞ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তার সঙ্গে দেশজুড়ে বিএলও-দের কয়েকজনের মৃত্যুর নেপথ্যে অস্বাভাবিক কাজের চাপের অভিযোগ ওঠে।

ভিন্ন সূত্রে খবর, কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে ধীরগতিতে এসআইআর চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বরং প্রক্রিয়াটি দ্রুতগতিতে চলছে। তাছাড়া ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'র প্রভাবে দুর্যোগ চলায় তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে সমস্যায় পড়ছেন বিএলও-রা। ফর্ম ডিজিটাইজেশন ধীরগতিতে এগোচ্ছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশেও। তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'বিজেপির বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি বলে কমিশন এই পদক্ষেপ করেছে। কমিশনের নির্দেশিকা প্রমাণ করে দিল, তারা বিজেপির হয়ে কাজ করছে।'

২ হাতির

প্রথম পাতার পর

জখম বসন্তের কথায়, 'হাতিটির মাথায় আঘাত ছিল। ওই অবস্থায় আমাকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা মারে।'

দুর্ঘটনার পর প্রায় ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় রেললাইনের পাশে নীচে পড়ে যাওয়া হাতিটিকে হাইড্রলিক ক্রেন দিয়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে তোলা হয়। মোরাঘাটে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। রেলের ট্রাফিক ইনস্পেকটর শুভেন্দু রায় বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ঘটনার পর দুটি ট্রেন নিকটবর্তী স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। লাইন ফাঁকা হলে ট্রেন ছাড়ে। বিষয়টি উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' শুক্রবার বীরপাড়ার দলগাঁও জঙ্গল থেকে পাঁচটি হাতি বের হয়। দলটি সরুগাঁও চা বাগানে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।

শব্দশালায় নবজাগরণ ভক্তি-সুফির

নিউজ ব্যুরো

৩০ নভেম্বর : গান, গল্প ও মৌখিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে ভক্তি-সুফি বহুদিন ধরেই অনেকটা পথ চলার পাশাপাশি নিজের উত্তরণ ঘটিয়েছে। ঠিক এই পদ্ধতিতেই সাধক-কবিদের কণ্ঠস্বরকে স্কুল পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিক্ষাবিদ ও গায়িকা শবনম ভিরমানি-র বৃহত্তর 'কবীর প্রোজেক্ট'-এর অংশ 'শব্দশালা'-র হাত ধরে।

আজকালকার স্বয়ংক্রিয়তা ও বিভ্রান্তির যুগে শিশুদের মনোযোগ, সহানুভূতি এবং অভ্যন্তরীণ স্থিরতা বিকাশের অভ্যাস খুবই প্রয়োজন। আর সেই কারণে সুবিধাবঞ্চিত স্কুলগুলিতে 'শব্দশালা' কার্যক্রম শুরু করেছে 'আর্ট ফর কজেস'। এই জ্ঞান সবার জন্য সহজলভ্য করার পাশাপাশি এর প্রভাবকে আরও গভীর করা এবং শিল্পী-শিক্ষকদের জন্য ন্যায্য জীবিকা নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

নভেম্বর মাসে এই কার্যক্রমটি ইমারা স্কুল এবং বিদ্যারণ্যা হাইস্কুলে আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে বাংলার লোকশিল্পী লক্ষ্মণ দাস বাউলের পরিচালিত সেশনগুলিতে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি ছোটদের বাউল গান গেয়ে শোনান। শেখার আনন্দ কখন যে প্রচণ্ড আনন্দে বদলে গিয়েছে তা পড়ুয়ারা প্রথমে টের পায়নি। তবে টের পাওয়ার পর তাদের মুখের হাসিতে নির্মল আনন্দের বিষয়টি ছিল পরিষ্কার।

কোথায় তোমার দেশ...

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ভোটার তালিকায় রায়গঞ্জ ব্লকের ৩৪ কালিয়াগঞ্জ (তপশিলি জাতি) বিধানসভার ২৪১ নম্বর অংশে ১৪০ ক্রমিক নম্বরে নাম রয়েছে দীপক তরফদারের। ১৪২ ক্রমিক নম্বরে স্ত্রী অঞ্জলি তরফদার এবং ১৪৩ ক্রমিক নম্বরে রয়েছে মেয়ে রিপা তরফদারের নাম। ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ছেলে মুকুলেশ তরফদারেরও। এদিকে, শেষ ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে ২৪৭ পশ্চিম গোপালপুর ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩৮ ক্রমিক নম্বরে নাম রয়েছে দীপকের।

মেডিকেলে ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, এই খবর শোনার পরই মৃতের আত্মীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে এবং বিচার চেয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে পড়েন। সেখানে টেবিল, চেয়ার থেকে শুরু করে জানলার কাচ ও অন্য সরঞ্জাম ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। সেখানে থাকা অন্য মহিলা নার্স থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে রোগীর আত্মীয়দের কথা কাটাকাটি শুরু হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সেসময়ে বেশকিছু ওষুধও নষ্ট করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেখান থেকে পালিয়ে যান কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। এরপরই হাসপাতালের তরফে বহরমপুর থানার পুলিশকে জানানো হয়। বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য।

হাসপাতালের তরফে অভিযোগ পাওয়ার পরই ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। ভাঙচুরের ঘটনায় রবিবার চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ মাসুম কবির, রোহন করিম, মাসুদ করিম এবং জিয়াউর রহমান। ধৃতরা সকলেই বেলডাঙ্গার বাসিন্দা।

যদিও এই ঘটনায় হাসপাতালের সুপার অনাদি রায় চৌধুরী বলেন, 'হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসায় কোনও গাফিলতির ঘটনা ঘটেনি। তারপরেও পুরো বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। কিন্তু যেভাবে মেডিকেল কলেজের ভিতরে ওয়ার্ডের মধ্যে তাণ্ডব চালানো হয়েছে, ভাঙচুর করা হয়েছে, তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।'

কমলাসুন্দরীর প্রেমে

প্রথম পাতার পর

তাঁর মতে, 'এভাবে তো আমাদের পাহাড়ের বদনাম হয়। দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর স্বার্থেই অবিলম্বে ফাটকা কারবার বন্ধ হওয়া উচিত।'

সেবকে রাস্তার দু'পাশে অগুনতি দোকান বসতে দেখা যায়। সেবক রেলগেটেও কয়েকজন ফেরিওয়ালা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে কমলালেবু ভরে দার্জিলিংয়ের বলে বিক্রি করেন। তারপর থেকে কালিঝোরা, সিটং মোড়, লোহাপুল, তিস্তাভ্যালি এবং রম্ভি হয়ে তিস্তাবাজার পর্যন্ত পথের দু'ধারে কয়েকশো মহিলা একইভাবে কারবার চালান। ১০টি করে কমলালেবুর প্যাকেট আকার অনুযায়ী ২০০ থেকে ৩০০ টাকা করে দর হাঁকেন।

সুমেধা থাপা নামে একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই প্রথমে জোর দিয়ে সেদিন বললেন, 'এগুলো দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। সকালে পেড়ে এনেছি।'

- দার্জিলিংয়ের কোন জায়গার?
- সিটংয়ের।
- কিন্তু দেখে বা গন্ধে তো তেমন মনে হচ্ছে না।

সাংবাদিক পরিচয় দিতেই আর কোনও জবাব এল না।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে তিস্তাভ্যালি চা বাগানে ওঠার মোড়ে অন্তত ২৫-৩০ জন মহিলা বিক্রেতার দেখা মিলল। বীথিকা নামে একজন বলছিলেন, 'এগুলো নাগপুর, নাসিকের কমলালেবু। সঙ্গে দু'চারটি করে সিটিং, লাটপাঞ্চার আর তিস্তাভ্যালির কমলালেবুও রয়েছে। আমরা দার্জিলিংয়ের কমলালেবু হিসেবে বিক্রি করি।'

কেন মিথ্যের আশ্রয় নিতে হচ্ছে?

বীথিকার ব্যাখ্যায়, 'দার্জিলিং, সিটংয়ের কমলালেবুর প্রচুর দাম। অত টাকা দিয়ে রাস্তার পাশের দোকান থেকে কেউই কিনবে না। আমরা দু'পয়সা রোজগারের জন্য শিলিগুড়ির বাজার থেকে নাসিক, নাগপুরের কমলালেবু কিনে এনে বিক্রি করছি।'

শিলিগুড়ির খুচরো বাজারে নাগপুরের কমলালেবু ৭০-৮০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে। এক কেজিতে ৭-৮টি করে ওঠে। সেগুলো পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ১০টি করে একটি প্যাকেট বানিয়ে ২০০ থেকে ৩০০ টাকায় 'দার্জিলিংয়ের কমলালেবু' পরিচয়ে বিক্রি করা হচ্ছে।

উপায় কি নেই সঠিকটি চিনে নেওয়ার?

অভিজ্ঞ ক্রেতারা বলছেন, চোখ-নাক খোলা রেখে কিনতে হবে। সাধারণত, দার্জিলিংয়ের কমলালেবু আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। দুই মেরু পৃথিবীর মতো চ্যাপ্টা। রং 'পারফেক্ট' কমলা। এর খোসা পাতলা আর মসৃণ। কিন্তু, ভিনরাজ্যের কমলালেবুর খোসা হয় অনেক বেশি খসখসে ও মোটা। নাগপুরের ফলটি গোলাকার, গায়ের রং হলুদের ওপর সবুজের ছোঁয়া। দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে খোসা ভেতরের অংশের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকে না।

পাহাড়ের লেবুর মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে। 'ট্যানজারিন' স্বাদে বেশ মিষ্টি, আকারে ছোট এবং খোসা পাতলা। আরও একটি আছে। আকারে একটু বড়, খোসা তুলনামূলক মোটা এবং খানিকটা লালচে ভাব বেশি। সেটিও মিষ্টি। নাম মান্দারিন। এর কোয়া ছাড়িয়ে খাওয়া যায় সহজেই। মান্দারিন, ট্যানজারিন আর অরেঞ্জ বা কমলালেবু বাইরে থেকে দেখতে প্রায় একইরকম, তবে প্রজাতি আলাদা। উৎপত্তিগত দিক থেকেও কিছু পার্থক্য রয়েছে।

অরেঞ্জের জন্ম এশিয়া মহাদেশে। অনেকের মতে, ইন্দোনেশিয়া ও চিনের দক্ষিণাঞ্চলে। সাইট্রাস সাইনেসিস প্রজাতির ফল। সাধারণত, মরশুম শুরু হয় নভেম্বর থেকে। চলে মার্চ পর্যন্ত। প্রকারভেদে রঙের তারতম্য দেখা যায়।

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার গলাতেও আফসোসের সুর, 'বাজারে দার্জিলিংয়ের বলে বিক্রি হওয়া কমলালেবুর অধিকাংশই এখানকার নয়। বিষয়টি অনেকেই জানেন না। আসল-নকল চেনেন না। তার সুযোগ নেন বিক্রেতারা। বাইরে থেকে যাঁরা আসছেন, বিশেষত পর্যটকরা, কিনে ঠকছেন।'

স্কুল-সমাজের দায়িত্ব অনেক

প্রথম পাতার পর

সেখানে তিন বছরে দুই সন্তানের মা হয়েছে বলে খবর পেয়েছিলাম। ক্লাস ফাইভে নতুন ভর্তি হওয়া সুদক্ষিণার মুখখানা স্মৃতিতে কড়া নাড়ছিল। 'বাড়ি কোথায় রে তোর? খুব চেনা লাগছে তোকে রে!' প্রশ্নের উত্তরে একগাল হেসে সে উত্তর দেয়, 'আমার দিদিকে মনে নাই তোমার? সুচন্দ্রা...'

'আরে! তাই বল! কী করছে এখন ও?'

সুদক্ষিণার মাথা নীচু। জানা গেল, ছয় মাসের বাচ্চা সহ উনিশ বছরের সুচন্দ্রা এখন বাপের বাড়িতে। একই গল্প। তার তথাকথিত স্বামীটির আর কোনও খোঁজ নেই। মনে পড়ে গেল, সুচন্দ্রার হাতের আলপনা, সব অনুষ্ঠানে বা ক্লাসে ঝলমলে হাসিমাখা মুখখানা।

আতঙ্কিত বোধ করি মাঝে মাঝে। করোনা মহামারি পরবর্তী সময়ে স্কুল পড়ুয়াদের হাতে হাতে মোবাইল যেমন সহজ হয়ে উঠল, তেমনই সহজতর হল প্রেমের ফাঁদে বা অন্য প্রলোভনের হাতছানিতে মেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজেদের আপডেট করার সুযোগ নেই যেসব অভিভাবকের, সন্তানরা তাঁদের একপ্রকার বুঝিয়ে দেয় যে, মোবাইল ছাড়া পড়াশোনা সম্ভব নয়।

বাড়িতে একটিমাত্র মোবাইল সুলভ- এমন পরিবারেও এক-দুই ঘণ্টার জন্য তা হাতে পেয়ে অবলীলায় নাম ও বয়স ভাঁড়িয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে নিজেদের সচল রাখা এইসব ছেলেমেয়ের কাছে কোনও কঠিন বিষয়ই নয়। বহু মা-বাবা বিপন্ন মুখে স্কুলে এসে খোঁজ নেন, সত্যিই কি স্কুলে মোবাইল আনতে বলা হয়েছে বা মোবাইলে বাড়ির পড়া দেওয়া হয়?

জীবনযুদ্ধে হা ক্লান্ত মা-বাবা ভয় পান সন্তানের পিছিয়ে পড়ার। স্কুল থেকে নোটিশ দিয়ে বাড়িতে ফোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জানানো হলেও তা সই করিয়ে আনার জন্য অনেক সময় অভিভাবক অবধি যায় না। সেইসব মেয়েই সহজ টার্গেট হয়ে যায় প্রতারণাচক্রের। কন্যাশ্রী ক্লাব তৈরি করে সচেতনতা বৃদ্ধির হাজার উদ্যোগের পরেও ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে।

মাঝে মাঝে সংবাদমাধ্যমে পাচার হতে বসা নাবালিকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এলে আতঙ্ক বাড়ে। নিরুদ্দিষ্ট সব মেয়ের খোঁজ হয়তো প্রশাসনের কাছে পৌঁছায় না। কারণ, বাড়ি থেকেও অনেক সময় সেখবর গোপন করা হয়। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত মেয়েদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ করতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সবসময় সুখকর নয়। বরং অনেক সময় তথ্য গোপনের তাগিদে তাঁরা বিরক্ত হন, ভুল সংবাদ দিয়ে বিভ্রান্ত করেন। দেখা করতে চাইলে 'এই তো সামনের সপ্তাহে আসবে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে' জাতীয় কথা বলেন।

প্রেমের ফাঁদে পড়ে মেয়েদের ঘরছাড়ার ঘটনা শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে সুখকর তো নয়ই, বরং ভয়ানক পরিণতির দিকে যায়। তার ওপর আছে কাজের লোভ দেখানোর চক্র। চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় এর রমরমার কথা বেশি আলোচিত হলেও গ্রামে-গঞ্জে, মফসসলে বা খাস শহরাঞ্চলে এর শিকার যে হতে হয় না- এমনটা নয়।

নানা ভুয়ো সংস্থা, বিভিন্ন গজিয়ে ওঠা অনলাইন চ্যানেল আর ইদানীং ভিডিও-ফোটোশুটের ট্রেন্ডে গ্ল্যামারাস জগতের হাতছানির লোভ বিপথে নিয়ে যাওয়ার আরও একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে বহু নাবালিকার জীবনে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক বা তথাকথিত প্রিভিলেজড অর্থাৎ নানা সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের অপরিণত নাবালিকারাও নানারকম প্রলোভনের শিকার হয়ে পা ফেলছে এই ভুল বৃত্তে।

বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এক-দুটি মিডিয়ায় হইচই ফেললে টনক নড়ে হয়তো। স্কুলে স্কুলে সেমিনার, ওয়ার্কশপ আর পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষকদের আরও আরও জুড়ে থাকা কিছুটা হলেও সচেতন করতে পারে বটে। তবে সমাজমাধ্যমের সঠিক ও সুস্থ ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত সমাজ বা অভিভাবক তথা শিক্ষকদের নিজেদের সীমা ও মাত্রাও যেন 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়'-এর অনুসারী হয়। এটাও মাথায় রাখা কর্তব্য।

(লেখক ঃ খাগড়াবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক)

অভিষেক তাণ্ডবে ছারখার বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : মাঠ বদলাল। খেলার সময়ও বদলেছিল। সঙ্গে বদলে গেল বাংলাও।

চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে নেমে আজ পাঞ্জাবের কাছে ১১২ রানে হেরে গেল টিম বাংলা। পাঞ্জাবের ওপেনিং ব্যাটার অভিষেক শর্মার (৫২ বলে ১৪৮) তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গেল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। ৮টি বাউন্ডারি ও ১৬ ছক্কায় সাজানো ইনিংসের কোনও জবাব ছিল না বাংলার ক্রিকেট সংসারে। বাংলা অধিনায়ক দলকে ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ৬৬ বলে অপরাজিত ১৩০ রানের ইনিংসও খেললেন অভিমন্যু। কিন্তু পাঞ্জাবের রানের চক্রব্যূহ ভাঙার জন্য সেটা যথেষ্ট ছিল না। হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩১০/৫-এর বড় স্কোর করেছিল পাঞ্জাব। জবাবে ১৯৮/৯ স্কোরে থেমে যায় বাংলা। পাঞ্জাব ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্বের শীর্ষস্থানও হারালেন অভিমন্যুরা।

হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে করেছিলেন ৪। হরিয়ানার বিরুদ্ধে ৬। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজের আগে অভিষেকের ব্যাটে রান আসছিল না। আজ তিনি রানে ফিরলেন। বলা ভালো, অভিষেকের ব্যাটে রানের বন্যায় ভেসে গেল বাংলা। ১২ বলে ৫০ রান করে টি২০ ক্রিকেটে যুগ্মভাবে তৃতীয় দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নজির গড়েন অভিষেক। পরে ৩২ বলে শতরান পূর্ণ করেন। প্রভসিমরান সিংয়ের (৩৫ বলে ৭০) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ১২.৩ ওভারে ২০৫ রান তুলে ম্যাচের ভাগ্য শুরুতেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন অভিষেক। মহম্মদ সামি (৬১/১), আকাশ দীপ (৫৫/২), সক্ষম চৌধুরী (৩৫/১), শাহবাজ আহমেদ (২৭/০)-বাংলার কোনও বোলারকেই রেয়াত করেননি পাঞ্জাবের ওপেনিং ব্যাটার। সঙ্গে পেয়েছেন ভাগ্যের সাহায্যও। হাফ সেঞ্চুরির ঠিক পরেই সাকির হাবিব গান্ধি তাঁর ক্যাচ ফেলেছিলেন। আবার ব্যক্তিগত ৬০ রানের মাথায় শাহবাজের বলে অভিষেক আউট হওয়ার পর আম্পায়ার নো দেন। লাইফলাইন পাওয়ার পর আর থামানো যায়নি অভিষেককে। বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'অভিষেককে আগেও দেখেছি। আজ আরও পরিণত বলে মনে হল। ও একাই দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছে। দিনটা আজ আমাদের ছিল না।'

অভিষেকের ব্যাটিং তাণ্ডবে ছারখার হওয়ার পর মুস্তাক আলির গ্রুপ পর্বে বেশ চাপে পড়ে গেল বাংলা। বাকি থাকা চার ম্যাচের সবই এখন জিততে হবে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকে সেই সব ম্যাচ জেতার নয়া চ্যালেঞ্জ শুরু হচ্ছে বাংলার। কোচ লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণ, 'টি২০ ক্রিকেটের এটাই মজা। খুব দ্রুত সব বদলে যায়।'

৫২ বলে ১৪৮ রান। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে অভিষেক শর্মা। হায়দরাবাদে।

এক বছরে ভারতীয়দের সর্বাধিক ছক্কা (টি২০-তে)

ছয়ের সংখ্যা	ব্যাটার	সাল
৯১	অভিষেক শর্মা	২০২৫
৮৭	অভিষেক শর্মা	২০২৪
৮৫	সূর্যকুমার যাদব	২০২২
৭১	সূর্যকুমার যাদব	২০২৩
৬৬	ঋষভ পন্থ	২০১৮

আইপিএল থেকে অবসর ▪ কিং খানের শুভেচ্ছা

নাইটদের পাওয়ার কোচ রাসেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : জল্পনার অবসান। সঙ্গে একটা যুগেরও।

নিলামের আগে রিটেইন করা ক্রিকেটারদের তালিকায় আন্দ্রে রাসেলকে রাখেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স। নাইটদের রিটেনশনের তালিকা সামনে আসার পরই দ্রে রাসকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। নিলামে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি টাকার থলি নিয়ে ক্যারিবিয়ান তারকার পিছনে দৌড়াবেন বলে মনে করা হয়েছিল।

দ্রে রাস নিজে রবিবার যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন। আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন। আবার একইসঙ্গে কেকেআরেও থেকে গেলেন। শুধু বদলে গেল ভূমিকা। ক্রিকেটার রাসেল এখন নাইটদের 'পাওয়ার কোচ'। ২০১২ সালে প্রথমবার আইপিএলের আসরে দেখা গিয়েছিল দ্রে রাসকে। সেই সময় তিনি ছিলেন দিল্লির দলে। পরে ২০১৪ সাল থেকে কেকেআরের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাসেল। দলকে বহু সাফল্য এনে দিয়েছেন। ব্যাটে-বলে পারফর্ম করে অবিশ্বাস্য সব ম্যাচ জিতিয়েছেন। ১১ বছর ধরে কেকেআরের হয়ে খেলার পর রাসেল আজ জানিয়েছেন, দুনিয়ার নানা প্রান্তে বাকি সব লিগে খেললেও আইপিএলে খেলবেন না। কারণ, কেকেআরের বিরুদ্ধে তিনি মাঠে নামতে পারবেন না। তাই নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর ও দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাসেল বলেছেন, 'আমি আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে বিশ্বের অন্য লিগ ও কেকেআরের বাকি দলগুলির হয়ে খেলা চালিয়ে যাব। আইপিএলে দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি। প্রচুর অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি রয়েছে। কিন্তু একটা সময় থামতেই হয়। এখনই কেন অবসর, এই প্রশ্নের বিচার করে এটাই সেরা সময় বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া কেকেআরের বিরুদ্ধে আমি খেলতে পারব না।'

রাসেলের সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়া সমাজমাধ্যমে আসার কিছু পরে কিং খান তাঁকে আগামীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শাহরুখ রাসেলের উদ্দেশ্য বলেছেন, 'অন্য কোনও জার্সি পরলে তোমায় অদ্ভুত দেখতে লাগত। মাসল রাসেল তোমায় ভালোবাসি। দলের ও সব ক্রীড়াপ্রেমীর তরফে তোমায় শুভেচ্ছা। কেকেআরে তোমার অবদান লেখা থাকবে। পাওয়ার কোচ হিসেবে তোমার নয়া অধ্যায়ের জন্য রইল শুভেচ্ছাও।'

> অন্য কোনও জার্সি পরলে তোমায় অদ্ভুত দেখতে লাগত। মাসল রাসেল তোমায় ভালোবাসি। দলের ও সব ক্রীড়াপ্রেমীদের তরফে তোমায় শুভেচ্ছা। কেকেআরে তোমার অবদান লেখা থাকবে। পাওয়ার কোচ হিসেবে তোমার নয়া অধ্যায়ের জন্য রইল শুভেচ্ছাও।
>
> –শাহরুখ খান

৫২তম ওডিআই শতরানের পর রাঁচির মাঠে ভক্তের প্রণাম বিরাট কোহলিকে। রাঁচিতে রবিবার।

'গেমস দেশবাসীর জন্য বড় অর্জন'

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : কমনওয়েলথ গেমসের শতবর্ষে ভারত প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি মনে করেন, এই প্রতিযোগিতা আয়োজন গোটা দেশের কাছে বড় অর্জন।

রবিবার 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশ আরও অগ্রগতি করেছে। কয়েকদিন আগে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। এটা ভারতবাসীর জন্য বড় অর্জন।'

আহমেদাবাদে কমনওয়েলথের দায়িত্ব নিয়ে মোদি

সম্প্রতি ২০৩০ সালে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। তারপরেই সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছিলেন, 'ভারত ২০৩০ সালে কমনওয়েলথ গেমসের শতবর্ষে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে। আমি এই জন্য সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত বিশ্বের ক্রীড়া মানচিত্রে একটা বড় স্থান পেয়েছে। আমরা এই ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আয়োজন করতে চলেছি। গোটা বিশ্বকে স্বাগত জানাতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

১৯৩০ সালে প্রথম কানাডায় কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার শতবর্ষের আসর এবার বসতে চলেছে ভারতের আহমেদাবাদ শহরে।

প্রথমবার এমএলএস কাপ ফাইনালে মায়ামি

অ্যাসিস্টে পুসকাসকে টেক্কা মেসির

ফ্লোরিডা, ৩০ নভেম্বর : অবশেষে অপেক্ষার অবসান।

প্রথমবারের জন্য কনফারেন্স চ্যাম্পিয়ন হয়ে মেজর লিগ সকারের কাপ ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র আদায় করল ইন্টার মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্সের ফাইনাল ম্যাচে অবশ্য গোল পেলেন না লিওনেল মেসি। জয়ের নেপথ্যে আর এক আর্জেন্টাইন। ২৬ বছরের তাদেও আলান্দের দুরন্ত হ্যাটট্রিকে ভর করে নিউ ইয়র্ক সিটিকে ৫-১ গোলে হারাল মায়ামির ক্লাবটি।

ফ্লোরিডায় উত্তেজনার পারদ চড়ল ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই। ম্যাচ শুরুর দিকে এক সতীর্থকে ফাউল করায় মেজাজ হারান মেসি। অবশ্য দ্রুত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেন। ম্যাচের ১৪ মিনিটে রডরিগো ডি পলের পাস থেকে ইন্টার মায়ামিকে এগিয়ে দেন আলান্দে। ২৩ মিনিটে ফের ব্যবধান বাড়ান তিনি। ৩৭ মিনিটে একটি গোল শোধ করে নিউ ইয়র্ক সিটি। ৬৭ মিনিটে ৩-১ করেন মায়ামির মাতেও সিলভেত্তি। এই গোলে অবদান রাখলেন মেসি। সেই সুবাদে কেরিয়ারে আর্জেন্টাইন মহাতারকার মোট অ্যাসিস্ট সংখ্যা দাঁড়াল ৪০৫। ফেরেঙ্ক পুসকাসের ৪০৪টি অ্যাসিস্টের রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। ৮৩ মিনিটে ইন্টার মায়ামির হয়ে চতুর্থ গোল তেলাস্কো সেগোভিয়ার। একেবারে শেষলগ্নে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন আলান্দে।

নিউ ইয়র্ককে হারিয়ে এমএলএস ইস্টার্ন কনফারেন্স থেকে চ্যাম্পিয়ন হল ইন্টার মায়ামি। এমএলএসে প্রথমবার এই খেতাব জিতল ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাব। ৭ ডিসেম্বর কাপ ফাইনাল খেলবে মায়ামি। সেখানে মেসিদের প্রতিপক্ষ পশ্চিমাঞ্চলের দল ভ্যাঙ্কুভার সিটি।

কনফারেন্স চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছ্বাস ইন্টার মায়ামির ফুটবলারদের।

শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের স্টাইলে 'আই ব্ল্যাক' পরে অনুশীলনে নামলেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ। শোনা যাচ্ছে, ব্রিসবেনে গোলাপি বলের টেস্টে এভাবেই ব্যাটিং করতে নামবেন তিনি।

আজ প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : সোমবার থেকে প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যদিও রবিবার রাত পর্যন্ত খবর, এখনও ভারতে আসার ভিসা পাননি বাগানের নবনিযুক্ত হেডকোচ সের্জিও লোবেরা। তাঁকে ছাড়াই অনুশীলন শুরু করছে সবুজ-মেরুন। জানা গিয়েছে প্রথম দিন থেকেই ছয় বিদেশি সহ সব ফুটবলারকে শিবিরে যোগ দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ম্যানেজমেন্টের তরফে।

এদিকে, প্রস্তুতি ম্যাচের পর একদিন বিশ্রাম নিয়ে রবিবার থেকে গোয়ায় সুপার কাপ সেমিফাইনালের প্রস্তুতি শুরু করে দিল অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল।

রানার্স শ্রীকান্ত

খেতাবরক্ষা গায়ত্রী-তৃষার

লখনউ, ৩০ নভেম্বর : সৈয়দ মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন গায়ত্রী গোপীচাঁদ-তৃষা জলি। প্রতিযোগিতায় খেতাবরক্ষার লড়াইয়ে নেমে তাঁরা প্রথম গেম ১৭-২১ পয়েন্টে হেরে পিছিয়ে পড়েন। রবিবার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই ভারতীয় জুটির বিরুদ্ধে প্রথম পয়েন্টেই ৪৯ শটের র‍্যালিতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন জাপানের কাহো ওসাওয়া-মাই তানাবে। পরবর্তীতে প্রথম গেম হারের ধাক্কা সামলে ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের লড়াইয়ে গায়ত্রী-তৃষা ১৭-২১, ২১-১৩ ও ২১-১৫ পয়েন্টে জয়লাভ করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসে ঘুরে দাঁড়িয়েও সফল হননি কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ফাইনালে হংকংয়ের জেসন গুনাওয়ানের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম গেম হেরে যান ১৬-২১ পয়েন্টে। এরপর দ্বিতীয় গেম ২১-৮ পয়েন্টে জিতলেও নির্ণায়ক তৃতীয় গেমে ২০-২২ পয়েন্টে শ্রীকান্ত হেরে যান।

আজলান শা-য় রানার্স ভারত

ইপো, ৩০ নভেম্বর : ১৫ বছরের অপেক্ষা মিটল না। সুলতান আজলান শা কাপ হকির ফাইনালে উঠেও বেলজিয়ামের কাছে ০-১ গোলে হেরে ফিরতে হল ভারতীয় দলকে। ৩৪ মিনিটে ফিল্ড গেম থেকে থিবো স্টকব্রোয়েক্স গোল করেন। বেলজিয়াম অপরাজিত থেকেই আজলান শা-য় চ্যাম্পিয়ন হল। প্রতিযোগিতায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের ম্যাচে তারা জিতেছিল ৩-২ গোলে। ক্রেগ ফুলটনের ছেলেরা ফাইনালে তিনটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি।

চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : সর্বভারতীয় আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডায়মন্ড হারবার। ফাইনালে তারা ৭-০ গোলে হারিয়েছে ইনকাম ট্যাক্সকে। ম্যাচে ডায়মন্ডের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন থারপুইয়া। অপর গোলগুলি করেন ব্রাইট, ক্লেইটন, জবি ও অ্যান্টোনিও।

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ১৫ বলে ৪৩ রানের পথে সঞ্জু স্যামসন।

ঈশানের শতরানে জয় ঝাড়খণ্ডের

আহমেদাবাদ, ৩০ নভেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ত্রিপুরাকে ৮ উইকেটে হারাল ঝাড়খণ্ড। সৌজন্যে ঈশান কিষানের অনবদ্য শতরান।

রবিবার টসে জিতে ত্রিপুরাকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় ঝাড়খণ্ড। ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করে ত্রিপুরা। দলের হয়ে সবাধিক ৫৯ রান করেন বিজয় শংকর। জবাবে ঝাড়খণ্ড ১৭.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৮৫ রান তুলে নেয়। অধিনায়ক ঈশান ৪৫ বলে সেঞ্চুরি করেন। শেষ পর্যন্ত ১১৩ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।

মুস্তাক আলির অপর ম্যাচে কেরল ৮ উইকেটে হারিয়েছে ছত্তিশগড়কে। টসে হেরে ১২০ রানে গুটিয়ে যায় ছত্তিশগড়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১০.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয় কেরল। অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন ১৫ বলে ৪৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দেন।

ছন্দে ফিরলেন স্যামসনও

এদিকে, দুরন্ত ফর্ম অব্যাহত আয়ুষ মাত্রের। বিদর্ভের পর এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে শতরান করলেন তিনি। আয়ুষের সেঞ্চুরির সুবাদে মুম্বই ৯ উইকেটে হারাল অন্ধ্রপ্রদেশকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে অন্ধ্রপ্রদেশ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৫.২ ওভারে ১ উইকেটে ১৬২ রান তুলে নেয় মুম্বই। ১৮ বছরের আয়ুষ ৫৯ বলে ১০৪ রানে অপরাজিত থাকেন। সূর্যকুমার যাদবের অবদান অপরাজিত ৩১।

অন্য ম্যাচে দিল্লি ১০ রানে হারিয়েছে সৌরাষ্ট্রকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেটে ২০৭ রান সংগ্রহ করে দিল্লি। অধিনায়ক নীতীশ রানা ৭৬ রান করেন। জবাবে সৌরাষ্ট্র ৫ উইকেটে ১৯৭ রানের বেশি করতে পারেনি। পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ৫ উইকেটে হেরেছে চণ্ডীগড়ের কাছে। প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৩৭ রানের বেশি করতে পারেনি তারা। ব্যর্থ অধিনায়ক পৃথ্বী শ (৯)। জবাবে মনন ভোরার ৭২ রানের সুবাদে ২ বল বাকি থাকতে জয় তুলে নেয় চণ্ডীগড়।

আলাভেসের বিরুদ্ধে জয় গুরুত্বপূর্ণ : ফ্লিক

মাদ্রিদ, ৩০ নভেম্বর : টানা চার ম্যাচে জয়। লা লিগায় দুরন্ত গতিতে দৌড়াচ্ছে বার্সেলোনা।

শনিবার ঘরের মাঠে শুরুতে পিছিয়ে থেকেও আলাভেসকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। জোড়া গোল করেছেন ড্যানি ওলমো। অপর গোলটি করেন লামিনে ইয়ামাল। আলাভেসের গোলদাতা পাবলো ইবানেজ।

ম্যাচের ১ মিনিটে ইবানেজের গোলে লিড নিয়েছিল আলাভেস। ৮ মিনিটে অবশ্য ইয়ামালের গোলে সমতায় ফেরে বার্সা। ২৬ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন ড্যানি ওলমো। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন তিনি। ম্যাচ জয়ের কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'আলাভেসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ৩ পয়েন্ট পেয়েছি। তবে এখানেই থামলে চলবে না। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।'

এদিকে লা লিগার অপর ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ২-০ গোলে হারিয়েছে ওভেইদোকে। ডিয়েগো সিমিওনের দলের হয়ে জোড়া গোল করেন আলেকজান্ডার সোরলথ।

বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরানোর পর লামিনে ইয়ামাল।

তিন ম্যাচ পর জয় ব্রুনোদের

লন্ডন, ৩০ নভেম্বর : একমাসেরও বেশি সময় পর জয়ের সরণিতে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

গত ২৫ অক্টোবর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। পরের তিন ম্যাচে দুইটি ড্র, একটা হার। রবিবার অবশেষে ক্রিস্টাল প্যালেসকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়ের মুখ দেখল ইউনাইটেড।

এদিন শুরুতে পিছিয়ে পড়ে রেড ডেভিলরা। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ক্রিস্টাল প্যালেসকে এগিয়ে দেন জিন-ফিলিপ মাতেতা। ৫৪ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরান জোশুয়া জির্কজি। শেষ ২৪ ম্যাচে গোল পাননি এই ডাচ স্ট্রাইকার। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এভার্টনের বিপক্ষে ম্যাচে শেষবার গোল করেছিলেন। বলাই যায় প্রায় একবছর পর বল জালে জড়ালেন জির্কজি। ৬৩ মিনিটে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন ম্যাসন মাউন্ট। প্রায় ২০ গজ দূর থেকে নীচু শটে গোল করেন তিনি। চলতি প্রিমিয়ার লিগে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের এটি ষষ্ঠ জয়।

ওয়েস্ট হ্যামকে হারাল লিভারপুল

অন্যদিক ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারাল লিভারপুল। দুই ম্যাচ পর জয়ের মুখ দেখল আর্নে স্লটের দল। এদিন ৬০ মিনিটে লিভারপুলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন আলেকজান্ডার ইসাক। ৮৪ মিনিট লুকাস পাকুয়েতা লাল কার্ড দেখায় শেষদিকে ১০ জনে খেলতে হয় ওয়েস্টহ্যামকে। সংযুক্তি সময় লিভারপুলের দ্বিতীয় গোলটি করেন কোডি গাকপো।

গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জোশুয়া জিকর্জি।

শনিবার লিডস ইউনাইটেডকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। জোড়া গোল করে সিটির এই নাটকীয় জয়ের কারিগর ফিল ফোডেন। ম্যাচ শেষে তাঁর প্রশংসা করে পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আরও একবার ফিলের মানই পার্থক্য গড়ে দিল। ও সত্যিই বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। বুঝিয়ে দিল যেকোনও পরিস্থিতি থেকে ও ম্যাচের মোড় ঘোরাতে পারে।'

মাহির শহরে অক্সিজেন জোগালেন বিরাট

ভারত-৩৪৯/৮
দক্ষিণ আফ্রিকা-৩৩২
(ভারত ১৭ রানে জয়ী)

অর্ধশতরানের পর রোহিত শর্মা। রাঁচিতে রবিবার।

রাঁচি, ৩০ নভেম্বর : পিকচার অভি বাকি হ্যায়।

চ্যাম্পিয়নরা জানে জবাব কীভাবে দিতে হয়। চাপ যত বেশি, তত ব্যাট চওড়া। সাফল্যের খিদে, নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার তাগিদ। মহেন্দ্র সিং ধোনির শহর সাক্ষী থাকল তেমনই এক বিরাট-কাহিনীর।

রোহিত-শোয়ের প্রার্থনাও পূরণ। যশস্বী জয়সওয়াল দ্রুত ফেরার পর একটাই স্লোগান-'রোক সকো তো রোক লো'। টেস্ট সিরিজে ভারতীয় ব্যাটারদের নিয়ে ছেলেখেলা করা মার্কো জানসেনরা চেষ্টা করেও যা থামাতে পারেননি।

রোহিত শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে পয়মন্ত রাঁচিতে (৭৭, ১৩৯, ৪৫, ১২৩, ১৩৫, গড় ১৭৩) সাফল্যের বুনিয়াদ গড়ে দেন বিরাট কোহলি। যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, ছড়ি ঘোরালেন বোলারদের ওপর। বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫২তম সেঞ্চুরির পর আকাশের দিকে লম্বা লাফ। সেলিব্রেশনে নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার আগ্রাসন।

হেলমেট খুলে চুম্বন গলায় ঝোলানো এনগেজমেন্ট রিংয়েও। ছিল ভক্তের প্রণামও। আবেগের কাছে ছোট পড়ে গেল কানায় কানায় ভর্তি রাঁচি স্টেডিয়ামের উঁচু প্রাচীর। নিরাপত্তা বেষ্টনীকে ফাঁকি দিয়ে সোজা কোহলির পায়ে!

নির্ভেজাল কোহলি-আবেগ। ১২০ বলে ১৩৫ নান্দনিক ইনিংসে বোঝালেন বিরাটরা সহজে ফুরিয়ে যায় না। বার্তাটা বোধহয় হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকেও। একইসঙ্গে জয়ের মঞ্চ গড়ে অক্সিজেন জোগানো টেস্ট ভরাডুবিতে চাপে থাকা দলকে।

রোহিত (৫৭), জুটিতে 'রোকো'-র টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি (১৩৬) ম্যাচের গতিপথ ঠিক করে দেয়। লোকেশ রাহুল (৬০), রবীন্দ্র জাদেজা (৩২) যে টেম্পোটা বজায় রেখে দলকে ৩৪৯/৮ স্কোরে পৌঁছে দেন।

দেশের বাইরে এত রান করে কখনও জেতেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। দুরন্ত লড়াই, নাছোড় মানসিকতার পরও এদিন যা বদলাতে পারেননি মার্কো জানসেন, করবিন বশরা। ১১/৩ থেকে দলকে ৩৩২-এ পৌঁছেও শেষরক্ষা হয়নি। রক্তচাপ বাড়ানো দ্বৈরথে শেষপর্যন্ত বাজিমাত ভারতেরই। ট্র্যাজিক নায়ক নয়, দলকে জিতিয়ে নায়ক হয়েই ফেরা বিরাটের।

অথচ, নতুন বলে শুরুতেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিলেন হর্ষিত রানা (৬৫/৩), অর্শদীপ সিং (৬৪/২)। দ্বিতীয় ওভারে রায়ান রিকেলটন ও কুইন্টন ডি ককে হর্ষিতের ঝোলায়। দুজনের কেউ রানের খাতা খুলতে পারেননি। চাপ বাড়িয়ে অধিনায়ক আইডেন মার্করামকে (৭) ফেরান অর্শদীপ।

৪.৪ ওভারেই ১১/৩। চতুর্থ উইকেটও চলে আসার কথা। টনি ডি জর্জির স্টাম্পিং মিস করেন লোকেশ (রিজার্ভ বেঞ্চে ঋষভ)। শেষপর্যন্ত নিজের প্রথম ওভারে রিভিউ নিয়ে জর্জিকে (৩৯) ফেরান কুলদীপ যাদব (৬৮/৪)। ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের (৩৭) অন্যরকম কিছু করার চেষ্টায় ইতি টানেন হর্ষিত।

১৩০/৫। একপেশে জয়ের স্ক্রিপ্টের মাঝে ফের আতঙ্ক হয়ে হাজির ৭ ফুট ৮ ইঞ্চির জানসেন। চার-ছক্কায় ভারতীয় সাজঘরের ফুরফুরে মেজাজ বদলে দিয়েছিলেন। ফের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় কুলদীপ। ৩৪তম ওভারে প্রথমে জানসেন (৩৯ বলে ৭০), তারপর ম্যাথু ব্রিৎজকেকে (৭২) ফেরান।

২২৮/৭। মনে হচ্ছিল, ম্যাচ এবার ভারতের পকেটে। কিন্তু ভুল প্রমাণ করছিলেন আট নম্বরে খেলতে নামা বশ (৬৭)। একার হাতেই অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে ফেলেছিলেন। জাদেজাদের সমস্যায় ফেলছিল রাতের দিকে বাড়তে থাকা শিশির। শেষপর্যন্ত বশের 'দাদাগিরি' থামিয়ে, ৩৩২ রানে প্রতিপক্ষকে আটকে দিয়ে ১৭ রানে জয়। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া।

শুরুটা হয়েছিল ভারতের একটানা ১৯ ওডিআই ম্যাচে টসে হার দিয়ে! মার্করাম প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। রোকোর দাপটে যা বুমেরাং। যশস্বী (১৮) অবশ্য ওডিআই প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হাতছাড়া করেন। আসলে ক্রিকেট দেবতা 'রোকো'-র জন্য অন্যরকম স্ক্রিপ্ট লিখে রেখেছিলেন।

সিডনিতে যেখানে শেষ করেছিলেন, আজ রাঁচিতে সেখান থেকেই শুরু 'রোকো'-র (জুটিতে ১৩৬)। আজ খুচরো রানের সঙ্গে বিগহিটের মিশেল ঘটালেন বিরাট। রোহিত যেখানে ইনিংস সাজালেন হিটম্যানসুলভ মেজাজে। যার সুবাদে ওডিআই ক্রিকেটে সবাধিক ৩৫২ ছক্কা (২৭৭ ম্যাচে) পিছনে দিলেন শাহিদ আফ্রিদিকে (৩৯৮ ম্যাচে ৩৫১)।

খেলার বিপরীতে আউট রোহিত। নীচু হওয়া বলে পুল করতে গিয়ে মিস করেন লেগবিফোর। বিরাটের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর রিভিউয়ের পথে হাঁটেননি রোহিত (৫৭)। বাকি সময়ে বিরাট শো। ২৮০ দিন পর শতরান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আজ মহেন্দ্র সিং ধোনির ঘরের মাঠে।

৫২নম্বর ওডিআই শতরানে এক ফরম্যাটে সবাধিক সেঞ্চুরির শচীন তেন্ডুলকারের বিশ্বরেকর্ডকেও পিছনে ফেললেন। সবমিলিয়ে ৮৩ নম্বর আন্তর্জাতিক শতরান। নার্ভাস নাইন্টিজে কিছুটা অস্বস্তি বাদ দিলে (রোহিতকে দেখা গেল সাজঘরের ব্যালকনিতে বসে মাথা ঠান্ডা রাখতে ইশারা করছেন) একবগ্গা দাপট।

বিরাট-মৌতাতের মাঝে রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৮) কিন্তু দীর্ঘদিন পর টিম ইন্ডিয়ায় ফেরার মঞ্চ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। দুরন্ত ক্যাচে কৃতিত্ব প্রাপ্য ব্রেভিসেরও। কিছুটা ক্লান্তির কাছে শেষপর্যন্ত থামে বিরাটের রেকর্ড ইনিংস। শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে দেখালেও বিরাট ফেরার পর দলকে টানলেন লোকেশ-জাদেজা। প্রচেষ্টার ফল ৩৪৯/৮। শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়েও যে গণ্ডি পেরোতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা।

ওডিআইয়ে সর্বাধিক ছক্কা

ব্যাটার	ছয়ের সংখ্যা	ম্যাচ	রান
রোহিত শর্মা	৩৫২	২৭৭	১১৪২৭
শাহিদ আফ্রিদি	৩৫১	৩৯৮	৬৮৯২
ক্রিস গেইল	৩৩১	৩০১	১০৪৮০
সনৎ জয়সূর্য	২৭০	৪৪৫	১৩৪৩০
মহেন্দ্র সিং ধোনি	২২৯	৩৫০	১০৭৭৩

বিরাট রোশনাইয়ে মুগ্ধ বীরু-শাস্ত্রীরা

রাঁচি, ৩০ নভেম্বর : বিরাট আবার দেখিয়ে দিল ওর কাছে রান করা ততটাই সহজ, যতটা চা তৈরি করা। বক্তার নাম বীরেন্দ্র শেহবাগ।

সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিল বিরাট। ওকে নিয়ে বেশি আলোচনা না করে খেলতে দিন ওকে। ক্রিকেট এখনও বাকি রয়েছে কোহলির মধ্যে। বক্তার নাম রবি শাস্ত্রী।

অসাধারণ ব্যাটিং। দুর্দান্ত ইনিংস। একদিনের ক্রিকেটে ৫২ নম্বর শতরান করে ফেলল ও। আগের মতোই জোশ ও রানের খিদে দেখতে পেলাম ওর মধ্যে। বক্তার নাম শিখর ধাওয়ান।

কেউ প্রাক্তন সতীর্থ। কেউ আবার প্রাক্তন কোচ। মহেন্দ্র সিং ধোনির মহল্লায় বিরাট রোশনাইয়ে মুগ্ধ সকলেই। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, রাঁচির জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠ কোহলির 'পয়া।' অতীতেও এই মাঠে রান করেছেন। আজও করলেন। এমন একটা সময় আজ তাঁর ব্যাট থেকে একদিনের ক্রিকেটের ৫২ নম্বর, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ৮৩ নম্বর শতরানটা এল, যখন বিরাট কোহলির একদিনের ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। শুধু কোহলি কেন, রোহিত শর্মাকে নিয়েও তো একই ছবি। 'রোকো' জুটি আজ ১০৯ বলে ১৩৬ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে, পিকচার আভি বাকি হ্যায়।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে হিটম্যান শতরান করেছিলেন। আজ তিনি শতরান পাননি। করলেন বিরাট। স্বাভাবিকভাবেই কোহলির সাবলীল ব্যাটিং, রানের খিদে, পরিচিত ক্রিকেটীয় ইনটেন্ট দেখে আবেগে ভাসছে ক্রিকেট সমাজ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ শাস্ত্রী সমালোচকদের মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলে ফেলেছেন, 'অসাধারণ ব্যাটিং। একদিনের ক্রিকেটে ৫২ নম্বর শতরান করে যে লাফটা দিল ও, তার মধ্যে অনেক অজানা কথা লুকিয়ে। বিরাটের সমালোচকদের বলব, আপনারা মুখ বন্ধ রাখুন। খেলতে দিন ওকে। আরও ক্রিকেট বাকি রয়েছে কোহলির মধ্যে।' শাস্ত্রীর মতোই কিংবদন্তি শেহবাগও আজ কোহলিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কোহলির ইনিংস দেখে সমাজমাধ্যমে বীরু লিখেছেন, 'আজ ভি ভুখ ওহি, জুনুন ওহি। রাজা রাজার মতোই থাকে। কোহলি দেখিয়ে দিল ওর কাছে রান করা ততটাই সহজ, যতটা চা বানানো।'

রাঁচিতে বিরাট শো দেখার পর সমাজমাধ্যমে চর্চা শুরু হয়েছে কিং কোহলিকে টেস্টে ফেরানোর। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে কোহলিকে টেস্ট অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে ফিরে আসার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। 'সংবাদমাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়, সবসময় সেটা সত্যি বলে ধরে নেওয়ার মানে হয় না। কিন্তু রোকোদের নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা বিসিসিআইয়ের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।'

রাতের দিকে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া পুরো বিষয়টিকে 'নেহাতই গুজব' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আগামীদিনে বিরাট, রোহিতদের ফের টেস্টের আঙিনায় দেখা যাবে কি না, পরের কথা। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন আজ সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন,

শতরান করলেন বিরাট কোহলি। পেলেন অধিনায়ক লোকেশের আলিঙ্গন।

বিরাট রেকর্ড

৫২ ওডিআইয়ে বিরাট কোহলির শতরানের সংখ্যা। যা কোনও ফরম্যাটে একজন ব্যাটারের সবাধিক সেঞ্চুরি। টপকে গেলেন শচীন তেন্ডুলকারকে (টেস্টে ৫১টি শতরান)।

২৫ ঘরের মাঠে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ওডিআইয়ে বিরাট ২৫টি শতরানের মাইলস্টোনে পা রাখলেন।

৬ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে সবাধিক ৬টি শতরান হয়ে গেল বিরাটের। ভাঙলেন শচীনের রেকর্ড (৫টি শতরান)।

২১৮ তিন ফরম্যাট মিলিয়ে বিরাটের ছক্কার সংখ্যা। পেরিয়ে গেলেন রিকি পন্টিংকে (২১৭টি)।

২০ ওডিআইয়ে বিরাট-রোহিত শর্মার শতরানের পার্টনারশিপের সংখ্যা। যা যুগ্মভাবে দ্বিতীয় সবাধিক।

ভারতীয়দের মধ্যে জুটিতে সবাধিক ম্যাচ

জুটি	ম্যাচের সংখ্যা
বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা	৩৯২
শচীন তেন্ডুলকার-রাহুল দ্রাবিড়	৩৯১
রাহুল দ্রাবিড়-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬৯
শচীন তেন্ডুলকার-অনিল কুম্বলে	৩৬৭
শচীন তেন্ডুলকার-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪১

ম্যাচের সেরা হয়ে রাজ্জাক করিম। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

জিতল চাঁচল

মালদা, ৩০ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে রবিবার চাঁচল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৫ উইকেটে হারিয়েছে জেনিথ এফসি-কে। টসে জিতে জেনিথ ৩৭.১ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়। সুব্রত দাস ৩৭ ও সুমন সাহা ২৯ রান করেন। জবাবে চাঁচল ৩৯.১ ওভারে ৬ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। চাঁচলের রাজ্জাক করিম ৫৭ রানের সঙ্গে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

ক্রিকেট নিলাম

বড়দিঘি, ৩০ নভেম্বর : আনন্দ সংঘ ক্লাবের পরিচালনায় এবং ব্যবস্থাপনায় আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের নিলাম শনিবার রাতে শেষ হল। ৮ দলের অধিনায়ক ও সদস্যরা উপস্থিত থেকে নিজেদের দল তৈরি করেছেন। মোট ১৫০ জন ক্রিকেটার অংশগ্রহণ করেছিলেন। আয়োজকরা জানিয়েছেন, শীঘ্রই প্রতিযোগিতার সময়সূচি প্রকাশ করা হবে।

জিতল গঙ্গারামপুর জুনিয়ার

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার গঙ্গারামপুর জুনিয়ার একাদশ ৬১ রানে দক্ষিণ দিনাজপুর ডিএসএ মহিলা ক্রিকেট দলকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে গঙ্গারামপুর টসে জিতে ৩৩.৩ ওভারে ১২২ রান তোলে। প্রীতম সাহা ৩৭ রান করেন। অরূপ বর্মনের অবদান ১৩। অহনা মণ্ডল ৪৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভাল বোলিং করেন অঞ্জলি বর্মনও (২৩/৩)। জবাবে মহিলা দল ২১ ওভারে ৬১ রানে গুটিয়ে যায়। তনুজা সরকার ১৯ রান করেন। অমন কবীর ৪ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন গঙ্গারামপুরের অমৃত মিত্র।

ম্যাচের সেরা অমৃত মিত্র। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

প্রতিবাদের জয়

ম্যাচের সেরার পদক নিয়ে অনিমেষ ভৌমিক। ছবি : রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট রবিবার প্রতিবাদ ক্লাব ১ উইকেটে জয় পেয়েছে আইডলস ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে আইডলস শুরুতে ব্যাট করে ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৬ রান করে। সাইয়াব আখতার ৪২ ও সতু চৌধুরী ৩০ রান করেন। ম্যাচের সেরা অনিমেষ ভৌমিক ১৫ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে প্রতিবাদ ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮৭ রান তুলে নেয়। রিদম সরকার ৫২ ও প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায় ৩৩ রান করেন। সুজন সরকারের শিকার ৫০ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সতু চৌধুরী (১৪/২) এবং শুভম বিশ্বাস (২৪/২)। শুক্রবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব এবং বিধাননগর স্পোর্টিং ক্লাব।

ক্রোয়েশিয়ার কাছে লড়ে হার ভারতের

চেংদু, ৩০ নভেম্বর : টেবিল টেনিসে মিক্সড টিম বিশ্বকাপের প্রথম দিনেই ক্রোয়েশিয়ার কাছে ৮-৬ ফলে হার দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে ভারত। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী, যারা প্রথম আটটি গেম জিততে পারবে তারাই ম্যাচে জয়লাভ করবে।

রবিবার মিক্সড ডাবলসে দিয়া চিতালে-সাথিয়ান গণশেখরণ ক্রোয়েশিয়ার ইভর বান ও হানা আপ্রাভিকের কাছে তিনটি গেমের মধ্যে দুটিতে পরাজিত হন। মহিলাদের সিঙ্গলসে অভিজ্ঞ মণিকা বাত্রা ক্রোয়েশিয়ার লিয়া রাকোভাকের কাছে একইভাবে দুইটি গেম হারেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর তিনটি গেমেই তোমিস্লাভ পুকারের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

মহিলাদের ডাবলসে দিয়া-যজ্ঞসেনী অবশ্য লিয়া রাকোভাক-মাতেজা জেগারের বিরুদ্ধে তিনটি গেম জিতে ভারতের আশা বাঁচিয়ে রাখেন। পুরুষদের ডাবলসে সাথিয়ান-আকাশ পাল প্রথম গেম জিতলেও দ্বিতীয় গেমে পরাজিত হওয়ায় ওখানেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়।

টেবিল টেনিসে মিক্সড টিম বিশ্বকাপের ভারতীয় দলের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী। চিনের চেংদুতে।